CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৭-১

অন্তর্দাহ

সঙ্কলয়িতা
শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তর্দাহ

সঙ্কলয়িতা

শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম প্রকাশ

২১ মার্চ ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দ, শুক্রবার
শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের ৪৬তম তিরোভাবতিথি

প্রাপ্তিস্থান

- গোস্বামী প্রেস্
ব্রহ্মেশ্বরপাটণা, ভুবনেশ্বর-৭৫১০০২
ফোন্ - ২৪৩০২২৬
- শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের ভজনস্থলী
১৭ ছিপিগলি, পোষ্ট : বৃন্দাবন, মথুরা-২৮১১২১
ফোন্ - ২৪৪২৯৪৮

আনুকূল্য : ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা মাত্র

গোস্বামী প্রেস্, ভুবনেশ্বর হইতে মুদ্রিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রাক্‌কথন

বৈষ্ণবরাজ শ্রীশিবশম্ভুর অহৈতুকী কৃপায় যে শ্রীজীবাভিন্নবিগ্রহ অদ্বিতীয় সিদ্ধান্তবিৎ, স্বীয় অনুগতবর্গের সাধনোন্নতির প্রতি সতত তীক্ষ্ণদৃষ্টিযুক্ত ও আচরণপূর্বক অনুক্ষণ অন্তর্দাহযুক্ত ভজনের শিক্ষাদাতা শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মের সন্ধান লাভ হইয়াছে, তাঁহার অহৈতুকী কৃপাহেতু তিনি যে এ নরাধমের হৃদয়স্থ ভক্তিবিপরীত বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাহা এ দীন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে।

তাঁহার শিক্ষার কথা স্মৃতিপথগত হইয়া এ অযোগ্যকে 'অন্তর্দাহ' গ্রন্থ রচনায় প্ররোচিত করিয়াছে। তাঁহার জীবনকালের মধ্যে তিনি কখনও কাহারও নিন্দা এমন কি তাঁহার ঘোর অনিষ্টকারী কোনও ব্যক্তির নিন্দা করেন নাই এবং সেই বিষয়ে তিনি সর্বদা তাঁহার অনুগত সকলকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন –

"কাহারও দোষ দেখিবে না কিংবা কাহারও নিন্দা করিবে না। অন্তর্যামী প্রত্যেক জীবের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালক। সুতরাং যে যাহা করিতেছে, সে তাঁহার প্রেরণায়ই করিতেছে। আমাদের প্রতি অন্যের যে দুর্ব্যবহার, তাহা আমাদের পূর্ব কর্মফলানুযায়ী সেই অন্তর্যামী পরমাত্মারই আমাদের প্রতি বিধান। সুতরাং দুর্ব্যবহারকারী তজ্জন্য কোনপ্রকারেই দোষী নহে। অতএব কাহারও দোষ দেখা অনুচিত। অন্যের দোষ দেখিলে কিংবা অন্যের নিন্দা করিলে, তাহা সেই পরমাত্মারই নিন্দা হইয়া থাকে।"

প্রাকৃতেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণভজন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যোগ্যতম ব্যক্তির উপরই বর্ষিত হইয়া থাকে। পরমমুক্ত ও পরমসিদ্ধগণই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কম্পাশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকারে বিভূষিত হন। সেই কারণে রজস্তমোগুণতাড়িত কর্মাধিকারীর জন্য শ্রীকৃষ্ণভজন উপদিষ্ট হয় নাই। শাস্ত্রে সর্বসাধারণের জন্য যে শ্রীকৃষ্ণভজন উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মহাপুরুষ বা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ীরূপ পুরুষাবতার। মায়া ও জীব লইয়াই ইঁহাদের লীলা। সেইজন্য ইঁহাদিগকে মায়াসঙ্গী বলা হয়। প্রাকৃতেন্দ্রিয়ে ইঁহাদের ভজন করিলে ইঁহারা ভজনকারীকে তাহার বাসনানুরূপ ফল – ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দিয়া থাকেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তুরীয় অর্থাৎ অপ্রাকৃত। তজ্জন্য তিনি মায়াসঙ্গী নহেন। অতএব মায়ার সঙ্গে তাঁহার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। সেইহেতু মায়িক ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার ভজন সম্ভব নহে। তাঁহার ভজন কিরূপে করা যাইতে পারে, তাহা তিনি নিজে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা হ্লাদিনীর মূর্তিমান্ প্রকাশ শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরিরূপে শিক্ষা দিয়া গেলেন। তিনি যে প্রেমের বিষয় শিক্ষা দিয়াগেলেন, কেবল হ্লাদিনীশক্তি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধন করিলেই সেই প্রেম লাভ হইতে পারে। ইহা জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে, কেবল সেই জাতীয় মহতের কৃপাসাপেক্ষ। সুতরাং সেই মহতের কৃপা পাইতে হইলে অনুক্ষণ চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকেই ডাকিতে হইবে। "প্রেমধন আর্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে" – ইহাই শ্রীগৌরহরির শিক্ষা। ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতি না থাকিলে এইরূপ সাধনের আরম্ভই হইবে না। প্রথমে প্রীতি ও সেই প্রীতির পরিপুষ্টির জন্য শ্রীগৌরোপদিষ্ট রাগানুগা ভক্তির সাধন।

এই প্রীতিলাভও সম্পূর্ণরূপে মহৎকৃপাসাপেক্ষ। অতএব সর্বদা অভিনিবেশ সহকারে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিলে তাঁহারা স্বসুখবাসনারূপ হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষালন করিয়া তাঁহাদের নিজজনের সঙ্গে পতিত দুরিত জীবের সাক্ষাৎকার করাইয়া দিবেন। পূর্ব পূর্ব অপরাধহেতু রজস্তমোগুণের প্রাবল্য হইয়া জীবকে স্বসুখসাধনে ব্রতী করাইতেছে। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপায়ই এই স্বসুখবাসনা দূর হইয়া যাইবে। সেই অবস্থায় তাঁহাদের নিজজনের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তাহা ব্যর্থ না হইয়া তাঁহাদের কৃপাবরণযোগ্যতা লাভ হইবে। সেই হেতু প্রেমলিপ্সু সাধকের পক্ষে সর্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে অভিনিবেশ সহকারে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজনই পরমশ্রেয়ঃ। এইজন্য শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর সর্বক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ডাকিবার জন্য তাঁহার অনুগত সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। কেবল তাই নয়, তিনি নিজেও আচরণ করিয়া তাহা সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গৌরগুণধাম" – শ্রীগৌরহরির বিভিন্ন লীলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া এই নাম বিভিন্ন সুরে তিনি নিজে অধিকাংশ সময়ে বিরহাতুর হইয়া চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া কীর্তন করিতেন এবং সকলকে এই নাম কীর্তন করিতে শিক্ষাও দিয়াগেলেন।

তিনি তাঁহার অনুগতগণের শরণাগতির অভাব ও ভজনোন্নতিতে বিলম্ব দেখিয়া সর্বদা ব্যথিত হইতেন। আর্তিহীন নিশ্চিন্ত জীবন পশুজীবনের সঙ্গে সমান বলিয়া তিনি সর্বক্ষণ বলিতেন। ভজন করিতে আসিয়া যাহার ভজন হইল না বলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভাববোধ ও তজ্জনিত হৃদয়ে জ্বালাবোধ হইল না, সে ভজন করিতে আসে নাই বুঝিতে হইবে। ভজনের ছলনায় সে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি করিতেই আসিয়াছে। এইরূপ লোকের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই বলিয়া তিনি সব সময় বলিতেন।

তাঁহাকে যদি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ প্রশ্ন করিতেন – "আপনি এইরূপ লোম বাছিলে ত কম্বল থাকিবে না। এ সংস্থা চলিবে কিরূপে ?" তাহার উত্তরে তিনি বলিতেন – "আমার অন্যাভিলাষী কোটি কোটি শিষ্যের আবশ্যকতা নাই, অন্যাভিলাষহীন, ভজনেচ্ছু, নিষ্কপট ও আর্তিযুক্ত একটি শিষ্য হইলেই যথেষ্ট।"

তিনি আরও বলিতেন যে, ভজন করিতে আসিয়া যাহারা কচ্ছপগতিতে চলিবার পক্ষপাতী, আমি তাহাদের গুরু নহি, তাহারা অন্য গুরু করিতে পারে। যাহারা ব্যোমযান গতিতে অগ্রসর হইতে আগ্রহী, তাহারাই আমার শিষ্য হইবার যোগ্য। তাঁহার এইরূপ বলিবার অর্থ এই যে, কালবিলম্ব না করিয়া এই জন্মেই যেরূপে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তজ্জন্য যে যত্নবান্ ও ব্যাকুল, সেইরূপ শিষ্যই তাঁহার আবশ্যক।

বস্তুতঃ যাহারা নিষ্কপট ভজনপরায়ণ এবং ভজন হইতেছে না বলিয়া যাহাদের অভাববোধ ও তজ্জন্য হাহুতাশ ভাব থাকিত, তিনি তাহাদিগকে অন্তরে খুব্ই স্নেহ করিতেন। তাহারা দুর্বলতাবশতঃ ভজনে ত্রুটিজনক কোন কার্য করিয়া ফেলিলেও তিনি তজ্জন্য তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড না দিয়া পিতা পুত্রকে স্নেহশীল হইয়া বুঝাইবার মত কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহভরা হৃদয়ে বলিতেন – "ভজন করিতে গেলে এইসব প্রতিবন্ধক অবশ্য আসিবে। তবে অনর্থগ্রস্ত হইয়া সেইসব ভক্তিহানিকর কার্য চালাইবার চেষ্টা না করিয়া তাহা হইতে কিরূপে নিবৃত্ত হইবে, সেই উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে ব্যাকুল প্রার্থনা কর। তাহা হইলে তাঁহারা বল দিবেন এবং তাঁহাদের কৃপায়ই তোমরা অনায়াসে সেইসব অনর্থের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে।"

কিন্তু যে কপটী এবং বাহিরে ভক্তিসাধনের আড়ম্বর দেখাইয়া অন্তরে ভক্তিহানিকর কার্যে তৎপর, সেইরূপ লোককে দেখামাত্রই তিনি তাহার অন্তরের ভাব জানিতে পারিতেন। তজ্জন্য তিনি আর তাহাকে দেখা দিতেন না কিংবা সে চিঠি দিলেও তাহার উত্তরও দিতেন না। অথচ নানা অনর্থগ্রস্ত হইলেও যে সরল সে চিঠি দিলে ফেরৎ ডাকেই তাহার উত্তর দিতেন।

তাঁহার এইসব আচরণের দ্বারা তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, যে সরল হইবে সে নানা অনর্থগ্রস্ত হইলেও তাঁহার কৃপা পাইতে পারিবে। অবশ্য মহৎ যাহাকে কৃপা করিবেন তাহার পক্ষে অনর্থের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া অতি নগণ্য কথা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিষ্যগোষ্ঠী বৃদ্ধি করিয়া নিজকে জগদ্গুরু বলিয়া প্রচার করিবার প্রয়াস তাঁহাতে লেশমাত্রও ছিল না। একটি শিষ্য হউক না কেন সে যদি নিষ্কপট ও সতত আর্তিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কৃপার ভাজন হইত।

তিনি নিজে যেরূপ সর্বক্ষণ তীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া ভজন করিতেন, তাঁহার অনুগত সকলেই যাহাতে অনুক্ষণ সেইরূপ তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ-কীর্তনাদি করে, তাহাই তাঁহার অন্তরের কামনা ছিল। তাঁহার প্রত্যেকটি উপদেশও তদনুরূপই ছিল। তাঁহার উপদেশে আবেশ, অভিনিবেশ, অন্তর্দাহ ও ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানের কথা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

শত অযোগ্য হইলেও যে তাঁহার কৃপার উপর নির্ভরশীল থাকিত তিনি তাহাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন ও তাহার বিষয় কিরূপ চিন্তা করিতেন তাহা প্রকাশ্য না হইলেও তাহার অনুগতবাৎসল্য গুণই তাহা এস্থানে প্রকাশ করিতে এ দীন লেখককে বাধ্য করিতেছে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ মার্চ্চ মাসের কথা। এ দীন লেখক কটকস্থ গোস্বামী প্রেসের আফিসে বসিয়া আছে। তাহার গুরুভ্রাতা ও শ্রীগুরুদেবের একান্ত অনুগত শ্রীমৎ হরিগোপাল দাস মহাশয়ও বসিয়া আছেন। এই সময়ে পোষ্টম্যান্ একখানি চিঠি দিতে আফিসের দিকে আসিতে ছিল। চিঠিটি একটি পোষ্টকার্ড়ে লিখা। দূর হইতে উক্ত চিঠিটি দেখামাত্রই তাহা যে শ্রীব্রজসুন্দরজী(লেখকের একজন গুরুভ্রাতা)র হাতের লেখা জানিতে পারিয়া "গুরুদেব কী অপ্রকট হইয়া গেলেন!" হঠাৎ এইরূপ চিন্তা মাথায় আসিল এবং ইলেক্ট্রিক্ সক্ লাগার মত একটি জোর ধাক্কা লাগিল। মাথাটা ঘূরিয়া গেল। চতুর্দিক অন্ধকার দেখাগেল। সেপর্যন্ত কিন্তু চিঠির বিষয়বস্তু কি তাহা পড়া হয় নাই। চিঠিটি পোষ্টম্যানের হাতেই ছিল। চিঠিটি তাহার হাত হইতে আনিয়া চিঠির বিষয়বস্তু পড়িয়া জানিতে পারিলাম যে, সত্য সত্যই শ্রীগুরুদেব প্রকটলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। কারণ একবার তাঁহাকে দর্শন করিয়া নিজের দুর্দৈবের কথা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে ব্যক্ত করিবার তীব্র বাসনা অন্তরে ছিল। তাঁহার উপদেশ পাইলে তদনুযায়ী আচরণ করিতে যত্নবান্ হইতাম। কিন্তু হায়! সে সুযোগ হইতে চিরকালই বঞ্চিত থাকিতে হইল!

তারপর শ্রীমৎ হরিগোপালজীর সঙ্গে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাত্রা করিলাম। তথায় পৌঁছিয়া শ্রীব্রজসুন্দরজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তিনি এ দীন লেখককে বলিলেন – "হায় হায়! তুমি এখন আসিলে, কিন্তু শ্রীগুরুদেব প্রকট থাকিতে একবার আসিলে না? 'দিবাকরের সঙ্গে দেখা হইল না, দিবাকরের সঙ্গে দেখা হইল না' বলিয়া তিনি তোমার জন্য কত আক্ষেপ করিলেন!" তাঁহার নিকট হইতে এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। এ নির্ঘৃণের কথা পরমকরুণাময় শ্রীগুরুদেব তাঁহার অপ্রকটকালে স্মরণ করিয়াছেন! এই চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে এই আশারও সঞ্চার হইল – "হীনার্থাধিকসাধক শ্রীগুরুদেব যখন তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশের সময়ে এ নরাধমের কথা চিন্তা করিয়াছেন, শত অযোগ্য, শত অপরাধী হইলেও তিনি এ পতিতকে ছাড়িবেন না, এক দিন না এক দিন অবশ্যই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিয়া তিনি অনুক্ষণ যে অন্তর্দাহযুক্ত ভজনের কথা শিক্ষা দিতেন, সেই অন্তর্দাহযুক্ত ভজনের যোগ্য করাইবেন।"

হে পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব! আপনার অপার করুণার কথা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। আপনি নিজগুণে এ অপরাধীর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে আপনার শ্রীচরণের রেণু করিয়া রাখুন। এ পতিতাধমের আপনার শ্রীপাদপদ্মে এই সকাকু প্রার্থনা।

শ্রীগুরুদেব অপ্রকট হইলেও "বাস্তব দৈন্যের অবিরাম উত্তপ্ত অশ্রুধারায় জন্মজন্মান্তরের অপরাধকঠিন হৃদয়পাষাণকে ক্ষয় করিয়া দিতে হইবে, গলাইয়া দিতে হইবে" – তাঁহার অনুগতগণের প্রতি তাঁহার এই যে অগ্নিমন্ত্র, ইহা অনুক্ষণ হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া শত অযোগ্য হইলেও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের দাস্যলাভের জন্য প্ররোচিত করিতেছে। তাঁহার এইসব মর্মস্পর্শী বাণী এ নরাধমকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে এই 'অন্তর্দাহ' গ্রন্থলেখনের প্রেরণা দিয়াছে।

বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত যে ধর্ম, তাহা বিরহাত্মক। বিরহে ইষ্টদেবের প্রতি আবেশ যেরূপ অনুক্ষণ হৃদয়কে অধিকার করিয়া রাখে অন্য কোন সাধনে সেইরূপ আবেশ আসা সম্ভব নহে। ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। সেই কারণে শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তগণের সাধনে অন্তর্দাহেরেই প্রাধান্য। ইষ্টদেবের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় তাহা সম্পূর্ণরূপে হ্লাদিনীশক্তির দূত মহতের কৃপাসাপেক্ষ, কোনমতেই রজস্তমোগুণাবিষ্ট বিমুখ জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। যাহা নিজের চেষ্টাসাধ্য নহে, তাহা পাইবার একমাত্র উপায় ব্যাকুল ক্রন্দন। সেই কারণে শ্রীগৌরোপদিষ্ট ভজনে ক্রন্দনেরই প্রাধান্য।

অবশ্য সকল বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই ক্রন্দনের কথা আছে। তাহাতে যে ক্রন্দনের কথা আছে, তাহা জীব মায়াগ্রস্ত হইয়া যে দুঃখ ভোগ করিতেছে, মুখ্যতঃ তাহা হইতে উদ্ধারলাভের জন্যই উদ্দিষ্ট। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তগণের যে ক্রন্দন, তাহা কেবল ইষ্টদেবের প্রীতিকরী সেবার অভাববোধ হইতেই জাত। অর্থাৎ সেই ক্রন্দন স্বসুখাত্মক নহে – তাহা ইষ্টসুখাত্মক। "দিন ত চলিয়া যাইতেছে। ইষ্টদেবের প্রীতিকরী সেবার সুযোগ পাইলাম না। পূর্ব দুরন্ত অপরাধ সর্বদা তাহা হইতে বঞ্চিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া রাখিতেছে। এই জন্মে তাঁহার সেবা না পাইলে মৃত্যুর পরে কি জন্ম হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ? সত্যই কি এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া তাহা বৃথা হইয়া যাইবে ! শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ভক্তগণের যে সরলতা, ইষ্টদেবের সেবালাভের জন্য যে সুতীব্র ব্যাকুলতা, তজ্জনিত যে আর্তি, যে বুকফাটা ক্রন্দন এ নরাধম সে সমস্ত কথা জানিয়াও কি সেই পথের পথিক হইতে পারিবে না ? এ হৃদয়-পাষাণ কি বিগলিত হইবে না ? হে পাপী-তাপী-অপরাধীর নিস্তারকারী শ্রীগৌরগুণধাম ! এ নরাধম কবে আপনার শ্রীচরণাশ্রিত জনগণের কৃপাভাজন হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সতত বিদ্যমান সেই আর্তিসিন্ধুর এক কণিকা লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবে ? আপনার শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পাষাণ বিগলিত হইয়া তাহাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন ও সর্বাঙ্গচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বারা আপনার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণবিরহাগ্নি কিরূপ সতত প্রজ্বলিত থাকিয়া তাহাকে বিগলিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার অপ্রাকৃত দেহের সংস্পর্শে যাহা আসিত এমনকি তাহা পাষাণ হইলেও তাহাকে বিগলিত করিয়া দিত, তাহা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। হে হীনার্থাধিকসাধক ! আপনার হৃদয়ের সেই শ্রীকৃষ্ণবিরহাগ্নি এ নরাধমের হৃদয়-পাষাণকে কবে বিগলিত করিয়া দিবে ? এ নরাধম কবে আপনার প্রিয়জনের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়া চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিবে ?" – এই চিন্তা সর্বক্ষণ হৃদয়ে বলবত্তর থাকিলে তাহাতে মায়া আর স্বসুখবাসনা সৃষ্টি করিবার সুযোগ পাইবে না। অতএব চিত্ত আপনা হইতেই শুদ্ধ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ স্বর্ণ অগ্নিদগ্ধ হইয়া যেরূপ নিজের মল (খাদ) ত্যাগ করিয়া স্বীয় উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে, সেইরূপ অন্তর্দাহজনিত তাপ হৃদয়মলকে দহনপূর্বক হৃদয়কে শুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের যোগ্য করিয়া দিবে।

হে প্রণতকরুণ শ্রীগুরুদেব ! আপনি কবে এ নরাধমকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দিয়া অনুক্ষণ তীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া ভজন করিবার প্রেরণা দান করিবেন – এই আশাবন্ধ লইয়া চাতকের মত পড়িয়া আছি।

বিনীত

কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহশীল শ্রীগুরুদেবের কৃপাপ্রার্থী

শ্রীদিবাকর মিশ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহায়ক গ্রন্থসূচী

১। শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীল শ্রীধরস্বামি-বিরচিত শ্রীভাবার্থদীপিকা (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), শ্রীল জীব গোস্বামি-বিরচিত শ্রীষট্‌সন্দর্ভ ও শ্রীক্রমসন্দর্ভ, শ্রীল সনাতনগোস্বামিবিরচিত শ্রীশ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীল রূপগোস্বামিবিরচিত শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু, শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণি, শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠাকুরবিরচিত শ্রীমদানন্দচন্দ্রিকা (শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণির টীকা)।

২। শ্রীমদ্‌পুরীদাসঠাকুরের সম্পাদিত শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত।

৩। শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের প্রণীত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শন ও তৎসম্পাদিত শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

৪। তৎপ্রণীত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

৫। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠাকুরের প্রণীত 'সারার্থদর্শিনী' (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), 'সারার্থবর্ষিণী' (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার টীকা) ও মাধুর্যকাদম্বিনী।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

৭। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ ও শ্রীঅগ্নিপুরাণ।

৮। উপনিষদসমূহ।

৯। শ্রীহরিগোপাল দাস মহাশয়ের সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরের শ্রীহরিকথামৃত'।

১০। শ্রীগৌড়ীয় মিশনের দ্বারা প্রকাশিত 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় (২০শ খণ্ড হইতে ২৪শ খণ্ড পর্যন্ত) বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের উপদেশসম্বলিত প্রবন্ধাবলী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহায়ক গ্রন্থের সাংকেতিক চিহ্ন

শ্রীমদ্ভাগবত	.....	শ্রীভা:
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	.....	শ্রীচৈ:চ:
শ্রীচৈতন্যভাগবত	.....	শ্রীচৈ:ভা:
শ্রীভক্তিসন্দর্ভ	.....	শ্রীভ:স:
শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ	.....	শ্রীপ্রী:স:
শ্রীক্রমসন্দর্ভ	.....	শ্রীক্র:স:
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু	.....	শ্রীভ:র:সি:
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	.....	শ্রীগী:
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত	.....	শ্রীবৃ:ভা:

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

শ্রীগদাধরদাসের ভজনকুটীর ১
হরিবিমুখ জীবের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চিত্র ১
শ্রীগদাধর দাসের নিষ্কিঞ্চনতা ও ভজনপরায়ণতা ৭
রাঘবের চরমদুঃখই তাহার ভাগ্যোদয়ের কারণ হইল ৮
গুরুজীর প্রার্থনা ৯
গুরুজীর সঙ্গে রাঘবের সাক্ষাৎ ও স্বদুঃখ জ্ঞাপন ১২
রাঘবের ভাগ্যকে গুরুজীর প্রশংসা ১৪
রাঘবের স্ত্রীপুত্র তাহার কর্মফলেরই প্রতীক ১৬
সংসারের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ হইতে উদ্ধারলাভের উপায় ১৬
সুসন্তান অপেক্ষা কুসন্তান ভাল ১৮
স্বজনগণের প্রদত্ত দুঃখকে স্বীয় কর্মফলজ্ঞানে সহ্য করাই বিজ্ঞতা ১৯
রাঘবের গুরুগৃহে বাস ২০
স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিতে করিতে সাধুকৃপার জন্য প্রার্থনা ২১
অনুক্ষণ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিই সর্বসাধনসার ২২
মনের বশীভূততাই সংসারী জীবের দুঃখের কারণ ২৪
দুর্জয় মনকে জয় করিবার সহজ উপায় ২৫
গুরুজীর কৃপায় রাঘবের হৃদয়ে তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি ৩০
ভৃতাদরই কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার মুখ্য সাধন ৩৩
স্বদোষদর্শনদ্বারা পরদোষদর্শন আপনা হইতেই দূর হইবে ৩৪
উদরভেদবুদ্ধিশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ক্রন্দন স্বতঃই উদিত হয় ৩৫
শ্রীগৌরভজনদ্বারা অন্তর্দাহের উদয় হয় ৩৬
শ্রীগৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য ৩৭
শ্রীগৌরভজনই প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ৩৯
প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারা রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজন সম্ভব নহে ৪৪
আর্তিযুক্ত নামকীর্তনের প্রভাব ৪৭
মহৎকৃপাহীন ব্যক্তির পক্ষে ক্রমপন্থার আশ্রয়ই শ্রেয়স্কর ৪৮
অন্তর্দাহ কী ? ৫৩
অন্তর্দাহই ভক্তি ৫৪
সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের প্রার্থনায় ক্রন্দনের প্রাধান্য ৫৫
শ্রীগৌরহরির আচরণে অন্তর্দাহের স্থান ৬০
শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণে প্রদর্শিত অন্তর্দাহ ৬৬
জগাই-মাধাই ও অন্তর্দাহ ৬৭

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ক্রন্দন ৬৯
শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের আর্তি ৭৪
শ্রীশ্রীধরের আর্তি ৭৫
শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের আর্তি ৭৬
গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের আর্তি ৭৭
শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মহিষীবৃন্দের আর্তি ৭৭
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার অপহরণপ্রয়াসী দস্যু ব্রাহ্মণের আত্মধিক্কার ৭৭
শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর আর্তি ৭৮
শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভুর আত্মধিক্কারজনিত সুতীব্র আর্তি ৭৯
অন্তর্দাহের প্রতীক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু ৭৯
শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আর্তির কাহিনী ৮৬
শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের হৃদয়বিদারক আর্তি ৮৮
অন্তর্দাহই ভক্তি বলিয়া শ্রীজীবপাদের মত ৯১
শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর লেখনীতে অন্তর্দাহের স্থান ৯২
শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আর্তিজনিত রোদন ১০৫
অন্তর্দাহসম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১০৭
দৈন্যের স্বরূপ ১০৭
কপট দৈন্য ১০৮
প্রেমের তারতম্যানুসারে দৈন্যের তারতম্য ১০৯
ভক্তমহতের সঙ্গ ও কৃপাই প্রেমলাভের মুখ্য কারণ ১১১
ভগবৎসেবা হইতে মহৎসেবার মাহাত্ম্য অধিক কেন ? ১২১
ভগবদ্ভজনের আবশ্যকতা ১২৪
শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হয় কিরূপে ? ১২৫
শ্রীনামকীর্তন-প্রণালী ১৩২
শ্রীবিষ্ণুতে মনোনিবেশই সাধনের প্রাণ ১৩৬
আর্তিযুক্ত শ্রীনাম-কীর্তনের প্রাধান্য কেন ? ১৪৩
ভগবৎকৃপায় মুক্তি ও মহৎকৃপায় প্রেম লাভ হয় ১৪৬
প্রেমলাভের সহজ উপায় ১৪৭
আর্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্য ১৪৯
অন্তর্দাহই আবেশের জননী ১৫২
শ্রীল পুরীদাস ঠাকুরের উপদেশে অন্তর্দাহের গুরুত্ব ১৫৩
রাঘবকে গুরুজীর উপদেশ ১৬০
গুরুজীর উপদেশানুরূপ রাঘবের আচরণ ১৭৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তর্দাহ

শ্রীগদাধর দাসের ভজনকুটীর

শ্রীগদাধর দাস একজন উদাসীন বৈষ্ণব। তিনি ভিক্ষা করিতে আসিয়া বিষ্ণুপুর গ্রামে পৌঁছিলেন। গ্রামটি খুব বড়। গ্রামের লোক অধিকাংশ চাষী। অনেক ব্যবসায়ীও আছেন। গ্রামের প্রথমেই জলভরা একটি পুকুর আছে। মাঝে মাঝে কতকগুলি আমগাছ গ্রামের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। পুকুরের ধারে কিছু জমিতে খড়ের ছাউনি একটি ভাঙ্গা ঘর। এই ঘরটি দেখিয়া শ্রীগদাধর দাসের সেইখানে থাকিয়া ভজন করিবার ইচ্ছা হইল। ঘরের মালিকের খোঁজ লইয়া তাহার নিকট গিয়া সেই ঘরে থাকিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, ঘর ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবে আপনি যে সেখানে থাকিয়া ভজন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা আমার মহা ভাগ্য। আপনি পরের সপ্তাহে আসুন, সেই ঘরে থাকিবেন। এর মধ্যে আমি ঘরটিকে মেরামত করিয়া দিব। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মহা আনন্দে ঘরটিকে মেরামত করিয়া দিলেন এবং পরের সপ্তাহে শ্রীগদাধর দাস তাঁহার শিষ্য শ্রীঅনন্ত দাসের সহিত সেখানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। শ্রীঅনন্ত দাস একজন অতি স্নিগ্ধ স্বভাবের ব্রাহ্মণ ছেলে। সে চার বৎসর হইল গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে এবং সব সময় গুরুজীর সেবায় প্রাণপণে লাগিয়া থাকে। গুরুদেব যখন যাহা বলেন তাঁহার আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। সে প্রত্যেক দিন সকালবেলা নিকটবর্তী গ্রামে গিয়া প্রায় দুই ঘণ্টার জন্য ভিক্ষা করে। যাহা ভিক্ষা করিয়া আনে তাহা রান্না করিয়া দেয় এবং গুরুজী ঠাকুরকে নিবেদন করিবার পর সে গুরুজীকে পরিবেশন করে। গুরুজী ভোজন করিবার পর সে তাঁহার অবশেষ ভোজন করে।

হরিবিমুখ জীবের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চিত্র

বিষ্ণুপুর গ্রামের কাছে মধুপুর বলিয়া আর একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামেও অনেক চাষী ও অনেক ব্যবসায়ীদের ঘর আছে। রাঘব এবং শঙ্কর সেই গ্রামের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুই বন্ধু। শঙ্কর রাঘবের বন্ধু হইলেও তাহার মত সৎ নহে। সে নানা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে। ছেলেদিগকেও সেই পথ দেখাইয়াছে। অবশ্য ধর্মকার্যেও সে অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু কেবল প্রশংসা পাইবার উদ্দেশ্যেই সে ইহা করিয়া থাকে। রাঘব ব্রাহ্মণ এবং তার সম্পত্তি মাত্র নয় বিঘা জমি এবং খড়ের চালার একটি ঘর। তার তিন ছেলে এবং একটি মেয়ে। বড় ছেলে ভাল পড়াশোনা করে। শ্রেণীতে সব সময় প্রথম হয়। সে গ্রামের স্কুলে পড়া শেষ করিয়া কটকে আসিয়া কলেজে পড়িল। সে সব সময়ে শ্রেণীতে প্রথম হয় বলিয়া রাঘবের আনন্দ আর ধরে না। সে চাষবাস করিয়া কিছু পায় এবং যজমানি করিয়াও কিছু পয়সা রোজগার করে। সেই অল্প আয়ের মধ্যে কোনমতে সংসার চালাইয়া বড় ছেলের নিকট তাহার আবশ্যকতা অনুযায়ী টাকা পাঠায়। এদিকে তাহার আরও ছোট দুই ছেলে এবং একটি মেয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের বইপত্র যোগানোই তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়ে। কিন্তু সব ছেলে মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করাইবার জন্য তার খুবই আগ্রহ। সেই জন্য সে মাঝে মাঝে নিজের খরচ যতদূর সম্ভব কমাইয়া ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় খরচ করে। বড় ছেলে আই.এ.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাঘব আনন্দে বিভোর। ছেলে আই.এ.এস পেয়েছে বলিয়া মনের আনন্দে সকলকে বলিতে লাগিল। কিন্তু রাঘবের এই আনন্দের পূর্ণছেদ এখানেই হইয়া গেল। কারণ সে খুব আশা করিয়াছিল যে ছেলে চাকরি করিলে ছোট ভাই বোনকে কাছে রাখিয়া পড়াইবে, সকলেই উচ্চ শিক্ষিত হইবে। কিন্তু সেই আশা আশায়ই থাকিয়া গেল। ছেলে চাকরিতে যোগ দিল। প্রথমে প্রথমে বাড়িতে কিছু কিছু টাকা পাঠাইত। তারপর রাঘব মেজো ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইবার জন্য তাহাকে বলিল। কিন্তু এত পয়সা খরচ করিয়া তাহাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইবার জন্য সে রাজি হইল না। সেইজন্য রাঘবের মন দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বহু কষ্ট করিয়া কোনমতে তাহাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইল। বড় ছেলে আই.এ.এস পাইয়াছে বলিয়া তাহার বিবাহের জন্য রাঘবের ঘরে মেয়েপক্ষীয় লোকের ভিড় জমিল। রাঘবের যেখানে মেয়ে পছন্দ হয়, সে ছেলেকে জানায়। ছেলে সব সময় বলে আমি এখন বিবাহ করিব না। শেষে ছেলে নিজে নিজে তাহার বিবাহ ঠিক করিল একজন আই.এ.এস অফিসারের মেয়ের সঙ্গে। নিমন্ত্রণপত্র ছাপাইয়া বাবাকে পাঠাইল। তাহার বিবাহ কোন তারিখে এবং কোথায় হইবে, তাহা লিখিয়া সেই সময়ে বাবাকে সেখানে উপস্থিত হইবার জন্য চিঠিতে জানাইল। নিমন্ত্রণপত্র দেখিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাঘব দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিরুপায় হইয়া দুই ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে করিয়া সে কটকে আসিল। খুব আড়ম্বরের সহিত বিবাহের সমাধা হইল। খরচ প্রায় ছয় লাখ টাকার কম নয়। এইসব দেখিয়া রাঘবের মন দুঃখে অস্থির। বিবাহ শেষ হইল। মেজো ছেলে কলেজে ফিরিল। স্ত্রী, ছোট ছেলে ও মেয়েকে সঙ্গে লইয়া রাঘব বাড়িতে ফিরিল। ছোট ছেলে গ্রামের স্কুলে পড়ে। সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

কিছুদিনের পর মেজো ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করিল এবং চাকরিও পাইয়া গেল। তা'র পড়ার জন্য রাঘব কিছু দেনাও করিয়াছে। চাকরি করিবার পর সে প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু টাকা বাড়ীতে পাঠায়। রাঘব কোনমতে সেই টাকায় ঘরের খরচ চালাইয়া নেয়। মেয়েও গ্রামের স্কুল হইতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। ছোট ছেলে ও মেয়ে এই দুইজনকে কলেজে পড়াইবার জন্য রাঘবের খুব ইচ্ছা। ভাই, বোন দুইজনকে কাছে রাখিয়া পড়াইবার জন্য সে দুই ছেলেকে জানাইল। নানা কারণ দেখাইয়া দুই ছেলেই কাছে রাখিয়া তাহাদিগকে পড়াইতে নিজেদের অসামর্থ্য প্রকাশ করিল। কাজেই মেয়ের পড়াশোনা বন্ধ রহিল। রাঘবের ঘনিষ্ঠ একজন ধনী ব্যক্তিকে সে নিজের দুরবস্থার কথা জানাইয়া ছোট ছেলেকে পড়াইবার জন্য কিছু সাহায্য করিতে অনুরোধ করিল। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বি.এ.বি.এড পর্যন্ত পড়াইল। পিতা, মাতা উভয়ে ছোট ছেলেকে খুবই ভালবাসিত। সেও সব সময়ে পিতামাতার যত্ন নিত।

বড় ছেলের একটি ছেলে হয়েছে। রাঘব নাতিকে দেখিতে গিয়াছে। ছেলে ত আই.এ.এস অফিসার। কাজেই বহুলোক ছেলের কাছে আসিতেছে। বাড়িতে খুব ধুম্‌ধাম্ চলিতেছে। রাঘব 'হংসমধ্যে বকো যথা' ন্যায় নীরব থাকিয়া বিষণ্নমনে একই স্থানে বসিয়া থাকে। ছেলে কিংবা বৌমা কারও নিকট কোনও রকম আন্তরিকতা কিংবা কোনরূপ আদরযত্ন না পাইয়াই তাহার মনের এই বিষণ্নতা। তারপর সে বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছা করিল। ফেরার আগে মেয়ের বিয়ের বিষয়ে চিন্তা করিতে ছেলেকে বলিল। ছেলে বলিল – "আমার সময় কোথায় ? তুমি চেষ্টা কর। বিয়ে ঠিক হইলে আমাকে জানাইও। আমি যতটুকু পারি দিব।" মেজো ছেলেকে বলিলে সেও সেইরূপ বলিল। যাহা হউক রাঘব বাড়ীতে ফিরিয়া একজন স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ ঠিক করিল। সকলেই ত জানে যে রাঘবের দুই ছেলে খুব ভালই রোজগার করে। কাজেই যৌতুক ভাল পাওয়া যাইবে। সেই কারণে ছেলের পক্ষের লোকেরা বলিল,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাদের কোন দাবি নাই। তবে লোকের পছন্দমত কাজ হইলেই আমরা খুসী। রাঘব মনে মনে বিবাহের জন্য দেড় লক্ষ টাকা খরচের হিসাব দুই ছেলেকে জানাইল। বড় ছেলে বলিল পঞ্চাশ হাজার টাকা হইতে অধিক দিতে পারিবে না। মেজো ছেলেও বলিল পঁচিশ হাজার টাকা দিবে। এ দুইজনের টাকা মিলাইয়া ত হিসাবের অর্ধেক হইল। আর অর্ধেক আসিবে কোথা হইতে ? মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে নিজে দুই ছেলের নিকট মেয়ের বিয়ের জন্য খরচের যে হিসাব করিয়া ছিল তাহা বুঝাইয়া বলিল। অবশেষে বড় ছেলে আরও দশ হাজার ও মেজো ছেলে পাঁচ হাজার টাকা দিবে বলিল। রাঘব খুব মনোদুঃখে বাড়ী ফিরিল। তিন বিঘা জমি বিক্রি করিয়া বিবাহের খরচ মিটাইল। বিবাহ উৎসবে বড় ছেলে ও বড় বৌমা এবং মেজো ছেলে বাড়ীতে আসিয়াছে। বিবাহ কার্য শেষ হইলে দুই ছেলে ও বৌমাকে ডাকিয়া জমি বিক্রি করিয়া বিবাহ খরচ সমাধানের বিষয় রাঘব বলিল এবং কিছু টাকা দেনা হইয়াছে তাহাও বলিল। মাও বলিল – "মেয়ে জোড়ে আসিলে তাহাদের জন্য ভাল মন্দ কিছু খরচ করার জন্য একটি পয়সাও ঘরে নাই, এদিকে ছোট ছেলেটা ত বেকার হইয়া বাড়ীতে বসিয়া আছে। মেয়েটাকে কিছু না দিয়ে বিদায় করিলেও বা লোকে কি বলিবে ? তারপর মা হিসাবে আমার ত কর্ত্তব্য বলিয়া একটা কিছু আছে। আমি খালি হাতে মেয়েটাকে কি করে পাঠাইব ? তাহারাই বা কি মনে করিবে ? লোকেই বা কি বলিবে ? দুই দুইটা ভাই এত রোজগার করে অথচ বোনটা খালি হাতে বাপের বাড়ী হইতে যাইতেছে।"

দুই ছেলেই শুনিয়া না শোনার মত বলিল – "বিয়ের জন্য এত টাকা দিয়েছি, আর কিছু দিতে পারিব না। এখন হইতে মাসে মাসে যে টাকাটা পাঠাইতাম তাহাও আর পাঠাইতে পারিব না। তোমার মেয়ের বিয়ের জন্য তুমি দেনা করিয়াছ, তুমি শোধ কর। এত খরচ করিয়া এত আড়ম্বরে বিয়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল ?

রাঘব দুঃখে অধীর হইয়া বলিল – "আরে! আমার মেয়েটা কি তোমাদের কেউ নয় ? খাওয়া পরার খরচ কমাইয়া আমরা যে কি কষ্টে তোমাদিগকে পড়াইয়াছি, তাহা ভগবান্ জানেন। শেষে তার কি এই পুরস্কার ? এইটুকু বলিয়া সে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া বারান্দায় বসিয়া অঝোরনয়নে কাঁদিতে লাগিল। মাও সেইরূপ কেন্দে অস্থির। ছেলে কিংবা বৌমা কেহই প্রবোধ দিতে আসিল না। কিছু সময়ের পর "আমরা যাচ্ছি" বলিয়া চলিয়া গেল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাঘব ও তার স্ত্রী দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া কাল কাটাইতে থাকে। সব সময়ে ছোট ছেলে তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতে থাকে। এর মধ্যে একদিন মেয়ে জোড়ে বাড়ীতে আসিয়াছে। সেজন্য কাপড়চোপড় আর তাহাদের আদর আপ্যায়নের জন্য ঘরে এক পয়সাও নাই। রাঘবের স্ত্রী রাঘবকে বলিল – "দু তিন শ টাকা যোগাড় করিয়া দাও। মেয়ের জন্য শাড়ী ইত্যাদি কিনিতে হইবে।" রাঘব বলিল – "আমার নিকট একটিও পয়সা নাই।" বলিল বটে কিন্তু সে জানে, এটা ত তারই কাজ। সে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া একজনকে জমি কিছু বন্ধকের প্রতিশ্রুতি দিয়া তার নিকট হইতে কিছু টাকা আনিয়া স্ত্রীকে দিল। সেই টাকায় কাপড়চোপড় কেনা ইত্যাদি সকল কার্য সমাধা হইল।

ছোট ছেলেটি বেকার হইয়া ঘরে বসিয়া আছে। এজন্য তাহাদের মনে খুব দুঃখ। যাহাহউক কিছু দিনের মধ্যে সে গ্রামের নিকট একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পাইল। প্রত্যেক দিন বাড়ী হইতে যাতায়াত করে। সে চাকরি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা তাহার বিবাহ দিয়া দিল। এর মধ্যে মেজো ছেলে নিজে ঠিক করিয়া অন্য এক জাতির মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। বাবামাকেও যাইতে বলেছিল। তাহারা মনোদুঃখে কেহই যায় নাই।

বাবা, মা, ছোট ছেলে ও বৌমা বাড়ীতেই আছে। ছোট ছেলেও বাবার সেবায় খুবই তৎপর। যাহা হউক বাবা মা খুব খুশিতে কাল কাটাচ্ছেন। ছোট ছেলের একটি ছেলে হয়েছে। ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা সবসময় সেবা-যত্নে নাতিকে লালন পালন করিয়া খুশিতে কাল কাটাইতেছেন। তারপর আরম্ভ হইল রাঘবের দুর্দিন। একদিন রাঘবের একজন বন্ধু তাহাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। ছোট বৌমা তাহার সেবায় কিছু অবহেলা করিল। সেকারণ সে চলিয়া যাওয়ার পর রাঘব সস্নেহে তাহাকে শাসন করিয়া কিছু বলিল। বাস, এখান হইতেই রাঘবের সুখের সংসারে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল। বৌমা সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে বলিল, আমি এদের সঙ্গে চলিতে পারিব না। ছেলে স্ত্রীর কথায় গুরুত্ব দিয়া বাবামায়ের স্নেহ মমতা বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া বাবাকে শ্লেষপূর্ণ ইঙ্গিতে বলিল – "বৌমাকে লইয়া কিভাবে চলিতে হয় তুমি ত জান না। তোমার সঙ্গে কে থাকিবে ? রাঘব ছোট ছেলের এইরূপ ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া গেল এবং তাহাকে অনেক বোঝাইল। কিন্তু সে আর কিছুতেই বুঝিল না। তারপর সে বাবামাকে খরচের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টাকা পয়সা কমাইয়াদিল এবং তাহাদের সঙ্গে কথাও বলিল না। বৌমাও সেই দিন হইতে শাশুড়ী ও শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলিত না এবং ছেলেকেও তাঁহাদের নিকট ছাড়িত না।

তাঁহারা এইরূপ ঘোর দুঃখে কাল কাটাইতে থাকেন। মেয়ের নিকট হইতে এইসব খবর শুনিয়া জামাই খুব দুঃখিত হইল। সে মাঝে মাঝে মেয়ের হাতে শাশুড়ীর জন্য কিছু কিছু টাকা পাঠায়। রাঘব কিন্তু একথা জানে না। সে খুব নীতিবান্ লোক। কন্যাদান করিবার পর কন্যার বাড়ী হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা অনুচিত, সেই বিচারে সে মেয়ের বাড়ী হইতে কোন দ্রব্য আনিবার পক্ষপাতী নয়। একদিন রাঘব আলমারি খুলিতে গিয়া দেখিল যে, একটি জায়গায় এক হাজার টাকা রাখা আছে। সে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল – "এ টাকা কোথা হইতে আসিল ?" তার স্ত্রী বলিল – "আমার নিকট অনেক দিন হইতেই আছে।" স্ত্রীর খরচপত্র দেখিয়া রাঘবের পূর্ব হইতেই কিছু সন্দেহ ছিল। এখন সেই সন্দেহ তাহার দৃঢ়ীভূত হইল। সে স্ত্রীকে বলিল – "তোমার লজ্জা লাগে না ? তুমি মেয়ে বাড়ীর টাকা আনিয়া খরচ করিতেছ।" এই কথায় স্বামী স্ত্রী পরস্পরের খুবই ঝগড়া হইল। রাঘবের আর তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল বনিবনা থাকিল না। মাঝে মাঝে প্রায়ই ঝগড়া হয়। রাঘবও এক এক সময়ে বসিয়া গভীর চিন্তা করে – "সে যখন বিবাহ করিল, তখন নীতিবান্ হইয়া নিজের কর্মফলানুযায়ী ভগবান্ যাহা দেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া, অসদুপায়ে অধিক অর্থ রোজগারের চেষ্টা না করিয়া সরলপ্রাণে তাঁহার ভজন করিয়া ও স্ত্রী পুত্রাদিকে সেই রাস্তায় লইয়া একটি সুখময় সংসার গড়িবে বলিয়া কত জল্পনাকল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু হায় ! সব কল্পনা ব্যর্থ হইয়া গেল। বহু কষ্ট করিয়া ছেলেদিগকে পড়াইয়াছিল, তাহারা চাকরি করিলে বৃদ্ধ বয়সে সে নিশ্চিন্তে থাকিয়া ভজন করিবে বলিয়া, কিন্তু ফল হইল বিপরীত। বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করা ত দূরের কথা বরং তাহারা তাঁহাদের প্রতি শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিল। শেষে স্ত্রীও তার ঘোর বিরোধিতা সত্ত্বে নীতিহীন হইয়া মেয়ের বাড়ী হইতে টাকা আনিয়া খরচ করিল। আমাকে ভগবান্ গরিব করিয়াছেন। আমার কর্মফলানুযায়ী তিনি যতটুকু দিয়াছেন, তাহাতেই আমার জীবন নির্বাহ করিব। কিছু না থাকিলে উপবাসী থাকিব। তা না করিয়া নীতিটা বাদ দিয়া কি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পশু হইব ? এই চিন্তা করিতে করিতে সে অস্থির হইয়া পড়ে, কিন্তু দুঃখ বলিবে কাহাকে ? অনেক সময় সে কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে – "হে প্রভো ! এ দুঃখময় জীবনের অন্ত করিয়া দাও। এইরূপ নির্লজ্জ জীবন রাখিয়া কি লাভ ?"

শ্রীগদাধর দাসের নিষ্কিঞ্চনতা ও ভজনপরায়ণতা

একদিন অনন্ত মধুপুর গ্রামে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে। রাঘব ও অন্যান্য গ্রামবাসীর নিকট হইতে চাল ভিক্ষা আনিল। তারপর সে শঙ্করের বাড়ীতে গেল। তাঁহাদের সংসার কিভাবে চলে এ বিষয়ে শঙ্কর অনন্তকে জিজ্ঞাসা করিল। অনন্ত বলিল – "গুরুজী ত ভজনপরায়ণ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব। তিনি দৈনিক গভীর রাত্রি হইতে উঠিয়া স্নানাদি নিত্যকর্ম শেষ করিয়া ভজন করেন। তাঁহার উঠিবার কিছু সময়ের পর আমি উঠিয়া নিত্যকর্ম শেষ করিয়া তাঁহার ভজন কুটীরের পাশে একটি ছোট কোঠরিতে বসিয়া শ্রীহরিনাম করি। সকাল আটটার সময়ে আশ্রমের সমস্ত কর্ম শেষ করিয়া দুই ঘণ্টার জন্য ভিক্ষা করিতে আসি। ভিক্ষা হইতে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের চলিয়া যায়। আশ্রমে একটু জায়গা আছে। তাহাতে কিছু বেগুন, কিছু ঢেঁড়শ ও কিছু কুমড়ো গাছ লাগাইয়াছি, শাকও কিছু করা হইয়াছে। ভিক্ষা হইতে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাতে ঠাকুরের ভোগের জন্য অন্ন হইয়া যায়। বাকি একটু শাক ও কিছু সব্‌জী কিংবা ভাজা করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া আমরা প্রসাদ পাই। জলখাবার ত কিছুই নাই। কেবল দুইবেলা প্রসাদই পাই। আর দেড়শ কি দুশ টাকা হইয়া গেলে তেল, লবণ ও কাপড়চোপড়ের খরচ চলিয়া যায়।

শঙ্কর একথা শুনিয়া বলিল – "তোমরা এত কষ্টে চলিতেছ !" ইহা বলিয়া সে পাঁচশ টাকা আনিয়া অনন্তকে দিয়া বলিল যে, প্রত্যেক মাসে আসিয়া এই পাঁচশ টাকা লইয়া যাইবে। অনন্তের আনন্দ বলিয়া শেষ করা যায় না। তার ত মাসে দেড়শ, দুশ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। একসঙ্গে পাঁচশ টাকা দেখিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া আশ্রমে ছুটিল। গুরুজীকে ঐ টাকা দিয়া বলিল – "আজ্ঞে, এই ভদ্রলোক প্রত্যেক মাসে পাঁচশ টাকা দিবেন বলিয়াছেন। আমার আর ভিক্ষার জন্য কাহারও কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।"

গুরুজী সব শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন – "অনন্ত ! আমরা কি শঙ্করের খুঁটিতে বাঁধা গরু হইয়া থাকিব ? কোন বিষয়ী লোকের বাঁধা গরুর মত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে যাহা খাইতে দিবে তাহার হাতের দিকে তাকাইয়া রহিলে কি ভজন হইবে ? 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন' শ্রীগৌরহরির এই শিক্ষাকে সর্বদা স্মৃতিপটে রাখিয়া কখনও কোন বিষয়ীর অন্ন (অর্থ) দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার সামান্যতম আগ্রহ যেন মনের মধ্যে না থাকে, তজ্জন্য সর্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাছাড়া একজনের উপার্জিত অর্থে প্রতিপালিত হইলে তাহার নিকট ঋণী হইতে হইবে এবং সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য আবার জন্ম লইয়া এ সংসারে আসিতে হইবে। ইহার দ্বারা ভজন ত হইবেই না বরং সংসার বন্ধন বাড়িয়াই যাইবে। যাও, এ টাকা যাহার নিকট হইতে আনিয়াছ, তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিবে যে, আমরা মাধুকরী ভিক্ষা করি। একজনের ঘর হইতে এত টাকা লইতে গুরুজী নিষেধ করিলেন এবং টাকা ফেরৎ দিতে আমাকে বলিলেন।"

গুরুজীর আদেশ পাইয়া অনন্ত মনোদুঃখে আসিয়া শঙ্করের ঘরে পৌঁছিল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইল ? আর কিছু দরকার কী ?" অনন্ত বলিল – "আজ্ঞে না, এই টাকা দেখিয়া গুরুদেব আমার উপর খুব বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে, কাহারও খুঁটিতে বাঁধা গরু হইয়া থাকিলে ভজন হইবে না। আমাদের মাধুকরী ভিক্ষা করার নিয়ম। একজনের ঘর হইতে প্রত্যেক মাসে এত টাকা লইয়া তাহার উপার্জিত অর্থ ভোগ করিলে তাহার নিকট ঋণী হইতে হইবে এবং তাহার সেই ঋণ শোধ করিতে আমাদিগকে আবার জন্ম নিতে হইবে, আর ভজন হইবে কখন ? যাও, যাহার নিকট হইতে এই টাকা আনিয়াছ, তাহাকে ইহা ফিরাইয়া দাও।" তাঁহার আদেশে এই টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য আসিয়াছি। দয়া করিয়া এই টাকাগুলি রাখুন। কিছু মনে করিবেন না। আমি আপনাকে উদ্‌বেগ দিলাম। তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। গুরুজীর এই কথা শুনিয়া শঙ্করের আশ্চর্যের সীমা রহিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে গিয়া রাঘবকে এইসব কথা বলিল। এই কথা শুনিয়া গুরুজী যে একজন সাচা ভজনপরায়ণ বৈষ্ণব, এ বিশ্বাস রাঘবের দৃঢ় হইল। রাঘব সময় সময় গুরুজীর নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেও কর্মব্যস্ততায় কখনও যাইতে পারে নাই।

রাঘবের চরম দুঃখই তাহার ভাগ্যোদয়ের কারণ হইল

আর একদিন মেয়ে বাড়ীতে এসেছিল। মা'কে কিছু টাকা দিয়াগেল। সে কথা রাঘব জানিতে পারিল। মেয়ে যাওয়ার পর রাঘব তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিল – "মেয়ের কাছ হইতে আবার টাকা রাখিলে ?" প্রথমে তার স্ত্রী অস্বীকার করিল। রাঘব আলমারির চাবি চাওয়ায় সে চাবি না দিয়া রাগে গরগর হইয়া রাঘবকে বলিল – "নিজে ত নিষ্কর্মা, আমি কি ভিক্ষা করিব ? আমাকে পুষিবার শক্তি যদি তোমার নাই, তবে বিয়ে করিলে কেন ? নিজের অযোগ্যতার কথা চিন্তা না করিয়া আবার আমার উপরে ক্রোধে কম্পমান। একটু লজ্জা লাগে না ?" এইরূপ দুইজনের মধ্যে খুব বচসা হইল। রাঘবের দুঃখ চরম সীমায় পৌঁছিল। সে আর সে দিন রাত্রিতে কিছুই খাইল না। তাহার স্ত্রী, ছেলে কিংবা বৌমা কেহই তাহাকে খাইতে ডাকিলও না। সে তার সংসারে প্রবেশ করিবার সময়ের কথা ও পরবর্তি কালের কথা চিন্তা করিয়া অস্থির হইতে লাগিল। এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া তাহার রাত্রে আর ঘুম হইল না। ঘুম না হওয়ায় আর বিছানায় পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া সে উঠিয়া স্নানাদি নিত্যকর্ম শেষ করিল এবং সেই ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে গুরুজীর আশ্রমের দিকে চলিল। আশ্রমে পৌঁছানমাত্র গুরুজীর শব্দ শুনিয়া তিনি ভজন করিতেছেন জানিতে পারিল। গুরুজীর ভজন কুটীরের সামনে রাস্তার দিকে একটি বারান্দা আছে এবং সেই বারান্দার দিকে একটি জানেলাও আছে। রাঘব নিশ্চল হইয়া সে জানেলার সামনে কিছু দূরে বারান্দায় বসিয়া রহিল এবং গুরুজী কি প্রার্থনা করিতেছেন তাহা শুনিতে চেষ্টা করিল। কখনও কখনও গুরুজী খুবই ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন শুনিতে পাইল। সে মনে করিল যে, সে যেরূপ দুঃখে কাঁদে, গুরুজী কি সেইরূপ দুঃখে কাঁদিতেছেন ? তিনি ত সাধুলোক। তাঁহার আবার দুঃখ কী ? তাই তাহার কৌতূহল হইল। সে কান পাতিয়া সব শুনিতে চেষ্টা করিল।

গুরুজীর প্রার্থনা

গুরুজী প্রার্থনা করিতেছেন – "হে শ্রীগৌরহরি ! বৃন্দাবন যাওয়ার সময়ে ঝারিখণ্ডের বনে তুমি বাঘ, ভালুক ইত্যাদি হিংস্রজন্তুকে প্রেম দিয়াছ, বৃক্ষলতাদিগকেও প্রেমে পুলকিত করিয়াছ। যে জেলে লক্ষ লক্ষ মাছ মারিয়া পেট চালাইত, তুমি যখন প্রেমাবেশে তাহার জালে পড়িলে, কেবল তোমার স্পর্শেই সে প্রেম পাইল। দক্ষিণদেশে যাওয়ার সময়ে যে তোমার দৃষ্টিপথে আসিত, তাহাকে তুমি প্রেমেতে ভাসাইয়াছ। তাহারা সকলেই কি নিরপরাধ ছিল ? তাহাদের মধ্য হইতে কেই বা সাধন করিয়াছিল ? প্রেমলাভের বাসনার লেশমাত্রই বা কাহার হৃদয়ে ছিল ? এইরূপ জীবগণকে ত তুমি প্রেম দিয়া কৃতার্থ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছ ? হে মহাবদান্যশিরোমণি ! হে পাপী-তাপী-অপরাধীর নিস্তারকারী শ্রীগৌরগুণধাম ! এ নরপশুর প্রতি তোমার সেই অহৈতুককৃপাদৃষ্টি কবে পতিত হইবে ? এ নরাধম কবে তোমার সেই অদ্ভুত মহিমা উপলব্ধি করিয়া তোমার অহৈতুককৃপাদৃষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে ?

হে গৌরদাতা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভো ! তোমার কৃপায় ত মহাপাপী জগাই-মাধাই প্রেম পাইল। যে দস্যু ব্রাহ্মণ তোমার অলঙ্কার চুরি করিতে গিয়াছিল, মনে মনে তাহার মঙ্গল চিন্তা করিয়া তোমার দর্শন পূর্বেই তুমি তাহাকে প্রেম দিয়াছ। এইরূপ কত কত পতিতকে যে বিনা সাধনে প্রেম দিয়াছ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এ নির্ঘৃণ পতিতের প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি কবে পতিত হইবে ?

হে সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈত গোঁসাই ? জীবের দুঃখ দেখিয়া তুমি ত ব্যাকুল হইয়া মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরহরিকে এ জগতে প্রকট করাইলে। আবার তুমি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিয়া জগদ্‌বাসী পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিতে তৎপর হইয়াছ। এ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী ও মহাপাপীর প্রতি সত্য কি তোমার কৃপাদৃষ্টি পড়িবে না ? এ দুরন্ত অপরাধীকে কি আবার এই ঘৃণ্য ও কৃতঘ্নতাপূর্ণ সংসারে পাঠাইবে ? হা 'নিতাই-গৌর-সীতানাথ' বলিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতে ডাকিতে যাহাতে এ নরাধমের প্রাণ চলিয়া যায়, সেইরূপ কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে গৌরগতপ্রাণ শ্রীগদাধর পণ্ডিত ! শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিবিধানের জন্য তোমার যে ব্যগ্রতা এবং তোমার প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া তোমার প্রতি তাঁহার যে স্নেহ তাহা বর্ণনাতীত। তুমি যে দিন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বারা গৌড়দেশ হইতে আনীত সুগন্ধি সরুচালের অন্ন ও তার সঙ্গে টোটার অবোনা শাক ও কোমল তেঁতুল পাতায় প্রস্তুত অম্ল শ্রীগোপীনাথকে ভোগ দিয়াছিলে, সেই দিন অন্তর্যামী শ্রীগৌরহরি তোমার প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া আকস্মিক উপস্থিত হইয়া গদাধর ! গদাধর ! বলিয়া ডাকিলেন। তাঁহার ডাক শুনিয়া তুমি মহানন্দে দরজা খুলিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার সময় তিনি হাসিয়া বলিলেন –

** ** ** ** ** 'কেনে গদাধর !
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ?
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা, বলে ত আমি খাই।।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিত্যানন্দের দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন তাতে আছে মোর ভাগ ॥'

আহা! ভক্ত ভগবানের কি অপূর্ব প্রীতি-আকর্ষণ! রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীব কিরূপেই বা তাহা বুঝিতে পারিবে? হে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-গদাধর! এ নরপশু কবে তোমাদের সেই প্রীতি-আকর্ষণের কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া সেই আকর্ষণের পাত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইবে? এই জন্মেই কি এই ভাগ্য হইবে না?

হে গৌরপ্রিয় শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত! তোমাদের চারি ভাইএর মধ্যে তোমারই একটিমাত্র পুত্র। তোমার ঘরে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীগৌরহরি ও ভক্তগণ কীর্তন করিতেন। এইরূপ কীর্তনের সময়ে একদিন রাত্রিতে তোমার সেই একটিমাত্র পুত্রের বিয়োগ হইয়া গেল। তজ্জন্য বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের ক্রন্দন শুনিয়া পাছে শ্রীগৌরহরির কীর্তনসুখ ভঙ্গ হইবে, সেই ভয়ে তুমি ঘরের ভিতর গিয়া স্ত্রীগণকে ক্রন্দন বন্ধ করিতে বলিলে এবং তাহারা ক্রন্দন বন্ধ না করিলে তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিবে বলিয়া তাহাদিগকে জানাইলে। স্ত্রীগণ তোমার কথা শুনিয়া ভয়েতে ক্রন্দন বন্ধ করিল। তারপর তুমি আসিয়া পূর্বের ন্যায় প্রফুল্লচিত্তে কীর্তনে যোগ দিয়াছিলে। কীর্তনের সময় তোমার মুখমণ্ডলে পুত্রশোকের ছায়ার লেশমাত্রও ছিল না। অন্তর্যামী শ্রীগৌরহরি ইহা জানিয়া থাকিলেও ভক্তগণ হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন – "হে শ্রীবাস! তুমি আমার প্রেমে পুত্রশোকের ন্যায় দারুণ শোককে ভুলিতে পারিলে? আমার উদ্দেশ্যে এইরূপ অদ্ভুত স্বার্থত্যাগী ভক্তগণের সঙ্গ আমি কিরূপেই বা ছাড়িব? আজ হইতেই আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র হইয়া রহিলাম।"

হে শ্রীগৌরগতপ্রাণ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত! এ নরাধম কবে তাহার সমস্ত স্বার্থকে সর্বতোভাবে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার নিজজন শ্রীগুরুদেবের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে ব্রতী হইতে পারিবে? তোমার ঘরের দাসী ও দরজী যবনও শ্রীগৌরহরির কৃপায় প্রেমলাভের অধিকারী হইল। এ নরাধম কবে তোমার ঘরের উচ্ছিষ্টভোজী কুকুর হইবে এবং কবে শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ ও তাঁহাদের নিজজনের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিবে?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে শ্রীশ্রীজগাই-মাধাই ! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভ করিবার পর তোমাদের কি অন্তর্দাহ ! কি ব্যাকুল ক্রন্দন !! আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলিয়া অন্তর্দাহে দগ্ধীভূত হইয়া 'দারুণ চণ্ডাল মুই কৃতঘ্ন গোখর। সর্ব অপরাধ প্রভু ! মোর ক্ষমা কর ।।' এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তোমাদের যে হৃদয়বিদারক ব্যাকুল ক্রন্দন তাহা কবে এ নরাধমের অনুসরণীয় হইবে ?

হে নিখিল গৌরানুরাগী বৈষ্ণববৃন্দ ! শ্রীগৌরপাদপদ্মে তোমাদের যে সুতীব্র আর্তি, তাঁহার সুখানুসন্ধানে যে দৃঢ় ব্রত ও জগজ্জীবগণের প্রতি যে অপার করুণা, এ নরপশু কবে তোমাদের সেই অহৈতুকী করুণার পাত্র হইবে ? এ কৃতঘ্ন কবে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া তোমাদের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিবে ? সত্যই কি এ অধমের এ ঘৃণ্য জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে ? এই জন্মেই কি এ নরাধম তোমাদের কৃপার ভাজন হইতে পারিবে না ?"

দীর্ঘ সময় ধরিয়া এইরূপ বহু প্রার্থনা করিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেছিলেন। ক্রমশঃ সূর্যোদয় হইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার প্রার্থনা শেষ হইল।

এর মধ্যে অনন্ত রাঘবকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট গিয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং কখন আসিলেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল। রাঘব বলিল – "আমি রাত তিনটার সময়ে এখানে আসিয়াছি।" এত রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে কি করিয়া ও কিরূপে আসিলেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করায় রাঘব বলিল যে সে গুরুজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। অনন্ত গুরুজীর নিকট গিয়া রাঘব তাঁহার দর্শনের জন্য আসিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে জানাইল। গুরুজী রাঘবকে নিকটে আসিতে বলিলেন। রাঘব গুরুজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। এত সকালে তাহার আসিবার কারণ গুরুজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুরুজীর সঙ্গে রাঘবের সাক্ষাৎ ও স্বদুঃখ জ্ঞাপন

রাঘব – আজ্ঞে ! আমি নিতান্ত হতভাগা। আমার দুঃখের অন্ত নাই। সেইসব দুঃখের কথা আপনাকে জানাইয়া কি উপায়ে তাহা হইতে উদ্ধার পাইব সেই বিষয় জানিতে আসিয়াছি।

গুরুজী – তোমার কি দুঃখ ? হাঁ, পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের ভজন না করাই সবথেকে অধিক দুঃখ। যে ভগবদ্ভজন না করে তার মত দুঃখী এ জগতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর কেহই নাই। হয়ত তাহার বহু ধন থাকিতে পারে, তাহার স্ত্রী-পুত্রগণ তাহাকে খুব আদরযত্ন করিতেছেন বলিয়া দেখা যাইতে পারে, সমাজে তাহার বহু খ্যাতি থাকিতে পারে, লোকে তাহাকে বহু সম্মানও করিতেছেন দেখা যায়, এইসব কি কারুর সুখের মাপকাঠি ? নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া যে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানের জন্য সতত ব্যগ্র ও ব্যাকুল, কেবল সেই ব্যক্তিই বাস্তব সুখী। শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানের জন্য যাহার ব্যাকুলতা নাই, সে নিশ্চিতরূপে নিজের অনিত্য স্ত্রীপুত্র ইত্যাদির প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া নানা দুঃখই বরণ করিতেছে। যদি ভগবদ্ভজনই তোমার কাম্য বস্তু না হয়, তবে তোমার দুঃখ অবশ্যই তোমার স্ত্রীপুত্রাদির জন্যই হইয়া থাকিবে।

রাঘব – আপনি ত অন্তর্যামী। আমার দুঃখের কারণ ত আপনি বলিয়াই দিলেন। আমি বা আর কি বলিব ?

গুরুজী – তথাপি কোন্ বিশেষ কারণে তুমি আমার নিকটে আসিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর।

রাঘব – আজ্ঞে ! আমি একটি গরিব ব্রাহ্মণ। বহু দুঃখকষ্টে নিজে না খাইয়া না পরিয়া ছেলেদিগকে পড়াইলাম। একটি ছেলে আই.এ.এস্, একটি ছেলে ইঞ্জিনিয়ার ও আর একটি ছেলে শিক্ষক। একটি মাত্র মেয়ে। তাহাকে পড়াইতে বহুত ইচ্ছা ছিল। সে গ্রামের স্কুলে পড়িয়া মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তারপর ছেলেদিগকে বলিলাম মেয়েকে তাহাদের কাছে রাখিয়া কলেজে পড়াইতে। বড় ও মেজো ছেলে নানা কারণ দেখাইয়া কিছুতেই তাহাকে পড়াইতে রাজি হইল না। তাই বাধ্য হইয়া একজন স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে তা'র বিবাহ স্থির করিলাম। বিবাহের খরচ হিসাব করিয়া দেড় লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া তাহাদিগকে দেখাইলাম। তাহারা বহু কষ্টে নব্বই হাজার টাকা দিল। বাকি টাকার জন্য তিন বিঘা জমি বিক্রী করিলাম। বিবাহের পূর্বে ছেলেরা প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠাত। বিবাহের জন্য টাকা দিয়াছে বলিয়া বিবাহের পর আর মাসে মাসে টাকা দিতে পারিবে না – এই কথা দুজনেই বলিল। মেজো ছেলের পড়ার জন্য কিছু টাকা দেনা করেছিলাম। দেনার কথা বলায় দুজনই বলিল – "তুমি টাকা দেনা করেছ, তুমি শোধ কর। আমরা শোধ করিতে পারিব না।" এখন ছেলেরা ত যে যা'র সুখে থাকিল। আর কেহ জিজ্ঞাসাই করে না। যাহা হউক একজন বন্ধুর সাহায্যে ছোট ছেলেকে পড়াইলাম। সে শিক্ষকতা করিতেছে। সে আমাদের খুবই যত্ন করিত। একদিন একজন বন্ধু ঘরে আসিয়াছিলেন। ছোট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৌমা তাঁহার আদর আপ্যায়নে একটু ত্রুটি করিল। সেই বিষয়ে আমি স্নেহভরে তাহাকে একটু শাসন করিয়াছিলাম। তারপর সর্বনাশ। বৌমা ছেলেকে কি বলিল জানি না। ছেলে কিছু না বুঝিয়া আমাকে অন্যায় ভাবে দোষ দিল। সেই দিন হইতে ছেলে ও ছোট বৌমা কেহই আমার সঙ্গে কথা বলে না। বৌমা খেতেও ডাকে না এবং ছেলেও সংসার খরচের টাকাও কমিয়ে দিল। যে ছেলেকে এত স্নেহ করিয়াছিলাম এবং যে বহু যত্ন করিয়া আমার সেবা করিত, সে তাহার স্ত্রীর প্ররোচনায় সম্পূর্ণরূপে আমার শত্রু হইয়া গেল। কি হতভাগা আমি! আবার এদিকে আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী মেয়ের নিকট হইতে টাকা লইতেছে। আমি গরিব হইলেও কি নীতিভ্রষ্ট হইব ? আমি ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে। এইরূপ পশুবৎ আচরণ করিতে আমি পছন্দ করি না। সেই কথা স্ত্রীকে বলায় সে আমার উপর ঘোর বিরক্ত হইয়া নানাভাবে গালি দিল। আমি ত বিবাহ করিবার সময় সদুপায়ে উপার্জিত অর্থে চলিয়া নীতিবান্ পবিত্র জীবন যাপন করিতে সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সেইসব সংকল্প ব্যর্থই হইয়া গিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি দিশহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমার চতুর্দিক অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়া যাইতেছে। স্ত্রী কিংবা ছেলে কাহারও আমার প্রতি সহানুভূতির লেশমাত্রও নাই। সকলেই এইরূপ নিষ্ঠুর হইতে পারিল! স্ত্রী ও ছেলেদের এইরূপ ব্যবহারের সমাধানের কোন পন্থা স্থির করিতে না পারিয়া আমি যে ঘোর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। কাল এরূপ অবস্থা হইল যে, রাত্রিতে আমি খাই নাই। শুইতেও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নিদ্রাও আসিল না। তাই সারা রাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। রাত দুইটার সময় উঠিয়া স্নানাদি করিয়া আপনার নিকট চলিয়া আসিলাম। হে গুরুজী ! আমি দুঃখ ও অশান্তিতে জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছি। এ ঘোর দুঃখ হইতে উদ্ধারলাভের উপায় কৃপা করিয়া আমাকে জানাইয়া এ তাপিত প্রাণকে শীতল করুন।

রাঘবের ভাগ্যকে গুরুজীর প্রশংসা

গুরুজী – আরে তুমি ত মহা ভাগ্যবান্। তোমার প্রতি ত ভগবানের অশেষ কৃপা। কিন্তু তাঁর কৃপাকে ঠিক ভাবে বরণ করিতে না পারিয়া তুমি অযথা দুঃখ ভোগ করিতেছ।

রাঘব – এইরূপ দুঃখে জর্জরিত করা কি ভগবানের কৃপা ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরুজী – হাঁ, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন –

"যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্॥
স যদা বিতথোদ্যোগো নির্বিণ্নঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্॥
তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে॥"
(শ্রীভা: ১০।৮৮।৮-১০)

বৈষ্ণব কবি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র খাড়ঙ্গা মহাশয় তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকলভাষায় পদ্যানুবাদে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"যুধিষ্ঠিরঙ্কু এ বচন। কহুঅছন্তি ভগবান॥
করই অনুগ্রহ যাকু। অল্প অলপ তা' ধনকু॥
হরিনিঅন্তে পুণ পুণ। যেতে তাহার বন্ধুগণ॥
সে অধনকু ছাড়িযান্তি। দুঃখে সে দুঃখী হোএ অতি॥
বন্ধুঙ্ক আগ্রহরে সেহি। ধন-অর্জনে প্রবর্ত্তই॥
মো' অনুগ্রহে সে উদ্যোগ। নিষ্ফল হুঅন্তে সে বেগ॥
নির্বিণ্ন হোই সে কালরে। মো' ভক্তজনঙ্ক সঙ্গরে॥
করন্তে সে মিত্রভাবকু। করই তা' অনুগ্রহকু॥
সত্য অনন্ত জ্ঞান হোই। সূক্ষ্ম পরম ব্রহ্ম মুহিঁ॥
আত্মরূপরে জাণি ধীর। সংসারু মুক্ত হুএ নর॥"

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন – "হে রাজন্, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। সে নির্ধন হইলে তাহার স্বজনগণ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। সে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া অবস্থান করে। বন্ধুগণের আগ্রহে সে আবার ধন অর্জন করিতে চেষ্টা করিলেও আমার অনুগ্রহে তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় না। তাহার ফলে সে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া আমার ভক্তগণের সঙ্গে মিত্রতা করে। তখন আমি তাহার প্রতি আমার অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমার অনুগ্রহে সেই ধীর ব্যক্তি সত্য, চিন্ময়, অনন্ত ও সূক্ষ্ম পরংব্রহ্মকে আত্মারূপে জানিয়া সংসার হইতে মুক্ত হয়।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সুতরাং তোমার স্ত্রীপুত্রগণের তোমার প্রতি যে অনাদর ইহা শ্রীভগবানের তোমার প্রতি অশেষ কৃপা। তুমি তোমার স্ত্রী ও পুত্রগণের বিষয়ে যে অভিযোগ করিলে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। এ সংসারে সর্বদা ও সর্বত্র এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু মূর্খ লোকসকল ইহাতে অধীর হইয়া কেবল নিজ স্বজনগণের দোষ দেখিয়া তাহাতে অভিনিবিষ্ট হয়। ফলে সারাজীবন ক্লেশভোগই তাহাদের সার হইয়া থাকে। প্রায় অধিকাংশ বৃদ্ধলোক তাঁহাদের ছেলেদের দোষ দেখেন এবং সকলের নিকট তাহাদের নিন্দাও করেন। ইহা চরম অবিবেকিতার কথা।

রাঘবের স্ত্রীপুত্র তাহার কর্মফলেরই প্রতীক

তোমার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা ইত্যাদি কে জান? তাঁহারা তোমার কর্মফলেরই প্রতীকমাত্র। তোমার পূর্ব কর্মফল স্ত্রীরূপে, পুত্ররূপে ও কন্যারূপে তোমাকে তাহা ভোগ করাইতে আসিয়াছে। সুতরাং তোমার স্ত্রী ও পুত্রগণের তোমার প্রতি যে অনাস্থাভাব তজ্জন্য তাহারা কিরূপে দায়ী হইল? ইহা ত তোমারই কর্মের ফল। অতএব দোষী তুমি, তাহারা নহে। ইহা না বুঝিয়া তুমি যদি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাদের নিন্দা কর কিংবা কোনপ্রকারে তাহাদের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা কর, ইহা তোমার আর একটি নূতন কর্ম হইবে এবং ইহার ফল আবার তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। তারপর তোমার স্বজনগণের তোমার প্রতি যে অনাদর, ইহা কি কেবল তোমার বিষয়েই ঘটিয়াছে? না, এ জগতে সর্বদা ও সর্বত্র এইরূপ ঘটিয়া আসিতেছে, ঘটিতেছে ও ঘটিতে থাকিবে।

সংসারের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ হইতে উদ্ধারলাভের উপায়

রাজা ভর্তৃহরি তাঁহার রচিত বৈরাগ্যশতকে মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাহা এইরূপ –

"গাত্রং সঙ্কুচিতং গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টা চ দন্তাবলী
দৃষ্টির্নশ্যতি বর্ধতে বধিরতা বক্ত্রং চ লালায়তে।
বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্যা ন শুশ্রূষতে
হা কষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোঽপ্যমিত্রায়তে।।"

অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইলে দেহের চর্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, চলচ্ছক্তি হ্রাস পায়, দাঁত পড়িয়া যায়, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, বধিরতা বৃদ্ধি পায়, মুখ হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লালা পড়িতে থাকে, পরিজনগণ কেহই কোন কথা শোনে না, ভার্যা কোনপ্রকার সেবাশুশ্রূষা করে না, পুত্রও শত্রুর ন্যায় আচরণ করে। আহা! বৃদ্ধাবস্থা মনুষ্যগণের কী কষ্টদায়ক!

শ্রীশঙ্করাচার্যও তাঁহার রচিত মোহমুদ্গরে সংসারী জীবের জীবনের চিত্র এইরূপ অঙ্কন করিয়াছেন –

"যাবদ্ বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্ নিজপরিবারো রক্তঃ।
পুনরপি জরয়া জর্জরদেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥"

অর্থাৎ মনুষ্য যেপর্যন্ত উপার্জনক্ষম থাকে, সেপর্যন্ত পরিবারের লোকজন তাহার প্রতি অনুরক্ত থাকে, আবার যখন জরাগ্রস্ত হইয়া যায়, তখন ঘরের লোকে তা'র কোনও খবর নেয় না। অর্থাৎ তা'র প্রতি অনাস্থাভাব দেখায়।

শ্রীভর্তৃহরি ও শ্রীশঙ্করাচার্যের লেখা হইতে জানা যায় যে, বৃদ্ধাবস্থায় চলচ্ছক্তিরহিত হওয়া, দাঁত পড়িয়া যাওয়া, চোখে না দেখা, কানে না শোনা ও মুখ হইতে লালা পড়া ইত্যাদি যেরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে, সেইরূপ স্ত্রী সেবা না করা, স্বজনগণ আদর না করা ও পুত্রের শত্রুর ন্যায় আচরণ করাও স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। তাই দাঁত পড়িয়া যাওয়া ও চোখে না দেখা ইত্যাদি বৃদ্ধাবস্থার স্বাভাবিক অবস্থা জানিয়া বিনাদ্বিধায় যেরূপ সহ্য করিতে হয়, সেইরূপ স্বজনগণের অনাদর, ভার্যার সেবাবিমুখতা ও পুত্রের শত্রুর ন্যায় আচরণও স্বাভাবিক জানিয়া অম্লান বদনে তাহা সহ্য করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য। কেবল সহ্য করিলে হইবে না, চিন্তা করিতে হইবে যে সহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাবস্থা আসিয়া গেল অর্থাৎ মৃত্যু নিকটবর্তী হইল। বৃদ্ধাবস্থার কষ্ট হইল মৃত্যুর সতর্কঘণ্টি। এ অবস্থায় স্ত্রী, পুত্র ও স্বজনগণের দোষ না দেখিয়া কিংবা বৃদ্ধাবস্থার দুঃখ দূর করিয়া সুখ পাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া যে পরমকরুণাময় ভগবান্ তাঁহাকে স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে এইসব দুঃখের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার এই অসীম কৃপার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কিরূপে অনুক্ষণ তাঁহাকে ডাকিব এবং তাঁহার স্মৃতি লইয়া দেহত্যাগ করিয়া এই সংসারদুঃখের অন্ত করিব, তজ্জন্য যত্নবান্ হওয়াই বুদ্ধিমত্তার কার্য। বস্তুতঃ এই চিন্তাই আমাদিগকে এ সংসারদুঃখ হইতে উত্তীর্ণ করাইয়া নিত্যশান্তির পথ দেখাইবে।

সুতরাং তোমার স্ত্রীপুত্রাদির তোমার প্রতি যে দুর্ব্যবহার ইহা সেই পরমাত্মার নির্দেশেই হইতেছে। এজন্য তাহারা কদাপি দায়ী নহে। তুমি মূর্খতাবশতঃ তাহাদের দোষ দেখিয়া কেবল অসহনীয় দুঃখই ভোগ করিতেছ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ দুঃখ হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায় হইল সর্বভূতে অন্তর্যামীর অবস্থিতি দর্শন করিয়া সকলকে সম্মান দেওয়া এবং কাহারও দোষ না দেখা। এ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন –

"পরস্বভাবকর্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥
পরস্বভাবকর্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥"

(শ্রীভা: ১১।২৮।১, ২)

প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত এই নিখিল বিশ্বকে এক অন্তর্যামিপুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জানিয়া অপরের স্বভাব ও কর্মাদির প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। যে অপরের স্বভাব ও কর্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করে দ্বৈতবিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ সে সত্বর স্বার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিজে অন্যের দোষদর্শন না করিতে ও অন্যের নিন্দা না করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ সমস্ত শাস্ত্রে পরদোষদর্শনকে নিন্দা করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ যখন সমস্ত জীবের ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালক এবং তাঁহারই নির্দেশে যখন প্রত্যেক জীব কার্য করিতেছে, সেই অবস্থায় অন্যের দোষদর্শন করিলে তাহা সেই ভগবানের নিকটই পৌঁছে। অর্থাৎ ইহার দ্বারা পরোক্ষে শ্রীভগবানেরই দোষদর্শন হইয়া যায়। অতএব অন্যের দোষ না দেখিয়া সব দুঃখ নিজের কর্মফল হইতেই আসিতেছে, এই বিচারে শ্রীমদ্ভাগবত কথিত ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর ন্যায় অন্যসকলের দুর্ব্যবহার অবনতমস্তকে সহ্য করিতে হইবে। নিজের দাঁত নিজের জিহ্বাকে কামড়াইয়া দিলে আমরা কি দাঁতকে ভাঙ্গিয়া দিই ? তাহা ত নীরবে সহ্য করিয়া যাই। সেইরূপ অন্যের আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহারে মন ক্ষুণ্ণ না করিয়া ইহা আমারই পূর্ব কর্মফলানুযায়ী পরমাত্মার আমার প্রতি বিধান জানিয়া অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে।

সুসন্তান অপেক্ষা কুসন্তান ভাল

রাঘব, অত্যাচারী মহাদুর্দান্ত বেণের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, সুপুত্র অপেক্ষা কুপুত্র ভাল। কারণ সুপুত্রের প্রতি অত্যাসক্তি সংসারবন্ধনের কারণ হইয়া থাকে কিন্তু কুপুত্রহেতু সংসারের অসারতা উপলব্ধ হইয়া তৎপ্রতি বৈরাগ্য জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্ভজনে মতি হইয়া থাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(ভা: ৪।১৩।৪৬)। সুতরাং তোমার পুত্রগণ যে কুপুত্র হইয়াছেন, ইহা তোমার মহাভাগ্য। তাহারা তোমার প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার না করিয়া থাকিলে তুমি কখনও আমার নিকট আসিতে না। সুতরাং ইহা হইতে কি জানা যায় না যে, তাহাদের তোমার প্রতি এইরূপ দুর্ব্যবহার তোমাকে ভগবদুন্মুখ করাইয়া নিত্যকালের জন্য এই অকথনীয় সংসারদুঃখ হইতে উদ্ধারলাভের রাস্তা খুলিয়া দিল? এ অবস্থায় তুমি তাহাদের দোষ না দেখিয়া তাহাদিগকে তোমার পরমোপকারী বন্ধু বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাহারা যদি তোমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমার সেবা করিত, তাহা হইলে এ সংসারটাই যে সুখের স্থান, এই বিচারে তুমি ভগবদ্বিমুখ হইয়া বিশ্বভোগচিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে এবং নিজের সংসারবন্ধনকে দৃঢ় করিতে। সেইজন্য তাহাদিগকে শত্রু বলিয়া বিচার করা তোমার অবিবেকিতা।

স্বজনগণের প্রদত্ত দুঃখকে স্বীয় কর্মফলজ্ঞানে সহ্য করাই বিজ্ঞতা

রাঘব – তাহা হইলে আমার পুত্র কন্যা ইত্যাদি যখন আমাকে দুঃখ দিতেছে, তখন আমার কী করা কর্তব্য?

গুরুজী – হৃদয়কে পাথর করিয়া সমস্ত সহ্য করিতে হইবে এবং সেই সময়ে নিজের অনন্ত দুষ্কর্ম কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে এইরূপ প্রার্থনা জানাইতে হইবে –

"হেন দুষ্ট কর্ম নাই যাহা আমি করি নাই
সহস্র সহস্র বার হরি।
সেইসব কর্মফল পেয়ে অবসর বল
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি॥
গতি নাহি দেখি আর কান্দি হরি অনিবার
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা' তোমার হয় মনে দণ্ড দেও অকিঞ্চনে
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী॥
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত ভোগ মোর হউ তত
কিন্তু এক মম নিবেদন।
যে যে দশা ভোগি আমি আমাকে না ছাড় স্বামি!
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় সেই প্রার্থনার স্বরূপ এইরূপ – "হে প্রভো ! এইরূপ দুষ্কর্ম নাই যাহা আমি সহস্র সহস্রবার না করিয়াছি। সেইসব দুষ্কর্মের ফল যন্ত্রে পিষিবার ন্যায় আমাকে পিষিতেছে। হে হরি ! এ অধম অনন্যোপায় হইয়া অনুক্ষণ আপনার শ্রীচরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতেছে যে, এ নরাধমকে তাহার দুষ্কর্মানুযায়ী যথোচিত দণ্ড দিন। কারণ তুমিই তার যথোচিত দণ্ডদাতা স্বামী। এ অধমের ভাগ্যে যত ক্লেশ ভোগ হওয়ার কথা হইয়া যাক। কিন্তু প্রভো ! নিবেদন এই যে, সেই ক্লেশভোগের সময় এ পাপী প্রতি তোমার অহৈতুকী কৃপা কথা যেরূপ সতত স্মৃতিপটে উদিত থাকে।"

এ সম্বন্ধে শ্রীজীবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের মর্মস্পর্শী বাণী স্মৃতিপথে উদিত হইয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে। তিনি তাঁহার অনুগতগণের কর্ণে অধিকাংশ সময়ে এই জাগরণমন্ত্র ঝঙ্কৃত করিতেন। "বাস্তব দৈন্যের অবিরাম উত্তপ্ত অশ্রুধারায় জন্মজন্মান্তরের অপরাধকঠিন হৃদয়-পাষাণকে ক্ষয় করিয়া দিতে হইবে, গলাইয়া দিতে হইবে।" এই বিচারের অগ্নিমন্ত্রে অকপট সাধকসমাজকে দীক্ষিত করাইবার সুদৃঢ় সংকল্প লইয়া সত্যই যেন তিনি এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "হে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর ! সতত মোহনিদ্রায় সুপ্ত সাধকসমাজের প্রতি তোমার এই যে জাগরণ-মন্ত্র, ইহা কবে এ জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী মহাপাষণ্ডের কর্ণরন্ধ্রে ঝঙ্কৃত হইয়া তাহার হৃদয়পাষাণকে বিগলিত করিবে ?" এইরূপ বলিতে বলিতে গুরুজীর দুই চক্ষু হইতে গঙ্গাধারার ন্যায় অবিরত অশ্রুধার বহিতে লাগিল। তিনি কেবল "হা শ্রীল পুরীদাস ঠাকুর ! হা শ্রীল পুরীদাস ঠাকুর !" – এইরূপ বলিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিছু সময় নীরব থাকিবার পর রাঘবকে বলিলেন – রাঘব, এখন আলোচনা বন্ধ থাক। আমার শাকান্ন যাহা ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হইয়াছে, তুমি সেই প্রসাদ পাও। আজ হইতে এইখানেই প্রসাদ পাইবে। আর বাড়ী যাওয়া তোমার আবশ্যক নাই।

রাঘবের গুরুগৃহে বাস

রাঘব – আজ্ঞে, আপনি যে স্বল্প মাধুকরী ভিক্ষা করেন, আমি ত তাহা জানি। আমি তাহাতে ভাগী হইলে আপনাদের অসুবিধা হইবে।

গুরুজী – না না, দাতা তিনি, পোষ্টা তিনি। কোন চিন্তা নাই। তিনি সব ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তুমি চিন্তা কর না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তারপর গুরুজী রাঘবকে প্রসাদ দিতে অনন্তকে বলিলেন। কিন্তু রাঘব নিষেধ করিয়া বলিল – আজ্ঞে, আপনি আগে প্রসাদ পান, তারপর আমি পাইব। গুরুজী প্রসাদ পাইবার পর রাঘব ও অনন্ত দুইজনে প্রসাদ পাইল। গত রাত্রিতে ঘুম না হওয়ায় রাঘবের ঘুম আসিল। সে কিছু সময় বিশ্রাম নিল। বিকালে আবার আলোচনা আরম্ভ হইল।

স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিতে করিতে সাধুকৃপার জন্য প্রার্থনা

গুরুজী – সুখ ও দুঃখ সব মনেরই বিকার। দুষ্ট মনের কুপরামর্শে চালিত হইয়া আমরা সুখলাভের আশায় নানা দুষ্কর্মে মাতিতেছি সত্য, কিন্তু বাস্তব সুখ আমাদের পাওয়া যায় কি ? পাওয়া যাইবেই বা কিরূপে ? এ সংসারটা ত সুখের স্থান নহে। ইহা কেবল দুঃখেরই স্থান। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ইহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। ইহা অনুভব করিবার একমাত্র উপায় হইল সাধুকৃপা। সুতরাং সাধুকৃপাই আমাদের এই ভীষণ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়। তাই আমাদের পূর্ব কর্মফল ভোগ করিবার সময় আমরা সেই সাধুসঙ্গ ও সাধুর কৃপালাভের জন্য শ্রীভগবানের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করা আবশ্যক –

"প্রাণেশ্বর ! কহমু কি সরম কি বাত।
ঐছন পাপ নাহি যো হাম না করলুঁ
সহস্র সহস্র বেরি নাথ ॥
সোহি করমফল ভবে মোকে পেশই
দোখ দেওব আব্ কাহি।
তখনক পরিণাম কছু না বিচারলুঁ
আব্ পছু তরইতে চাহি ॥
দোখ বিচারই তুহুঁ দণ্ড দেওবি
হাম ভোগ করবুঁ সংসার।
করত গতাগতি ভকতজন-সঙ্গে
মতি রহু চরণে তোহার ॥"

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

অর্থাৎ হে প্রভো ! লজ্জার কথা কি বলিব ? এইরূপ পাপ নাই যাহা আমি সহস্র সহস্র বার না করিয়াছি। সেইসব পাপের ফল ভুগিতে আমি সংসারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আসিয়া নানা দুঃখ পাইতেছি। এ বিষয়ে আমি আর কাহাকেই বা দোষ দিব ? আমি যখন পাপ করিতেছিলাম, সেইসব দুষ্কর্মের ফল আমাকেই এক দিন না এক দিন যে ভোগ করিতেই হইবে, সে বিষয় ত তখন চিন্তা করি নাই। হে প্রভো ! আমার দুষ্কর্মানুযায়ী সমুচিত দণ্ড আমাকে দিন। এ দুর্বিসহ সংসার-দুঃখ আমার ভোগ হউক। কিন্তু প্রভো ! তোমার শ্রীপাদপদ্মে এ নরাধমের এই মিনতি যে, সেইসব দুঃখভোগের সময় তোমার ভক্তগণের সঙ্গে থাকিয়া যেন তোমার পাদপদ্মে মতি থাকে।

সাধুগণ সর্বক্ষণ ভগবৎকথা ব্যতীত অন্য কোন কথা আলোচনা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভগবৎকথাপ্রতি মতি হইবে। ফলে হৃদয় হইতে ভগবদিতর স্মৃতি দূর হইয়া তাহাতে ভগবৎস্মৃতিই বিরাজমান থাকিবে। এই ভগবৎস্মৃতিলাভই সমস্ত সাধনের সার।

অনুক্ষণ শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিই সর্বসাধনসার

রাঘব – ভগবৎস্মৃতি সর্বক্ষণ হৃদয়ে থাকিলে কি হৃদয় হইতে অশান্তি দূর হইয়া শান্তি লাভ হইবে ?

গুরুজী – হাঁ, শান্তি লাভ করিতে পারিবে। ভগবৎস্মৃতির দুইপ্রকার ফল। এই ফল নির্ভর করিতেছে তোমার বাসনার উপর। বাসনা দুইপ্রকার। প্রথম প্রকার বাসনা হইল সংসার হইতে মুক্তিলাভ। এজন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে শ্রীভগবানের স্মরণ করা যায়। জ্ঞানী ও যোগীর ন্যায় যে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি, তাহা কর্তব্যবুদ্ধিতে নিজের শান্তি বা মুক্তিরূপ স্বসুখবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। ইহাকে সগুণা ভক্তি বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার বাসনা হইল তাঁহার প্রীতিবিধানশক্তিলাভের জন্য। তিনি 'প্রিয়শ্রবা'। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার আলোচনা করিলে তিনি সুখী হইবেন। তাঁহার কিঙ্কর হিসাবে তাঁহার সুখবিধানই আমার একমাত্র কর্তব্য। এই বিচারে তাঁহার নামাদির অনুশীলন করিয়া যে স্মৃতি লাভ হয়, ইহা তাঁহার প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। যাহা প্রভুর প্রীতিপ্রদ, তাহা দাসেরও প্রীতিপ্রদ হইবেই হইবে। এইরূপ স্মরণের নাম হইল নির্গুণা ভক্তি। ইহাতে সাধকের নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধিবাসনা নাই। ইহা একমাত্র তাঁহার প্রীতিবিধাননিমিত্তই উদ্দিষ্ট। অবশ্য এইরূপ নির্গুণা ভক্তির গ্রাহকের সংখ্যা অতি নগণ্য। সেই জাতীয় মহতের কৃপায়ই এই বাসনা (শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধিৎসা) জীবের হৃদয়ে জাগে। তজ্জন্য এই জাতীয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহতের কৃপালাভের জন্য আমাদিগকে শ্রীভগবানের নিকট কিরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি।

ভগবদ্‌বিস্মৃতি ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে স্বসুখচিন্তাই আমাদের যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ। ভগবৎস্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে থাকিলে অশান্তি আপনাথেকেই চলিয়া যাইবে। অবশ্য ইহা ভগবৎস্মৃতির মুখ্য ফল নহে, গৌণ ফলমাত্র। মুখ্য ফল হইল তাঁহার প্রতি প্রীতিলাভ।

রাঘব – আমরা কি অভ্যাস করিয়া শ্রীভগবানের সুখচিন্তা করিব ?

গুরুজী – না না, তাঁহার সুখচিন্তারূপ ভক্তি অভ্যাসদ্বারা সাধ্য নহে। ইহা একমাত্র মহতেরই কৃপাসাপেক্ষ। কারণ শ্রীভগবানের সুখচিন্তা তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি। ইহা অপ্রাকৃত। কিন্তু জীবের হৃদয়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ প্রাকৃত বা জড় গুণ থাকায় তাহাতে অপ্রাকৃত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি নাই। সেই কারণে জীব মায়াগ্রস্ত হইয়াছে। জীবহৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির অবস্থিতি থাকিলে মায়া কখনও তাহাকে কবলিত করিতে পারিত না। জীব যতদিন পর্যন্ত এই রজস্তমোগুণ হইতে মুক্ত না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভগবৎ সুখচিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। মহৎ হইলেন হ্লাদিনীশক্তির দূত। সেইজন্য হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে নিত্য সঞ্চারিত। তাঁহারাও অত্যন্ত করুণাময়। সেই হ্লাদিনীবৃত্তিকে তাঁহারা সর্বক্ষণ জীবহৃদয়ে সঞ্চার করিতে ব্যগ্র। কিন্তু জীবহৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাবল্য থাকায় হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সকল জীবকে সম্মান করিতে পারিলে ক্রমশঃ জীবের রজস্তমোগুণ প্রশমিত হইবে। তখন সে নিজের মায়াবদ্ধতারূপ দুর্ভাগ্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইবে। তাহার এই ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইবে এবং তখন তিনি সাধুগণকে তাহার নিকট পাঠাইবেন। সেই সাধুকৃপা হইতে সে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবে। সুতরাং সাধু বা মহতের কৃপাই জীবের হৃদয়ে শ্রীভগবানের সুখচিন্তারূপ হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি-সঞ্চারের একমাত্র কারণ। অন্য কোনরূপ সাধনচেষ্টাদ্বারা ইহা লভ্য নহে। ভূতাদর করিলেই যে সাধুকৃপা অবশ্য পাওয়া যাইবে, তাহা নহে। সাধুর কৃপা অহৈতুকী। জগাই-মাধাই, নলকূবর-মণিগ্রীব ও পশুহন্তা নিষ্ঠুর ও মহাপাপী ব্যাধকেও তাঁহারা বিনাকারণে কৃপা করিতে পারেন। অবশ্য ইহা তাঁহাদের বিরলোদয় কৃপা। ইহা সাধারণ কথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নহে। তাঁহারা সাধারণতঃ জীবের প্রতি কৃপাশীল। জীবহৃদয়ে ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তির প্রাবল্যহেতু তাঁহাদের কৃপা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। ভূতাদরদ্বারা চিত্ত হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইলে ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তিও ক্ষীণ হইবে। তখন দৈবক্রমে সাধুর কৃপাদৃষ্টি পড়িলে তাহা ব্যর্থ ন হইয়া কার্যকারী হইবে।

মনের বশীভূততাই সংসারী জীবের দুঃখের কারণ

রাঘব – ভূতাদরদ্বারা শ্রীভগবানের সঙ্গে কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় ?

গুরুজী – ভূতাদরের অর্থ শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং জীবের শরীর শ্রীভগবানের মন্দিরসদৃশ, এই জ্ঞানে প্রত্যেক জীবকে সম্মান করা। ইহার দ্বারা হৃদয়ে ভগবৎস্মৃতির উদয় হইয়া থাকে। এই ভগবৎস্মৃতিলাভই সকল সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবৎস্মৃতিহেতুই স্বসুখবাসনারূপ চিত্তমল দূর হইলে জীব নিজকে মহৎকৃপাবরণযোগ্য করিতে পারে। সেই কারণে সাধনের প্রাথমিক অবস্থায়ই এই ভূতাদরের গুরুত্ব সর্বশাস্ত্রে তারস্বরে কীর্তিত হইয়াছে। ইহা না করিলে উদরভেদবুদ্ধি জাত হইয়া জীবকে স্বার্থান্ধ করিয়া দিবে এবং তখন সে স্বসুখসাধনের জন্য অন্য জীবকে পীড়া দিতে তৎপর হইবে। ইহাই জীবের সংসার।

সংসার বলিতে কেবল মনের পাগলামিকেই বোঝায়। মনই সর্বদা আমাদিগকে মিথ্যা বস্তুতে সত্য জ্ঞান করাইতেছে ও নানা মিথ্যা সুখের প্রলোভনে প্রলোভিত করাইয়া নাচাইতেছে। আমরা তাহার ক্রীতদাসবৎ তাহারই কুপরামর্শে চালিত হইয়া অকথনীয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি। তথাপি জ্ঞানোদয় হয় না। দুঃখভোগসত্ত্বেও আবার মরীচিকা সদৃশ এই মিথ্যা সুখের পিছনে ছুটিতেছি। ইহাই সংসারী জীবের চরম দুর্ভাগ্য।

মন কাহারও বশীভূত নহে। এ সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডীভিক্ষুর অনুভবসিদ্ধ বাণীই আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আমাদিগকে উপযুক্ত পথ প্রদর্শন করাইবে। এ বিষয় শ্রীভাগবতধর্ম (দ্বিতীয় ভাগ) 'অদোষদর্শিতা' প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থানে দিগ্‌দর্শনসদৃশ কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

"দান, নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম, যম, বেদাদি শাস্ত্রপাঠ, একাদশ্যুপবাসাদি সদ্‌ব্রত ও অন্যান্য যাবতীয় কর্ম – একমাত্র মনঃসংযমই এসবের ফল। কারণ মনের সংযমই পরম জ্ঞান। যাহার মন সংযত ও প্রশান্ত, তাহার দানাদিতে বা কি প্রয়োজন ? অন্য ইন্দ্রিয়গণ অথবা তত্তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মনের বশে অবশ্যই থাকেন, কিন্তু মন কাহারও বশীভূত নহে; যেহেতু এই মন বলবান্ হইতেও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহাবলবান্ এবং যোগিগণের জন্যও ভয়ঙ্কর। অতএব যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনি সর্বেন্দ্রিয়বিজয়ী হইতে পারেন। সুতরাং যাহারা অসহনীয়, অহন্তা, অস্মিতা ও রাগাদিবেগযুক্ত মর্মপীড়ক মনোরূপ দুর্জয় শত্রুকে পরাজিত না করিয়া তজ্জন্য কোন কোন ব্যক্তির সহিত বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হন ও তাহাদিগকে শত্রু, মিত্র তথা উদাসীন মনে করেন, তাহারা অতিশয় মূর্খ। মনঃকল্পিত এই দেহকে 'আমি' বলিয়া এবং পুত্রাদির দেহকে 'আমার' বলিয়া স্বীকার করিয়া অন্ধবুদ্ধি মনুষ্য 'এ আমি, এ অন্য' – এই ভ্রমে পতিত হইয়া দুরন্ত ও দুষ্পার সংসারে ভ্রমণ করিয়া থাকে।"

এইরূপ দুর্দান্ত মনকে জয় করিতে গিয়া যোগিগণ যোগমার্গে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন সত্য কিন্তু তাহারা মনোনিগ্রহবিষয়ে ব্যাকুল হইয়া তজ্জন্য এইরূপ চেষ্টা করিয়া কেবল ক্লেশই লাভ করেন, কিন্তু মনোনিগ্রহরূপ উদ্দেশ্য তাহাদের সিদ্ধ হয় না।

দুর্জয় মনকে জয় করিবার সহজ উপায়

রাঘব – তাহা হইলে এই দুর্জয় মনকে জয় করিতে পারিলেই কি সংসারকে জয় করা যাইবে ? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মনকে জয় করিবার সহজ উপায় কি তাহা দয়া করিয়া বলুন।

গুরুজী – এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া জগৎজীবকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা তোমাকে বলিতেছি। (শ্রীভা: ১১।২৯।৮-১০, ১২, ১৫-১৭, ১৯) –

শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র খাড়ঙ্গা মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের এইসব শ্লোকের উৎকলভাষায় পদ্যানুবাদ এইরূপ করিয়াছেন –

"উদ্ধব ! কহিবি তুম্ভঙ্কু। মোর সুমঙ্গল ধর্মকু ॥
শ্রদ্ধারে কলে যাহা নর। জিণই দুর্জয় সংসার ॥ ৮
মো অর্থে সর্ব কর্ম পুণ। করিব মোতে হিঁ স্মরিণ ॥
মন-চিত্তকু মোহঠারে। অর্পণ করি, মো' ধর্মরে ॥
আত্মামনর রতিকু হিঁ। করিব অসম্ভ্রম হোই ॥ ৯
মো ভক্ত সাধু ছন্তি যহিঁ। সে পুণ্যদেশমানঙ্কু হিঁ ॥
আশ্রয় করিব নিত্যরে। দেব-অসুর-মনুষ্যরে ॥
যেতেক মোর ভক্তগণ। করিব তাঙ্ক আচরণ ॥ ১০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বদেহে সর্বপ্রাণীঠারে। মুঁ অছি আত্মাস্বরূপরে ॥
বাহ্যে অন্তরে পূর্ণ হোই। মোহর আবরণ নাহিঁ ॥
দেখিব নির্মল চিত্তরে। আকাশ যেহ্নে সর্বঠারে ॥ ১২
সমস্ত প্রাণিঙ্কর ঠারে। মো'ভাব করে যে নিত্যরে ॥
শীঘ্র সে ভাবুক লোকর। স্পর্ধা-অসূয়া-তিরস্কার ॥
অহংকারাদি এ সভিএ। বিনাশ হুঅন্তি নিশ্চয়ে ॥ ১৫
হসন্তি যে গর্ব করিণ। সে সখামানঙ্কু ত্যজিণ ॥
'মুঁ উচ্চ সে নীচ অটই'। তেজি সে দৃষ্টি লজ্জা দুই ॥
কুক্কুর-চণ্ডাল-গোখর। এ আদিমানঙ্কু সে নর ॥
দণ্ড পরাএ ধরণীরে। প্রণাম করিব নিত্যরে ॥ ১৬
সমস্ত ভূতরে মো'ভাব। যাবত নোহিব সম্ভব ॥
বাঙ্‌মনকায়িক বৃত্তিরে। তাবত উপাসনা করে ॥ ১৭
মো ভাব সমস্ত ভূতরে। কায়মনোবাক্যবৃত্তিরে ॥
এ সর্ব উপায় মধ্যর। উত্তম, এ মত মোহর ॥" ১৯

অর্থাৎ হে উদ্ধব! শ্রদ্ধাসহকারে যেসমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে মর্ত্যমানব মনোনিগ্রহপূর্বক দুর্জয় সংসারকে জয় করিতে পারে, আমি তোমার নিকট মদীয় সেই সুমঙ্গল ধর্মসমূহ বলিতেছি। আমার প্রতি মন ও চিত্তকে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ একাগ্রভাবে ও স্থিরচিত্তে (আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া) আমারই প্রীতির উদ্দেশ্যে মদীয় ধর্মসমূহ (নিত্যনৈমিত্তিকাদি যাবতীয় ধর্ম) আড়ম্বরশূন্য হইয়া অনুশীলন করিবে। আমার ভক্ত ও সাধুপুরুষগণের আশ্রিত পুণ্যদেশে অর্থাৎ ধামাদিতে অবস্থান করিবে এবং দেব, অসুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা আমার ভক্ত তাদের আচরণের অনুসরণ করিবে। আমি বাইরে ও ভিতরে পূর্ণ ও আকাশের ন্যায় অনাবৃত। নিজের দেহে ও সমস্ত প্রাণীতে আমি আত্মা(পরমাত্মা)রূপে অবস্থান করিতেছি, নির্মলচিত্ত হইয়া এইরূপ দর্শন করিবে। যে মানবগণের মধ্যে সর্বদা আমার অবস্থান চিন্তা করে, সেইরূপ ব্যক্তির অহঙ্কার, স্পর্ধা, অসূয়া ও তিরস্কারাদি অর্থাৎ অবজ্ঞাদি দুর্গুণ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিজের যে সঙ্গিগণ নিজকে উচ্চ ও অন্যকে নীচ জ্ঞান করিয়া গর্ব করিয়া হাস্য করে, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া 'আমি উচ্চ, সে নীচ' – এইরূপ দৃষ্টি ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গরু ও গাধা প্রভৃতি যাবতীয় জীবকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে। যেপর্যন্ত সর্বভূতে আমার ভাব জাত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না হইয়াছে, সেপর্যন্ত কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিতে থাকিবে। সমস্তপ্রকার উপায়ের মধ্যে কায়মনোবাক্যবৃত্তিদ্বারা সর্বভূতে আমার ভাব দর্শনই সর্বোত্তম, ইহাই আমার মত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভূতাদরের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন –

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

অর্থাৎ তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতে অধিক সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীহরিনাম কীর্তন করিবে।

আবার বলিয়াছেন – "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে সকলকে সম্মান দান করিবে।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও ভূতাদর বিষয়ে বৃহন্নারদীয় পুরাণবচন উদ্ধার করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন –

"অভ্যর্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং নিন্দন্ জনে সর্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্য পাদৌ দ্বিজনস্য মূর্ধ্নি দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রয়াতি ॥"

ইহার পদ্যানুবাদ তিনি এইরূপ করিয়াছেন –

"বৈষ্ণব-হিংসার কথা, সে থাকুক দূরে।
সহজ-জীবের যে অধম পীড়া করে ॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিষ্ফল হয়, আরো দুঃখে মরে ॥
সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণুপূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥
এক হস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢিলা মারে মাথায় কপালে ॥
এসব লোকের কি কুশল কোনক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক ? বুঝ ভাবি' মনে ॥"

(শ্রীচৈ:ভা: মধ্য ৪।১৪০-১৪৫)

অর্থাৎ বৈষ্ণবহিংসার কথা দূরে থাক, শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহের অর্চন করিয়াও যে অন্য জীবকে পীড়া দেয়, তাহার পূজা নিষ্ফল হয়। শ্রীবিষ্ণুপূজার ফল ত সে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজে পায় না, বরং নানা দুঃখই ভোগ করে। শ্রীবিষ্ণু অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, ইহা না জানিয়া যে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহের অর্চনাদি করে, একটি হাতে ব্রাহ্মণের পাদ ধৌত করিয়া অন্য হাতে তাঁহার কপালকে ঢিলা মারিবার ন্যায় তাহার অর্চনাদি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব সর্বভূতাদরই এই দুর্জয় মনকে জয় করিবার অর্থাৎ অশুদ্ধ মনকে শুদ্ধ করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

আবার ভগবান্ বিষ্ণু পৃথুমহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, এই ইন্দ্র তোমার একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের বিঘ্ন করিয়াছিল; কিন্তু বর্তমান সে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, অতএব তাহাকে ক্ষমা করা তোমার কর্তব্য। কারণ হে নরদেব ! দেহ আত্মা নহে; এই কারণে নরোত্তম সুমেধা সজ্জনগণ প্রাণিগণের হিংসা করেন না। (শ্রীভা: ৪।২০।২-৩)

সর্বভূতে দয়া, যদৃচ্ছালাভে সন্তোষ, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ – এই সকলদ্বারা জনার্দন ভগবান্ খুব্ শীঘ্র প্রসন্ন হন। (ভা: ৪।৩১।১৯)

রাঘব – আজ্ঞে, আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যে শাস্ত্রানুমোদিত ও বিজ্ঞানভিত্তিক কথা ইহাতে দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। কিন্তু ত্রিদণ্ডী ভিক্ষুর ন্যায় স্বজন ও অন্যসকলের দুর্ব্যবহার সহ্য করা আমার ন্যায় ঘোর সংসারী রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন জীবের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর মনে হয় না। তাহাদের দুর্ব্যবহার দেখামাত্র বা সে বিষয় চিন্তাকরামাত্র ক্রোধে ত দেহ জ্বলিয়া যাইতেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া কিছু বলিয়া ফেলিলে ক্রোধের তাপ কিছুটা কমিয়া যায় এবং মন একটু হালকা লাগে। এইরূপ অবস্থায় সব অন্তর্যামীর ইচ্ছা জানিয়া সহ্যকরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অবাস্তব মনে হইতেছে।

গুরুজী – হাঁ, তুমি যাহা বলিলে, তাহা হরিবিমুখ জীবের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক চিত্র। যে চিরদিন বিমুখ হইয়া থাকিতে চাহে, তাহার পক্ষে এইরূপ আচরণ সমীচীন, কিন্তু যে মহৎকৃপায় এ সংসারের তুচ্ছতা উপলব্ধি করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে প্রয়াসী, তাহার পক্ষে অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতে সম্মানদান অপরিহার্য। যেরূপ কোন ব্যাধিহেতু ভীষণভাবে পেট কামড়াইতেছে, ক্যান্সরের ন্যায় দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, পক্ষাঘাত রোগহেতু চলচ্ছক্তিহীনতা জাত হইয়া অসহ্য দুঃখ ভোগ হইতেছে, এইসব যন্ত্রণা ত লোকে বিনাদ্বিধায় সহ্য করিতেছেন। কেন সহ্য করিতেছেন ? তাহারা জানেন যে সহ্য করা ব্যতীত এই কষ্ট হইতে উদ্ধারলাভের অন্য কোন উপায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাই। সেই কারণে লোকে অনন্যোপায় হইয়া নিজের কর্মফল মনে করিয়া অন্যকাহাকেও দোষ না দিয়া এই অসহ্য যন্ত্রণাকে সহ্য করিতেছেন। ঠিক সেইরূপ নিজের প্রতি অন্যের দুর্ব্যবহারের সময়ে দুর্ব্যবহারকারীর দেহরূপ বাহ্য আকারকে না দেখিয়া তাহার ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির চালকস্বরূপ অন্তর্যামী পরমাত্মাকেই দেখিতে হইবে এবং "আমার পূর্বজন্মের দুষ্কর্মের সমুচিত দণ্ড দিয়া শোধনপূর্বক আমার বিমুখতা দূর করিয়া আমাকে তাঁহার প্রতি উন্মুখ করাইবার উদ্দেশ্যেই পরমকরুণাময় অন্তর্যামীর আমার প্রতি এই ব্যবস্থা। অতএব অন্যের দোষ না দেখিয়া ইহাকে বিনাদ্বিধায় সহ্য করাই আমার একান্ত কর্তব্য। এই একটি জন্মে এই বিচারে ইহা সহ্য করিলে নিত্যকালের জন্য এই সংসারদুঃখের অন্ত হইয়া যাইবে।" – মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অন্যের দুর্ব্যবহার নীরবে সহ্য করিতে হইবে। ইহাই সংসারবন্ধনমোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা। জীবনের অবশিষ্ট যে কয়েকটি দিন বাকি আছে, তাহা অতি কম হইলেও এইরূপ চিন্তাযুক্ত হইয়া অন্যের দুর্ব্যবহার সহ্য করিলে মৃত্যুসময়ে নিশ্চিতরূপে ভগবৎস্মৃতি লইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিব। এই পন্থা অবলম্বন করিয়া সংসারদুঃখ হইতে চিরকাল নিবৃত্ত হওয়া বিজ্ঞতার কার্য না দুর্ব্যবহারকারীর দোষ দেখিয়া এইজন্মে অসহ্য মনোবেদনা প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যকাল মায়াকোলে সুপ্ত থাকিয়া সংসারক্লেশ ভোগ করা বিজ্ঞতার কার্য ?

এ জগৎ সুখের স্থান নহে। ইহা চরম দুঃখেরই স্থান। শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি বিমুখ জীবকে দণ্ড দেওয়ার জন্যই এই সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপ স্থানে আসিয়া তুমি সুখ খুঁজিলে পাইবে কোথা হইতে ? শ্রীভগবান্ ত পরমকরুণাময়। এইরূপ দুঃখপরিপূর্ণ সংসারেও তিনি আমাদের বাস্তব সুখপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা হইল সাধুসঙ্গ। তিনি সাধুগণকে এ জগতে পাঠাইয়াছেন কেবল তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতঘ্নতার কথা স্মরণ করাইয়া একান্তভাবে তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ভজন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে জাত করাইবার জন্য। সেই সাধুসঙ্গের সুযোগ দেওয়ার জন্য তিনি আমাদিগকে নানা দুঃখে ফেলিতেছেন। দুঃখ পাইলে আমরা সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ হইব। তখন তাঁহার ইচ্ছায় দৈবাৎ সাধুসঙ্গ লাভ হইলে আমরা সাধুর প্রতি আকৃষ্ট হইব এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তদনুযায়ী সাধনে ব্রতী হইব। আমাদের পরমপ্রিয় যে শ্রীভগবানের সেবা ভুলিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমরা স্বসুখসাধনে ব্যগ্র হইতেছি, সাধুসঙ্গে থাকিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়া অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার সেই শ্রীভগবানের ভজন করিলেই আমরা নিত্য অনাবিল আনন্দের অধিকারী হইতে পারিবে। ইহা ব্যতীত নিত্যসুখলাভের অন্য কোন পন্থা নাই।

গুরুজীর কৃপায় রাঘবের হৃদয়ে তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি

আর একটি কথা চিন্তা কর। তোমার বৃদ্ধাবস্থায় তোমার স্বজনগণ যেরূপ তোমার প্রতি অনাস্থাভাব দেখাইতেছেন ও বিনা কারণে দুর্ব্যবহার করিতেছেন, তুমি তোমার যৌবনাবস্থায় তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার কর নাই বলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিতে পার কি ?

রাঘব – (ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) আজ্ঞে, সেকথা মনে পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমার পিতা খুব ধার্মিক ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ পরের মঙ্গল ব্যতীত কখনও কাহার অমঙ্গল কামনা করেন নাই। আমরা দুই ভাই। আমার ছোট ভাইকে বাবা একটু বেশী স্নেহ করিতেন। একদিন আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমার ছোট ভাইকে বাবা কিছু বলিয়াছিলেন। তাহা আমার স্ত্রী শুনিয়াছিল। রাত্রিতে সে আমাকে তাহা বলিল। তাহার নিকট হইতে সেই কথা শোনামাত্রই আমি ক্রোধে এরূপ অন্ধ হইয়া গেলাম যে, সেই গভীর রাত্রেই বাবা গভীর নিদ্রায় সুপ্ত থাকা অবস্থায় তাঁহার ঘরের দরজায় আঘাত করিয়া তাঁহাকে উঠাইলাম। এইমাত্র বলিয়াই রাঘবের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে অনেক সময় ধরিয়া খুব ব্যাকুল হইয়া কাঁদিল।

গুরুজী – তারপর কি হইল ?

রাঘব – (চোখের জল মুছিতে মুছিতে) আজ্ঞে, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম – বাবা ! আপনি ছোট ভাইকে কেন আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বলিলেন ? বাবা বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন – আমার ভুল হইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে এইটুক শোনা মাত্রই আমার ক্রোধাগ্নি চট্ করিয়া নির্বাপিত হইয়াগেল এবং আমি শোয়ার ঘরে চলিয়া আসিলাম। আর ঘুম হইল না। আমি বৃথায় ক্রোধান্ধ হইয়া বাবাকে কি কষ্ট দিলাম ! এই চিন্তায় জর্জরিত হইয়া গেলাম। তারপর বাবা ত চলিয়া গেলেন। হায়রে দুর্ভাগা ! (কপালে হাত দিয়া) আমি কিন্তু বাবার নিকট হইতে ক্ষমা চাইতে পারিলাম না। তাঁহার দেহান্তের পর সময় সময় সেই গভীর রাত্রিতে তাঁকে কি অচিন্তনীয় উদ্‌বেগ দিয়াছি, সে বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। কেবল সেই একবার নহে, বহুবার আমার দুর্ব্যবহার হেতু তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অকথনীয় উদ্‌বেগ পাইয়াছেন। তিনি আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিবার সময়েও তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠাইয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছি ও তাঁহার প্রতি নানা দুর্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যার পর নাই উদ্‌বেগ দিয়াছি।

তিনি আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য কি মিথ্যা সে বিষয়ে জানিবার জন্য আমার ধৈর্য ছিল না। যে স্ত্রীর জন্য আমি তাঁহার চরণে এইরূপ অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছি, সেই স্ত্রী হইতে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কি উদ্‌বেগ না পাইতেছি! হে প্রভো! কি শুভ মুহূর্তে তুমি এ নরকের কীটকে তোমার প্রিয়জন শ্রীগুরুজীর নিকট লইয়া আসিলে! আমার গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারকে তিনি তাঁহার কৃপালোকদ্বারা দূর করিয়া দিলেন! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাঘব গুরুজীর দুই পদ ধরিয়া ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল – হে আমার হৃদয়দেবতা! শ্রীভগবান্ কি শুভ মুহূর্তে মাদৃশ নরকের কীটকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের নিকট টানিয়া আনিলেন! এ নরাধমের মস্তকে পাদপদ্ম ধারণ করিয়া এই কৃপাশীর্বাদ করুন যা'তে সে কাহারও দোষ না দেখিয়া সর্বক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতে পারে।

গুরুজী – (রাঘবকে তুলিয়া প্রেমাশ্রুতে রাঘব ও স্বীয় বক্ষকে সিক্ত করিয়া বলিলেন) রাঘব, ভগবান্ কিরূপ করুণাময় এখন বুঝিলে ত। পুত্রবৎসল পিতা যেরূপ দণ্ড দিয়া ও নানাপ্রকার শাসনবাক্য প্রয়োগ করিয়া পুত্রকে সুপুত্র করিতে চেষ্টা করে, ভক্তবৎসল ভগবান্ সেইরূপ আমাদিগকে আমাদের স্বকর্মফলানুযায়ী দণ্ড দিয়া এমন কি অনেক সময়ে প্রারব্ধ না থাকিলেও দণ্ডবিধান করিয়া* আমাদের আর্তি বৃদ্ধি করান এবং সেই আর্তিযুক্ত প্রার্থনাদ্বারা তিনি আবার আমাদের বশীভূত হইয়া যান। "হে আর্তবন্ধো! হে ভক্তবৎসল! হে অনাথবন্ধো! এ নরাধমকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে টানিয়া লহ।" এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে করিতে গুরুজী সংজ্ঞাহীন হইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন। রাঘব সন্তর্পণে তাঁহাকে উঠাইয়া মুখে জল ছাটিলেন এবং পাখা আনিয়া বাতাস

* যাহারা সাধন করিয়া উন্নত সোপানে গিয়াথাকেন, তাহাদের কোন প্রারব্ধ না থাকিলেও শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাহাদের প্রারব্ধ সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রারব্ধ সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ ইচ্ছাকৃত, ইহা ভক্তের কর্মফলজনিত নহে। প্রিয় ভক্তের আর্তিবৃদ্ধি করাইয়া তাহাকে তাঁহার আরও নিকটতর করাইবার উদ্দেশ্যেই আর্তবন্ধু শ্রীভগবানের এইরূপ প্রারব্ধের সৃষ্টি। ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্যেরই নিদর্শন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলেন। কিছু সময়ের পর গুরুজীর সংজ্ঞা ফিরিল। তখন অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। অনন্ত গুরুজীকে ডাকিয়া ভোজনে বসাইল। গুরুজী ভোজন শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাঘব গিয়া কিছু সময় গুরুজীর পাদসম্বাহন করিল। তিনি বিশ্রাম করিবার পর রাঘব ও অনন্ত উভয়ে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন। রাঘব তাহার বাবা ও মায়ের প্রতি যে অকথনীয় দুর্ব্যবহার করিয়াছে, সেই চিন্তা তাহাকে এরূপ গ্রাস করিল যে, শোওয়া তাহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইল না। সে যখন ছোট ছিল, তখন বাবা ও মা তাহাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন, সে বিবাহ করিবার পর স্ত্রীবশ হইয়া বাবামাকে বিভিন্ন সময়ে কিরূপ উদ্‌বেগ দিয়াছে, সেই দুঃখে মা' কিরূপ ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়াছেন এবং বাবাও কিরূপ ঘোর উদ্‌বিগ্ন হইয়া অশ্রুমোচন করিয়াছেন, সেইসব চিত্র তাহার চোখের সামনে নাচিতে লাগিল। বাবামাএর চরণে তাহার এই অমার্জনীয় অপরাধের স্মরণে ঘোর অনুতাপগ্রস্ত হইয়া তাহার তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইল এবং তাহার চক্ষু হইতে বর্ষাজলের ন্যায় অশ্রু বহিতে লাগিল। সে কেবল ব্যাকুল হইয়া সর্বদা বিগলিত চিত্তে বাবামায়ের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করিতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত হইল।

তার পরের দিন সকালে গুরুজীর উপাসনা শেষ হইবার পর রাঘব ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে করিতে গুরুজীর পদ ধারণপূর্বক ভূলুণ্ঠিত প্রণিপাত করিয়া পড়িয়া রহিল।

গুরুজী তাহাকে তুলিয়া বহু প্রবোধ দিয়া বলিলেন – রাঘব, হরিবিমুখ জীব স্বসুখচিন্তামগ্ন হইয়া কিরূপ স্বার্থান্ধ হইয়া যায়, তুমি বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। আমি জানিতে পারিতেছি যে, তুমি যৌবনাবস্থায় তোমার বাপমায়ের প্রতি যে অকথনীয় দুর্ব্যবহার করিয়াছ, সেই চিন্তা তোমার হৃদয়ে তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি করিয়া তোমাকে ব্যথিত করিতেছে। তোমার এই যে অন্তর্দাহ ইহাই তোমার ভাবী মঙ্গলের নিদর্শন। এই একটি জন্ম নহে, জন্ম জন্ম ধরিয়া আমরা সকলে এইরূপ সন্তানবৎসল পিতা এবং সন্তানবৎসলা মাতাকে অকথনীয় উদ্‌বেগ দিয়াছি, কেবল তাই নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু জীবকেও স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা কদর্থনা দিয়াছি। সেইসব অমার্জনীয় দোষের কথা সূচিত করাইয়া আমাদিগকে একান্তভাবে তাঁহার শরণাগত করাইবার জন্য ভক্তবৎসল পরমকরুণ শ্রীভগবান্ আমাদিগকে আমাদের পুত্রকন্যাদির দ্বারা নানা দুঃখ দিতেছেন। ইহা যে নিশ্চিতরূপে তাঁহার আমাদের প্রতি কৃপা, ইহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলা অনাবশ্যক। সুতরাং স্বার্থান্ধতাহেতু আচরিত নিজের অগণিত দুষ্কর্মের কথা সর্বক্ষণ স্মৃতিপটে রখিয়া আর যেন সেই দুষ্কর্মের পুনরাবৃত্তি কিংবা বৃথায় পরদোষদর্শন না হয়, তজ্জন্য অনুক্ষণ শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীচরণে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানানই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

ভূতাদরই কর্মাধিকার হইতে ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার মুখ্য সাধন

দেখাযায় যে, অনেকে বৈষ্ণবসদাচারপালন ও শ্রীহরিনাম-কীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে অন্যসকলকে সম্মান না দিয়া অধিকাংশ সময়ে পরনিন্দা ও পরচর্চায় রত থাকেন। এইরূপ ব্যক্তিগণের সাধন ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৬তম অনুচ্ছেদে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন – "স্বধর্মপূর্বকমর্চনং কুর্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতি।" অর্থাৎ কর্মাধিকারী জীব ভক্ত্যঙ্গযাজনরূপ কর্মার্পণ করিলেও ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সকল প্রাণীকে সম্মান না করিলে তাহার কর্মার্পণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুরও এই ভূতাদরের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। ভুলবশতঃও কাহারও দোষদর্শন না করিতে তিনি সর্বক্ষণ তাঁহার অনুগত সকলকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং নিজে সর্বক্ষণ সেইরূপ আচরণও করিতেন। শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ও তাঁহার সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধুতে জগৎপ্লাবনকারী তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল পুরীদাসগোস্বামিঠাকুরের উপদেশ ও আচরণের অনুসরণে কাহারও দোষদর্শন না করিয়া সর্বক্ষণ নিজের অনন্ত দোষের কথা চিন্তা করিয়া নিজকে শতধিক্কার করাই কর্মার্পণের মুখ্য অঙ্গ এবং ইহাই কর্মাধিকার হইতে ক্রমশঃ ভক্ত্যধিকারে উন্নীত হইবার মুখ্য সাধন।

রাঘব – আজ্ঞে, আপনি বলিলেন শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া জীবকে দুঃখ দিতেছেন। আবার বলিলেন যে, জীব নিজের কর্মফলানুযায়ী দুঃখ লাভ করিতেছে। ইহা হইতে কোন্‌টা ঠিক দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

গুরুজী – বাঃ, খুব ভাল প্রশ্ন করিয়াছ। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি" শ্লোকে শ্রীভগবানের অনুগ্রহের কথা জানা যায়। ইহা সাধনের প্রথম সোপানের কথা নহে, পরবর্তী সোপানের কথা। এস্থানে সাধনের (কর্মার্পণের) মাধ্যমে শ্রীভগবানের সঙ্গে জীবের একটি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাকে তাঁহার আরও নিকটতর করাইবার জন্য দণ্ড দিয়া স্বীয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন।

অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সকলকে সম্মানদান হইল সাধনের প্রথম সোপান। ইহা না করিলে সাধনের আরম্ভই হইবে না। এই ভূমিকায় জীব যে দুঃখ পায়, তাহা তাহার পূর্ব কর্মের ফল। এই দুঃখভোগের সময় যে কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিবে, তিনি কৃপাপূর্বক তাঁহার নিজজনের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ করাইয়া দিয়া তাহাকে শরণাগত করাইয়া দেন। ইহার দ্বারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলা যাইবে। তাহা না করিয়া যে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে এবং কেবল সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টায় মাতিবে, সে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইল বলা যাইবে। সুতরাং সে আর উপরে উঠিতে না পারিয়া যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। তখন তাহার সাধনে কোন উন্নতি হয় নাই বলা যাইবে। অন্তর্যামিদৃষ্টিতে দৃঢ় হইয়া যে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অনেক সময়ে তাহার শরণাগতি ও আর্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহার কর্মফল না থাকিলেও শ্রীভগবান্ তাহাকে দুঃখ দিয়া থাকেন। এই দুঃখ তাহাকে ভক্তিপথচ্যুত না করিয়া তাহার শরণাগতি ও আর্তিবৃদ্ধিতে সহায়কই হইয়া থাকে।

স্বদোষদর্শনদ্বারা পরদোষদর্শন আপনা হইতেই দূর হইবে

রাঘব – আজ্ঞে, আপনার উপদেশ হইতে যাহা বুঝিলাম তাহা হইতে এই হৃদ্‌বোধ হইল যে, নিজের পূর্ব দুষ্কর্মের কথা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে জানাইয়া সতত ব্যাকুল ক্রন্দন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

গুরুজী – হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। অনাদিকাল হইতে আমরা আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মিথ্যা সুখলাভের আশায় কত যে দুষ্কর্ম করিয়াছি ও করিতেছি তাহার সীমা নাই। আমাদের নিজের সেইসব দুষ্কর্মের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিলে আমরা স্বদোষদর্শনে এরূপ নিমজ্জিত হইয়া যাইব যে, তখন আমাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া অনুক্ষণ চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় পরদোষদর্শন আপনা হইতেই দূর হইয়া যাইবে। সুতরাং সর্বদা নিজের দোষ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পূর্বজন্মের কথা ছাড়। এইজন্মেও আমরা অশেষ দুষ্কর্ম করিয়াছি ও করিতেছি। সর্বদা নিজের সেইসব দুষ্কর্ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইসব দুষ্কর্মের কথা চিন্তা করিয়া সর্বক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদরভেদবুদ্ধিশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ক্রন্দন স্বতঃই উদিত হয়

রাঘব – হৃদয় বিগলিত হইলেই না ক্রন্দন আসিবে। হৃদয় ত পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ক্রন্দন আসিবে বা কিরূপে ?

গুরুজী – হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হইবার একমাত্র কারণ আমাদের জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধ। অপরাধের ফলে হৃদয়ে রজস্তমোগুণ প্রবল হইয়া আমাদিগকে মৃগতৃষ্ণারূপ এই তুচ্ছ জড়সুখের প্রতি সর্বক্ষণ আকৃষ্ট করিতেছে। সতত স্বসুখচিন্তাবিষ্ট হইয়া আমরা নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হইতেছি। ফলে চিত্ত ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় হৃদয় বিগলিত হইবার প্রশ্নই নাই। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সকল প্রাণীকে সম্মান করা। বর্ণাশ্রমধর্মবিধানকালেও শাস্ত্রে কর্তব্যবুদ্ধিতে এই অন্তর্যামিদর্শনের প্রতি গুরুত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। হৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু স্বসুখচিন্তা প্রবল হইয়া আমাদের মধ্যে উদরভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিতেছে। সেই উদরভেদবুদ্ধিহেতুই অন্যের সুখ হইতে নিজের সুখকে স্বতন্ত্র জ্ঞান হইয়া হৃদয়ে স্বার্থপরতার সৃষ্টি হইতেছে। এই স্বার্থপরতাই সংসারদুঃখের প্রধান কারণ। অতএব অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সকলকে সম্মান করাকেই সাধনের প্রথম সোপান বলা হইয়াছে। এইরূপ করিয়া যাবতীয় কর্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিলে রজস্তমোগুণ প্রশমিত হইয়া হৃদয় হইতে স্বসুখবাসনা দূর হইবে। ইহাকেই চিত্তশুদ্ধি বলা হয়। এই চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দৈবক্রমে কোন ভক্তমহতের অহৈতুককৃপাদৃষ্টি জীবের উপর পড়িয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের সুখচিন্তারূপ ভক্তিবীজ তাহাতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তখন সে কর্তব্যবোধ লইয়া যে কর্মার্পণ করিতেছিল, তাহা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে পরিণত হইয়া যায়। অর্থাৎ সে কেবল শ্রীভগবানের সন্তোষের উদ্দেশ্যেই তাহার যাবতীয় কর্মের ফল অর্পণ করে। সে কর্মাধিকারী হইয়া থাকিলেও উক্ত মহৎকৃপার প্রভাবে ভোগ বা মোক্ষরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানে ব্রতী হইয়া থাকে। ইহাই তাহার চিত্তের স্বচ্ছতা বা বিশুদ্ধতা। এইরূপ ব্যক্তিরই স্বীয় অযোগ্যতা তীব্রভাবে অনুভূত হইয়া ক্রন্দন আসে এবং সে অনুক্ষণ ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীভগবানের নাম কীর্তন করে। তাহার সেই ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হইয়া যায় এবং তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার নিজজনের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ করাইয়া তাহাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমলাভের যোগ্য করান। গত রাত্রিতে তোমার এই অনুতাপজনিত যে অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইল, ইহা সাময়িক। এই অন্তর্দাহ অনুক্ষণ হৃদয়ে থাকিলে সাধনে তোমার অগ্রগতি হইল বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ অন্তর্দাহই ভক্তি।

শ্রীগৌরভজনদ্বারা অন্তর্দাহের উদয় হয়

এস্থানে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রজস্তমোগুণ থাকা অবস্থায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণভজন সম্ভব নহে বলিয়া স্বয়ং শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার নিজজন শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল পুরীদাসগোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতি দৃঢ়স্বরে বলিয়া গিয়াছেন। কাজেই রজস্তমোগুণাবৃত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণভজন করিলে তাহা শুদ্ধভক্তি হইবে না। কারণ ভক্তি করিতে যাওয়া মাত্রই রজোগুণ আমাদের অজ্ঞাতসারে তৎক্ষণাৎই স্বসুখবাসনাপূর্তিমূলক নানা অন্যাভিলাষ হৃদয়ে সৃষ্টি করিয়া আমাদের তথাকথিত ভক্তির ফল আত্মসাৎ করাইয়া দেয়। কাজেই তাহা আর ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পিত হইতে পারে না। অর্পিত না হইলে তাহা ভক্তিযোগপদবাচ্য হইবে না। শ্রবণকীর্তনাদি নববিধা ভক্তি শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহাতে অর্পিত হইলেই ভক্তিযোগপদবাচ্য হইবে বলিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকে "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ" – এই উক্তি হইতে জানা যায়।

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিজের অনুষ্ঠিত ভক্তির ফল তাঁহাতে অর্পিত হইবার দ্বারা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিজের স্বার্থ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ভক্ত্যনুষ্ঠানের ফল সাধকদ্বারা আত্মসাৎকৃত না হইয়া ভগবানের নিকটই পৌঁছায়।

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে এই স্বার্থত্যাগের বাসনা জীবের প্রাকৃত রজস্তমোগুণাবৃত ইন্দ্রিয়ে জাগ্রত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ রজস্তমোগুণাবৃত ইন্দ্রিয় স্বসুখবাসনার ক্রীড়াভূমি। কাজেই তাহাতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের বাসনা জাগিবে কিরূপে ? কেবল মহৎকৃপা হইতেই জীবের হৃদয়ে এই বাসনা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কারণ এই বাসনা হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তি। ইহা জীবের নিজস্ব নহে।

শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইলেও ভক্তশিরোমণি শ্রীরাধার ভাবে সম্পূর্ণরূপে বিভাবিত হওয়ায় তিনিও মহতের কার্য করিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে ব্যাকুল হৃদয়ে সর্বক্ষণ তাঁহার নাম কীর্তন করিলে তাঁহার অহৈতুকী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃপায় রজস্তমোগুণাবৃত জীবহৃদয়েও তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে সেই স্বার্থত্যাগের বাসনা বা ভক্তিবাসনা স্বতঃই উদিত হইবে। আবার শ্রীগৌরহরিও তাঁহার প্রিয়জনের সঙ্গে এইরূপ জীবের যোগাযোগ করাইয়া তাহার হৃদয়ের সেই ভক্তিবাসনাকে দৃঢ়ীভূত করিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীরাধাভাবের প্রাবল্যহেতু শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত যে অন্তর্দাহ সর্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান আছে, তাঁহার কৃপার ফলে তাঁহার নামকীর্তনকারীর হৃদয়েও সেই অন্তর্দাহ স্বতঃই উদিত হইবে। তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় থাকিয়া যখন জালিয়ার জালে পড়িয়াছিলেন তখন কেবলমাত্র তাঁহার স্পর্শের ফলেই জালিয়ার প্রেমাবেশ হইয়াছিল। ইহা তাঁহার অহৈতুকী কৃপা এবং সকলকে অকাতরে প্রেমবিতরণ করিবার বাসনারই প্রভাব।

ভূতাদর সম্পূর্ণরূপে করিতে না পারিলেও ভূতাদরের জন্য যত্নশীল হইয়া তাঁহার ভজন করিলে তাঁহার কৃপায় ভূতাদরপ্রবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়িবে। ইহাই কর্মাধিকারী জীবের শ্রীগৌরভজন করিবার অপরিমেয় ফল।

শ্রীগৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও গত দ্বাপরযুগে যখন এই জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তখন তিনি কাহাকেও প্রেম দিতে পারেন নাই। কারণ তিনি তাঁহার নিজস্বরূপে অর্থাৎ সর্বময়ভোক্তাস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি ভোক্তা তিনি ভক্ত বা সেবকের হৃদয়ের ভাব কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা কিরূপে অনুভব করিতে পারিবেন ? ভক্তি বা সেবা কিভাবে করিলে সেব্যের প্রীতিপদ হইবে, কেহ তাহা নিজে জানিয়া থাকিলে না অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে। যেহেতু ভক্তি বা প্রেমের বিষয়ে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই, সেই কারণে প্রেম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে ? প্রেমদানবিষয়ে তাঁহার নিজের এই অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রেমের মূর্তি শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া শ্রীগৌর হইলেন কেবল লোককে অকাতরে প্রেম দান করিতে। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধারাণীর যে দশা হইত, সেইসব ভাব তিনি নিজে আচরণ করিয়া আস্বাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে জগদ্বাসী জীবগণকেও শিক্ষা দিয়াগেলেন।

কেবল প্রেমদান ব্যতীত এই গৌরাবতারের অন্য কোনই কার্য ছিল না। কেহ না চাইলেও তিনি কিরূপে অযাচিতভাবে মহাপাপী এমন কি মহা অপরাধী পর্যন্ত সকলকে প্রেমামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণাবতারে তাঁহাকে কিরূপে ভজন করিলে মুক্তি পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সেই শিক্ষাকে আধার করিয়া যাঁহারা বিধিমার্গে তাঁহার ভজন করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু রাগমার্গে তাঁহাকে ভজন করিয়া কিরূপে প্রেমলাভ হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি তাহা বিশেষভাবে শিক্ষা দেন নাই। সেই কারণে তিনি শ্রীগৌরাবতারেই নিজে আচরণ করিয়া তাহা শিক্ষা দিয়া গেলেন। তাঁহার এই আচরণ তাঁহার শ্রীগৌরাবতারের পরবর্তিকালের লোকের জন্য উদ্দিষ্ট। তাঁহার অবতারকালেও তিনি বিনাসাধনে নিতান্ত পাপী, নিতান্ত অপরাধী ও অনভীপ্সুকে পর্যন্ত প্রেম দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভজনে অপরাধের বিচার আছে। অপরাধী শ্রীকৃষ্ণভজনের যোগ্য নহে। সেই কারণে অপরাধ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দিয়াছেন। পদ্মপুরাণাদিতেও অপরাধ থাকিলে শ্রীকৃষ্ণভজন হইবে না বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীগৌরাবতারে সেইসব নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। তিনি পাপী, তাপী, অপরাধী ও অনভীপ্সু – সকলকে বিনাসাধনে প্রেম দিয়াগেলেন এবং তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারাও প্রেম দান করাইলেন। জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় মহাপাপীকেও তিনি প্রেমপরিপ্লুত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল পাপী ছিলেন। সর্বদা পাপে নিমজ্জিত থাকায় অপরাধ করিবার সুযোগ তাঁহাদের ছিল না বলিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঝারিখণ্ডের বন্য পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ ইত্যাদিকেও তিনি অকাতরে প্রেম দিয়াগেলেন। দক্ষিণদেশে যাইবার সময়ে পথে যাহাকে দেখিলেন তাহাকেই প্রেমবন্যায় ভাসাইলেন। শ্রীল রায়রামানন্দের সঙ্গে যে স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ স্নান করিতে গোদাবরীতে আসিয়াছিল তাহারাও তাঁহার দর্শনমাত্রে প্রেমপরিপ্লুত হইয়া অশ্রু, কম্প ও পুলকাদিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই কি নিরপরাধ ছিলেন ? না, প্রত্যেক জীবের কিছু না কিছু অপরাধ আছে। নিরপরাধ কেহ নাই বলিলে চলে। সবথেকে আশ্চর্যের কথা এই যে, যে জালিয়া সমুদ্র হইতে দৈনিক মাছ মারিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, সেও অদ্ভুতভাবে তাঁহার স্পর্শমাত্রেই প্রেম পাইল। অন্য স্থানে তিনি যাহাকে প্রেম দিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার দর্শনপ্রভাবেই সে প্রেম পাইয়াছে। কিন্তু জালিয়ার কথা সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। প্রেম কি বস্তু সে ত জানিত না এবং সে সম্পূর্ণ বহির্মুখ ও অনভীপ্সু হওয়ায় প্রেমলাভের বাসনাও তাহার ছিল না। এদিকে শ্রীগৌরহরিও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়াস্মৃতিতে আবিষ্ট থাকিয়া অজ্ঞানবৎ সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। দৈবাৎ সেই গাঢ়ভাবাবিষ্ট অবস্থায় জালিয়ার জালে পড়িয়া গেলেন। তখন তিনি চক্ষু বন্ধ করিয়া ছিলেন বলিয়া জালিয়াকে দেখেন নাই কিংবা সে অবস্থায় তাহাকে প্রেম দেওয়ার বাসনা তাঁহাতে উদয় হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনাও ছিল না। কেবল তাঁহার অঙ্গস্পর্শহেতুই সে প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াগেল। এত গেল প্রাণবন্ত জীবের কথা। অচেতন পাথরও তাঁহার স্পর্শে বিগলিত হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রেমাবেশে শ্রীআলালনাথদেবকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি করিবার সময় তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শহেতু একটি বিরাট প্রস্তর বিগলিত হইয়া তাহাতে তাঁহার সর্বাঙ্গচিহ্ন রহিয়াগিয়াছে। এই চিহ্ন অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার প্রেমময় স্বরূপের স্মৃতি ভক্তহৃদয়ে জাগ্রত করিতেছে। আবার শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের সময় তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিম্নস্থিত প্রস্তর বিগলিত হইয়া তাহাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন পরিষ্কারভাবে রহিয়াছে। তাহাকে দর্শন করিলে তাহার আকার হইতে তাহা যে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। রাঘব, চিন্তা করিয়া দেখ ত, শ্রীগৌর অবতারের কি অভূতপূর্ব করুণা ও কি অশ্রুতপূর্ব প্রেমময়ত্ব !

শ্রীগৌর যেরূপ দর্শন, স্পর্শন ও শুভচিন্তাদ্বারা নির্বিচারে সকলকে প্রেম দিয়াগেলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও সেইরূপ নির্বিচারে তাঁহার অলঙ্কার অপহরণপ্রয়াসী দস্যুকে না দেখিয়াও কেবল তাহার শুভচিন্তা করিয়া তাহাকে প্রেমপরিপ্লুত করিলেন। সেইরূপ তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারাও তিনি জগৎকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীল গদাধরদাস প্রভু কাজীকে বলপূর্বক 'কৃষ্ণ'নাম উচ্চারণ করাইয়া প্রেম দিলেন। কাজী মুসলমান হইয়াও প্রেমলাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইল। কি অদ্ভুত এই শ্রীগৌরাবতারের মহিমা !

রাঘব ! যে যত পাপী, যত অপরাধী ও যত অযোগ্যই হউক না কেন, একবার ব্যাকুল হইয়া "হা গৌর-নিতাই" বলিয়া কাতরস্বরে ডাকিলে তাঁহারা অবশ্যই প্রেম দান করিয়া তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া দিবেন।

শ্রীগৌরভজনই প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়

শ্রীগৌরভজনই যে প্রেমপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাহা তাঁহার প্রিয় ভক্ত নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর পুরীতে সিদ্ধবকুলে থাকিতেন। মুসলমানকুলে তাঁহার জন্ম বলিয়া তিনি দৈন্যপূর্বক শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যাইতেন না। শ্রীগৌরহরি দৈনিক সকালে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনান্তে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন এবং তাঁহার সেবক শ্রীগোবিন্দের দ্বারাও দৈনিক শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইতেন। একদিন শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াই দেখিলেন যে, তিনি শুইয়া আছেন এবং ধীরে ধীরে শ্রীহরিনাম করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দকে দেখিয়া তিনি বলিলেন – "আজ উপবাস করিব। কারণ নামসংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি নাই। মহাপ্রসাদই বা কিরূপে উপেক্ষা করিব ? ইহা বলিয়া তিনি কণিকামাত্র মহাপ্রসাদ লইয়া সেবন করিলেন। শ্রীগোবিন্দ এই সমাচার শ্রীগৌরহরিকে জানাইলেন। তার পরের দিন শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে দেখা করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন – "হরিদাস, শরীর সুস্থ ত ?" শ্রীহরিদাস তাঁহাকে দণ্ডবন্নতি করিবার পর বলিলেন – "প্রভো ! আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু বুদ্ধি ও মন অসুস্থ।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু – তোমার কি হয়েছে ?

শ্রীহরিদাস – প্রভো ! নামসংখ্যা পূর্ণ করিতে পারি নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু – তুমি ত বৃদ্ধ হইয়াছ, এবার নামসংখ্যা কমাইয়া দাও। তোমার ত সিদ্ধ দেহ, সাধনের প্রতি এত আগ্রহের কি আবশ্যকতা আছে ?

শ্রীহরিদাস – (দৈন্যপূর্বক) প্রভো ! নীচ কুলে ত আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আবার সব সময়ে আমি হীন কর্মেও রত আছি। আপনার অদৃশ্য ও অস্পৃশ্য হইলেও আপনি আমাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনি ত স্বতন্ত্র ঈশ্বর। যাহার প্রতি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন আপনি অনায়াসেই তাহা করিয়াথাকেন। আমি মুসলমানকুলে জাত হইলেও আমাকে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াইলেন। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনি শীঘ্রই লীলাসঙ্গোপন করিবেন। প্রভো ! আপনার সেই লীলা যেন আমাকে দেখিতে না হয়। আপনার আগেই যেন আমার এই দেহটা পাত হইয়া যায়, সেই কৃপা করুন। প্রভো ! আপনার পাদপদ্মকে বক্ষে ধারণ করিব, চক্ষুতে আপনার শ্রীমুখ দর্শন করিতে থাকিব এবং জিহ্বায় আপনার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাহাতে আপনার আগেই আমার প্রাণ চলিয়া যায় এইটুকু বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে একান্ত প্রার্থনা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্মহাপ্রভু – হরিদাস ! তুমি যাহা চাহিবে, পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তোমার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাওয়া কি তোমার উচিত ?

শ্রীহরিদাস শ্রীগৌরহরির চরণ ধারণপূর্বক বহু কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অনুরোধ জানাইলেন। তার পর শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সমুদ্রে স্নান করিতে গেলেন। তার পরের দিন তিনি শ্রীজগন্নাথের দর্শনান্তে ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহরিদাসের নিকট আসিলেন এবং আঙ্গিনায় নৃত্যকীর্তন আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সকল ভক্তগণের নিকট শ্রীহরিদাসের গুণকীর্তন করিলেন। শ্রীহরিদাসের গুণ শুনিয়া ভক্তগণ বিস্মিত হইয়া গেলেন। সকল ভক্ত শ্রীহরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীহরিদাস ভক্তগণের চরণরেণু মস্তকে লেপন করিলেন এবং শ্রীগৌরহরিকে তাঁহার সম্মুখে বসাইলেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মকে বক্ষে ধারণ করিয়া দুই চক্ষু হইতে দুইধার অশ্রুমোচনপূর্বক তাঁহার শ্রীমুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম কীর্তন করিতে করিতে মর্ত্যলীলা সমাপন করিলেন। যিনি নিয়ম করিয়া অপতিতভাবে দৈনিক তিনলক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন, তিনি কেবল শ্রীগৌর-রূপ দর্শন, শ্রীগৌর-পাদপদ্মকে বক্ষস্থলে ধারণ ও অশ্রুসিক্ত বদনে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে নির্যাণপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর যে এক এবং শ্রীগৌরভজনই যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা তিনি জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন না কি ? শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রেমদাতৃত্ব এবং তাঁহাদের ভজনেই যে নিঃসন্দেহে প্রেমপ্রাপ্তি, নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচরণে ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল না কি ? এত সব প্রমাণ আমাদের সামনে থাকিতে থাকিতে আমরা যদি শ্রীগৌরভজন প্রতি আকৃষ্ট না হইব, তাহা হইলে ইহা আমাদের চরমদুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

উপরে যেসব উদাহরণ প্রদত্ত হইল তাহা হইতে শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ কিরূপে বিনাসাধনে অযাচিতভাবে সকলকে প্রেম দিয়া গেলেন ও তাঁহাদের অনুগত ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিবার সময় শ্রীগৌরহরি সেস্থানে উপস্থিত ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"সভে মিলি অনুগ্রহ করহ দোঁহারে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা' না পাসরে॥
যে-যে-রূপে যার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুইপ্রতি করহ প্রসাদ॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১২।২৯২-৯৩)

অর্থাৎ সকলেই মিলিয়া এ দুইজনকে কৃপা কর যেন ইহারা জন্মে জন্মে আমাকে না ভোলে। যাহার নিকট যতরূপ অপরাধ ইহারা করিয়াছে, সেসকল ক্ষমা করিয়া ইহাদিগকে কৃপা কর।

কি করুণা! শ্রীগৌরহরি নিজে ত তাহাদিগকে অজস্র কৃপা করিয়া তাহাদের সমস্ত পাপ ক্ষালন করিলেন ও তাহাদিগকে প্রেমোন্মত্ত করাইলেন, তারপর ভক্তগণের চরণে যেসব অপরাধ ছিল, তাঁহাদিগকে তাহা ক্ষমা করিয়া কৃপা করিতে বলিলেন। ইহাই শ্রীগৌরকরুণার বৈশিষ্ট্য।

সাধারণতঃ অপরাধিগণের হৃদয় কঠিন হওয়ায় শ্রীভগবান্ বা ভক্তের প্রতি তাহারা সর্বদা অনাদরই করিয়া থাকে। অজামিলের ন্যায় মহাপাপীও নিরপরাধ হইয়া থাকিলে ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় উদ্ধারলাভ করিতে পারে, কিন্তু অপরাধীর হৃদয় বজ্রসম কঠিন হওয়ায় সে কখনও কাহারও কৃপার পাত্র হইতে পারে না, ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনগণের উপদেশ হইতে জানা যায়। যে অপরাধী কাহারও কৃপার পাত্র হইতে পারে না বলিয়া শাস্ত্র ও মহাজনগণ বজ্রনির্ঘোষস্বরে বলিয়াগেলেন, মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীগৌরকৃষ্ণ দর্শন ও স্পর্শনমাত্রে সেই অপরাধিগণের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে প্রেমপরিপ্লুত করাইলেন এবং বৈষ্ণবগণের চরণে যে অপরাধ হইয়াছিল, তাহাও ক্ষমা করিতে বৈষ্ণবগণকে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি কখনও এইরূপ করিয়াছেন কি ? কি অচিন্তনীয় কি দুর্বোধ্য তাঁহার করুণা! সেই কারণে শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহাকে প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন –

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক গৌরকান্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম।

আবার শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজপ্রভুও উল্লেখ করিয়াছেন –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালুরুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥"

অর্থাৎ পরমকৃপালুতাবশতঃ যিনি অজ্ঞানমত্ত লোকদিগকে নিজ প্রেমসম্পত্তিরূপ অমৃতদ্বারা ভবরোগবিমুক্ত করিয়া প্রেমোন্মত্ত করিয়াছেন, সেই অদ্ভুতলীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইতেছি।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু ও শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভুর উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, গৌরকান্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহাবদান্যতাবশতঃ অজ্ঞানমত্ত জগদ্‌বাসীকে অবলীলাক্রমে প্রেমোন্মত্ত করাইয়াছিলেন। "প্রেমোন্মত্ত করাইয়াছিলেন" – ইহা বলিবার দ্বারা তিনি যে তাঁহাদের সকল পাপ ও অপরাধ তৎপূর্বেই ক্ষালন করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। কারণ পাপ ও অপরাধ থাকা অবস্থায় প্রেমের উদয় হওয়া সম্ভব নহে। প্রেম হইল হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। অপরাধজনিত রজস্তমোগুণের প্রাবল্য চিত্ত হইতে দূর হইলেই তাহাতে এই হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীগৌরকৃষ্ণের অপরিসীম করুণা হইল এই যে তিনি অপরাধী জীবের অপরাধ দূর করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রেমে পরিপ্লুত করিয়াছেন।

ভাগ্যক্রমে কেহ মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সন্ধান পাইয়া গেলে জীবপ্রতি তাঁহাদের অপার করুণার কথা জানিতে পারে। তাঁহারা যেরূপ নিতান্ত অযোগ্য, জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধী ও অনভীপ্সু জীবকেও বিনাসাধনে প্রেম দিয়াগেলেন, তাহা অবগত হইয়া তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। আবার যখন জানিতে পারে যে, তাঁহাদিগকে ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজজনের (শ্রীগৌরানুরাগী মহতের) সঙ্গে অনায়াসে যোগাযোগ করাইয়া দেন এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রার্থনাকারীর হৃদয়কে প্রেমপরিপ্লুত করাইয়া নিজে তাহাতে বশীভূত হইয়া যান, তখন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য লোভের উদ্রেক হইয়া তাহার হৃদয়ে অন্তর্দাহের সৃষ্টি হয়। সেই অন্তর্দাহহেতু সে সর্বক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা জানায়। তাহার সেই ব্যাকুল ক্রন্দনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। তখন তাঁহারা তাঁহাদের নিজজনের সন্ধান তাহাকে দিয়া দেন এবং তাঁহাদের সঙ্গ ও কৃপার ফলে সে সেই একটি জন্মেই প্রেমলাভের অধিকারী হইতে পারে, নচেৎ খুব কম পক্ষে মৃত্যু সময়ে তাঁহাদের স্মৃতি লইয়া মৃত্যুবরণ করিলে অবিদ্যা মুক্তিলাভ করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও তার পরের জন্মে জাতরতি হইয়া রাগানুগভক্তিসাধনের যোগ্য হয় এবং পরিণামে প্রেম লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে তিনি বলিয়াছিলেন – "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (শ্রীগী: ৪।১১) অর্থাৎ যে যাহা কামনা করিয়া আমার আরাধনা করে, আমি তাহাকে তাহার কামনানুরূপ ফলই দিয়া থাকি। শ্রীগৌরাবতারে তাঁহার এই নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ যাহাদিগকে প্রেম দিয়াগেলেন, তাহারা কেহই প্রেম চান নাই, চাওয়া ত দূরের কথা প্রেম কি বস্তু সে সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না। কাজেই চাহিবে বা কি করিয়া? এইরূপ সম্পূর্ণ অনভীপ্সুকেও তাঁহারা অকাতরে প্রেম দিয়াগেলেন। অন্য কোন অবতার কখনও এরূপ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বাসনানুরূপ ফল অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্যন্ত দিতে পারেন। শ্রীগৌর ব্যতীত অন্য কোন অবতার যে অনভীপ্সুকে প্রেম দিতে পারেন না, ইহা ধ্রুব সত্য। শুধু তাই নয়, অন্য কোন অবতারের ভজনের দ্বারা প্রেমলাভের বাসনাও হৃদয়ে জাগিবে না, প্রেমপ্রাপ্তি ত পরের কথা। সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন প্রেম দিতে পারেন নাই, তখন তাঁহার অংশাবতারগণ যে প্রেম দিতে পারিবেন, এইরূপ চিন্তা করা সম্পূর্ণ অসমীচীন নহে কি?

প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারা রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজন সম্ভব নহে

শ্রীগৌরহরি সকলকে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়াগেলেন এবং কিরূপে ভজন করা যাইবে তাহাও নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াগেলেন। তাঁহার সেই আদর্শের অনুকরণ করিয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কিন্তু এইরূপ অনুকরণ করার পূর্বে জানা দরকার যে, তিনি যাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়াগেলেন তাঁহার দর্শন ও স্পর্শের প্রভাবেই প্রথমে তাহাদের পাপ ও অপরাধ ক্ষালন করিয়া তারপর তাহাদিগকে জাতরতিভূমিকায় উন্নীত করাইয়াছিলেন। এইরূপভাবে তাহাদের ইন্দ্রিয়ের প্রাকৃতত্ব দূর করিয়া তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণভজনের যোগ্য করাইবার পর শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ দিলেন। কোন সাধনবল কিংবা ভক্তিলাভের কোনরূপ বাসনা না থাকাসত্ত্বেও তিনি কিরূপে সকলকে প্রেম দিয়াগেলেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভজন করাই রাগমার্গীয় ভক্তিসাধকের একমাত্র কামনা। শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিকপ্রীতিকামনা তাহার একমাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লক্ষ্য হওয়ায় ধমার্থকামমোক্ষাদি স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিমূলক কোন কামনা তাহার থাকে না। এই অন্যাভিলাষিতাশূন্য হওয়াই তাহার ভজনযোগ্যতা। কিন্তু রজস্তমো-গুণাভিভূত জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় স্বসুখবাসনামূলক ভক্তিবিঘাতক অন্যাভিলাষে পরিপূর্ণ থাকে। সেইরূপ ইন্দ্রিয় কদাপি শ্রীকৃষ্ণভজনযোগ্য হইতে পারে না। সেই কারণে শ্রীল রূপপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু(১।২।২৩৪)তে উল্লেখ করিয়াছেন – "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামাদি জীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতেই শ্রীকৃষ্ণনাম স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকেন। এস্থানে সেবোন্মুখ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই ইন্দ্রিয় রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া ইহার প্রাকৃতত্ত্ব দূর হইয়াছে বলিয়া মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান বাসনা ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে। সেব্য বস্তুর প্রতি প্রীতি থাকিলেই তাঁহার সেবা করিবার বাসনা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। পায়ে দৈবাৎ কাঁটা ফুটিলে 'আঃ' শব্দ যেরূপ বিনা চিন্তায় ও বিনা চেষ্টায় স্বতঃই উচ্চারিত হইয়া থাকে, সন্তান প্রসব হওয়ামাত্রে কোন বিচারের অপেক্ষা না করিয়া যেরূপ মাতার তাহার প্রতি স্নেহ তৎক্ষণাৎই হইয়া থাকে, সেইরূপ সেবোন্মুখ অর্থাৎ মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জাতরতি ভক্তের ভক্তি কোন চিন্তার অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তিতে সাধনচেষ্টার কোন প্রশ্নই থাকে না। ইহাই শ্রীগৌরোপদিষ্ট রাগমার্গীয় ভক্তি। সেই কারণে "স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ" কথাটি শ্রীরূপপাদ বলিলেন।

অনাদিভগবদ্বিমুখ জীব দুরন্ত অপরাধী। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রতি রুচিহীন। এইরূপ রুচিহীন ব্যক্তি জোর করিয়া অভ্যাসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণভজনের অভিনয় করিলে তাহা কোন সুফল প্রসব করার পরিবর্তে অধিক কুফলই প্রসব করিয়া থাকে। অর্থাৎ রজোগুণের প্রাবল্যহেতু 'আমার ভক্তি ঠিক হইতেছে' বলিয়া বৃথা দম্ভ বৃদ্ধি হইয়া নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও অন্যসকলকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়। ইহার ফলে অহঙ্কারবশতঃ মহতের চরণে অবজ্ঞা করার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। মহদবজ্ঞার ফলে তার পতন অনিবার্য হইয়া পড়ে। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনের অভিনয়ের এই ভয়াবহ কুপরিণতি। এইরূপ তথাকথিত ভজন কোটি কোটি জন্ম করিলেও কদাপি প্রেমলাভ হইবে না বলিয়া শ্রীরূপপাদ "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈঃ" (শ্রীভ:র:সি ১।১।৩৫) শ্লোকে উল্লেখ করিয়াছেন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি ৮।১৫) পয়ারে শ্রীল কবিরাজগোস্বামীও "বহুজন্ম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে যদি শ্রবণ-কীর্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ।।" এই উক্তির দ্বারা শ্রীরূপপাদের সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, যেকোনমতে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিলাভই ত মঙ্গলকর বলিয়া শাস্ত্রে বলিলেন। অতএব জোরপূর্বক শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্তন করিলে কি ক্ষতি ? ইহার উত্তরে বলাযাইবে যে, যেকোনমতে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে প্রীতি সেইখানেই স্মৃতি স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া পড়ে। যাহার প্রতি প্রীতি নাই, তাহার স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া সহজ নহে। সেই কারণে রাজস ও তামস প্রকৃতি লোকের ভক্তি রাজসী ও তামসীই হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীকপিলদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন। এইরূপ ভক্ত পৃথগ্‌ভাব, অর্থাৎ তাহার এইরূপ ভক্তিতে ইষ্টদেবের সুখচিন্তা হৃদয়ে না থাকিয়া স্বসুখসাধনরূপ পৃথক্ চিন্তাই বলবত্তর থাকে।

রাঘব – শাস্ত্রে বলিলেন "যেন কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।" অর্থাৎ যেকোনমতে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত করান কর্তব্য। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি ?

গুরুজী – যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি কথা বলা হইয়াছে তাহার ফল কেবল চিত্তশুদ্ধি বা মুক্তি। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।" গরুড়পুরাণের এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ। এসব সগুণা ভক্তির কথা। এই স্মৃতি নির্গুণা না হওয়ায় ইহাতে মহৎকৃপার আবশ্যকতা নাই। ইহা জীবের চেষ্টাসাধ্য। তাই ইহা ধর্মার্থকাম কিংবা খুব্ জোর মুক্তি দিতে পারে। অবশ্য মুক্তি পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। কারণ নিরপরাধ না হইলে মুক্তি পাওয়া যাইবে না।

একথা ভুলিলে চলিবে না যে, "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২।৪৮) ও "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৩২) সুতরাং মহৎকৃপাই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রবৃত্তি উদয়ের মূল কারণ। এই মহৎকৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তি হইবে না। মহৎকৃপা হইলেই ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্য লাভ করিয়া অপ্রাকৃত হইবে। সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি জাত হইয়া তাঁহার ভজনে স্বতঃ প্রবৃত্তি জাগিবে। তখন যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি, তাহা শুদ্ধভক্তিজনক। প্রীতিহীন অবস্থায় যে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি, তাহা চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির কারণ হইতে পারে, কদাপি ভক্তির কারণ হইবে না।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণভজনের যতসব উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন নহে, তাঁহার অংশ শ্রীনারায়ণেরই ভজন। শ্রীনারায়ণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভজনজনিত স্মৃতি চিত্তশুদ্ধিরই কারণ হইয়া থাকে। এবিষয়ে শ্রীভক্তিবিজ্ঞান "শাস্ত্রোপদেশ ও শ্রীগৌরহরির উপদেশের সঙ্গতি" প্রকরণে প্রাঞ্জলভাবে বোঝানো হইয়াছে।

আর্তিযুক্ত নামকীর্তনের প্রভাব

রাঘব – মৃত্যুসময়ে ভগবৎস্মৃতি না থাকিলেও পুত্রকে উপলক্ষ করিয়া কেবল 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণের দ্বারা অজামিল মুক্তি পাইল বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আপনি সব সময়ে শ্রীভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে রাখিতে উপদেশ দিতেছেন এবং স্মৃতিহীন শ্রবণ-কীর্তন ও অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গযাজন বৃথা বলিয়া বলিতেছেন। কোনটা ঠিক দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

গুরুজী – অজামিল নিরপরাধ ছিল। তাই মৃত্যু সময়ে পুত্রকে উপলক্ষ করিয়া তাহার উচ্চারিত 'নারায়ণ' নামদ্বারা নামাভাস হইয়াছিল। ইহা ভক্তি নহে। অতএব সে সাযুজ্যমুক্তি লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সে বিষ্ণুদূতরূপী মহদ্গণের শ্রীমুখ হইতে যমদূতগণের উদ্দেশ্যে কীর্তিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইল এবং তাহার ফলে তাহার ভক্তিবাসনা লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য তীব্র আত্মধিক্কারও জাত হইয়াছিল। অতএব সে নির্বেদগ্রস্ত হইয়া অনুক্ষণ আর্তিযুক্ত নামকীর্তনদ্বারা বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিয়াছিল। এস্থানে তা'র যে নামকীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান তাহাতে তাহার আর্তিযুক্ত আবেশ পরিপূর্ণরূপেই ছিল এবং সেই আবেশযুক্ত হইয়া সে এই মর্ত্য দেহত্যাগান্তে বৈকুণ্ঠের পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিল। সুতরাং নিরপরাধ হইয়া থাকিলে মৃত্যু সময়ে স্মৃতিহীন হইয়া কেবল নামোচ্চারণরূপ নামাভাস কিংবা যেকোন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানরূপ ভক্ত্যাভাসদ্বারা সংসারমুক্তি হয়। কিন্তু নিরপরাধ জীব বিরল কেন নাই বলিলেও চলে। ভগবদ্বিমুখ সংসারী জীবমাত্রে সকলেই অপরাধী। তাই তাহাদের পক্ষে নামাভাস বা ভক্ত্যাভাসের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধান। সেই কারণে শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন –

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।"

এখানে 'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ' হওয়ার কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। জীবিতাবস্থায় সর্বদা ভগবচ্চিন্তায় আবিষ্ট থাকিলে মৃত্যুসময়ে সেই ভগবৎস্মৃতির

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদয় হওয়া স্বাভাবিক এবং তাহার দ্বারা সংসারমুক্তিও সুনিশ্চিত। যে প্রীতিযুক্ত বা আর্তিযুক্ত না হইয়া কংস ও শিশুপাল ইত্যাদির ন্যায় সারাজীবন শত্রুরূপে সতত তাঁহার চিন্তা করিতে থাকে, সেও মৃত্যুসময়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে আর যে মহৎকৃপায় ভক্তিবাসনা লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি আর্তি ও প্রীতিযুক্ত হইয়া সতত তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাকে, সে মৃত্যুসময়ে আর্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার স্মরণ করিতে করিতেই দেহ ত্যাগ করিবে এবং সেই দেহত্যাগকালে সে শ্রীভগবানের দর্শনও লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে পারিবে। তজ্জন্য সর্বক্ষণ ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করাই সকল সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভজনসম্বন্ধে স্বীয় অযোগ্যতা অনুভব করিয়া যে জগাই-মাধাই ও গজপতি প্রতাপরুদ্রের ন্যায় সতত তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইবে, সে যে এই জন্মেই প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃ বিমুখ জীবমাত্রে ভক্তিসাধনের অযোগ্য। মহৎকৃপায় নিজের এই অযোগ্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া যাহার তীব্র অন্তর্দাহের উদয় হইয়াছে, সংসারের কোনই প্রতিবন্ধক তাহার প্রেমলাভের অন্তরায় হইতে পারে না এবং মৃত্যুসময়ে তাহার সেই আর্তিযুক্ত স্মরণহেতু সে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপার অধিকারী হইতে পারে বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬২তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ আর্তিযুক্ত জীবই সত্বর তাঁহার নিকটতর হইয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপার ভাজন হইবে।

মহৎকৃপাহীন ব্যক্তির পক্ষে ক্রমপন্থার আশ্রয়ই শ্রেয়স্কর

রাঘব – মহৎকৃপা বিনা ত ভক্তি হইবে না বলিয়া স্বয়ং শ্রীগৌরহরি শ্রীসনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছেন (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৩২)। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শ্রবণ-কীর্তন বা শ্রীবিগ্রহ অর্চনাদির বাহ্য আড়ম্বরে কি লাভ ? যাহার প্রতি মহৎকৃপা নাই, তাদৃশ ব্যক্তির এইসব অনুষ্ঠান ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থক নহে কি ?

গুরুজী – অবশ্য মহৎকৃপা বিনা কৃষ্ণভক্তি হইবে না, একথা সত্য। এস্থানে কৃষ্ণভক্তি অর্থ নির্গুণা ভক্তি। মহৎকৃপা নির্গুণা বলিয়া ইহা নির্গুণভক্তিলাভের একমাত্র কারণ। ইহা হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি হওয়ায় এই ভক্তি রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীবের চেষ্টাসাধ্য নহে। মহৎকৃপায় যাহার হৃদয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই হৃদয়েই ভক্তিবৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহাতে চেষ্টার কোন প্রশ্নই নাই। কিন্তু এই নির্গুণা ভক্তির গ্রাহক কয় জন বা হইতে পারে ? লক্ষ লক্ষ লোক কি কেবল শ্রীগৌরোপদিষ্ট শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিলেই এই নির্গুণা ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির অধিকারী হইয়া যাইবে ? না, তাহা অসম্ভব। অগ্নির সহিত নিবিড় সম্পর্কহেতু লৌহ যেরূপ অগ্নির তাদাত্ম্য লাভ করে অর্থাৎ অগ্নির দাহিকা শক্তি লাভ করে, সেইরূপ ভক্তমহতের নিরন্তর সঙ্গ ও কৃপায় জীব তাঁহার হৃদয়স্থিত ধন (হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি) লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। এই হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তির স্বরূপ হইল নিজের কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য তৎপর হওয়া। যাহার হৃদয় এই বৃত্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইবে, সেও সেইরূপ নিজের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ স্বার্থকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানেই তৎপর হইবে। ইহারই নাম নির্গুণা ভক্তি। "মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ" (শ্রীভা: ৩।২৯।১১) শ্লোকে যে 'অবিচ্ছিন্না মনোগতি'র কথা বলা হইয়াছে, তাহাই হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ অর্থাৎ মহৎকৃপায় যাহার ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তির তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে নিরবচ্ছিন্নভাবে সতত শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে মগ্ন থাকে। এইরূপ নির্গুণা ভক্তির অধিকারী জগতে বিরল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই প্রথমে এই নির্গুণা ভক্তিবিষয় নিজে আচরণ করিয়া জগদ্‌বাসীকে শিক্ষা দিলেন। তাঁহার চরিত ও শিক্ষা আলোচনা করিলে এইরূপ নির্গুণা বা রাগানুগা ভক্তি যে জীবচেষ্টার অতীত, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তবে মহৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অতি সহজ অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে। ইহাতে রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীবের সাধনচেষ্টার লেশমাত্রও আবশ্যকতা নাই। আজকাল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়া "স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥" শ্রীরূপপাদের রচিত 'শ্রীউপদেশামৃতে'র এই উক্তির অনুসরণে অভ্যাস করিয়া শ্রীমহামন্ত্র জপপূর্বক কেহ কেহ নিজকে রাগানুগা ভক্তির অনুশীলনকারী বলিয়া অভিমান করিতেছেন। শ্রীরূপপাদের এই উক্তি যে কেবল জাতরতি সাধকের জন্যই উদ্দিষ্ট ইহা না বুঝিয়া কর্মাধিকারী জীবের অভ্যাসপূর্বক মহামন্ত্র জপ (কর্মার্পণ) করিয়া প্রেমলাভের এইরূপ যে বৃথা আশা, তাহা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ রাগানুগা ভক্তি হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। ইহা অভ্যাসদ্বারা লভ্য নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি বা মমতাবোধকেই ভক্তি বলা যায়। চেষ্টা করিয়া বা অভ্যাস করিয়া কাহাকেও ভালবাসা যায় কী? ইহা যেরূপ সম্ভব নহে, সেইরূপ চেষ্টা করিয়া রাগানুগা ভক্তি করাও সম্ভব নহে। মাতার সন্তানের প্রতি প্রীতি ও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি প্রীতি হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। এইরূপ বৃত্তিলাভের জন্য কৃত্রিমভাবে যে চেষ্টা, তাহা সম্পূর্ণ হাস্যাস্পদ।

নির্গুণা ভক্তিতে প্রেম সহজলভ্য হইবে সত্য, কিন্তু তাহা যখন সম্পূর্ণরূপে মহৎকৃপাসাপেক্ষ এবং তাহাতে জীবের সামান্যতম অধিকারই নাই, তখন তাহার প্রাপ্তির জন্য কৃত্রিমভাবে চেষ্টা না করিয়া শাস্ত্রোক্ত ক্রমপন্থায় চলাই শ্রেয়স্কর।

যে মহৎকৃপার মাহাত্ম্য জানে না কিংবা যাহার প্রতি মহৎকৃপা হয় নাই, তাহার পক্ষে স্মার্তগণের ন্যায় কর্মফল আত্মসাৎ করিবার পরিবর্তে শ্রীবিষ্ণুর আদেশজ্ঞানে কর্তব্যবুদ্ধিতে বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করাই সঙ্গত। এইরূপ উপদেশ শ্রীভা: ১১।২০।১০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে দিয়াছেন। ইহাকে নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ বলা হয়। এইরূপ কর্মার্পণের ফলে সাধক স্বর্গে কিংবা নরকে যায় না। নিষ্পাপ ও ভোগবাসনাশূন্য হইয়া এই সংসারেই ভ্রমণ করিতে থাকে। এই সময়ে জ্ঞানিমহতের সঙ্গ লাভ হইলে সে জ্ঞান সাধন করিয়া সাযুজ্যমুক্তি লাভ করে। ইহা সাত্ত্বিকীরূপা সগুণা ভক্তি। দৈবক্রমে ভক্তমহতের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়াগেলে সে কর্তব্যবুদ্ধিতে যে নৈষ্কর্ম্যকাম কর্মার্পণ করিত তাহা ভক্তিমাত্রকাম (কেবল শ্রীভগবানের প্রীতিকামনাযুক্ত) কর্মার্পণে পরিণত হইয়া যায়। ইহাই শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির পূর্বাঙ্গ। অন্য কোন ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া কেবল মহৎকৃপাকাঙ্ক্ষা করিয়া সর্বভূতাদরপূর্বক এইরূপ কর্মার্পণ করিলে ক্রমশঃ মহৎকৃপায় শুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তির সাধনযোগ্যতা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। ইহাই হইল শাস্ত্রকথিত সর্বোৎকৃষ্ট ক্রমপন্থা।

মহৎকৃপা স্বতন্ত্রা। ইহা কখন যে কাহার প্রতি হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। মহাপাপী ও মহাঅপরাধীর প্রতিও মহতের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়া যাইতে পারে। কর্মার্পণ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলেই যে মহৎকৃপা অবশ্য লাভ হইবে, তাহাও নহে। তবে এইরূপ কর্মার্পণের সময়ে মহৎকৃপার জন্য যে ব্যাকুল হইবে, সে মহৎকৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধারণ কর্মাধিকারী জীবের বাসনা পূরণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭।১৬) "চতুর্বিধা ভজন্তে মাম্" শ্লোকে সকামা সগুণা ভক্তির উপদেশই দিয়াছেন। কারণ জগদ্বাসী বিমুখ জীবমাত্রেই স্বসুখকামী। তাহাদিগকে কামনা ত্যাগের উপদেশ দিলে তাহারা সহসা তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। সেই কারণে আর্ত – রোগাদি পীড়িত কিংবা দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অর্থার্থী – ইহজগতের সুখ ও পরজগতের স্বর্গাদি সুখকামী, জিজ্ঞাসু – আত্মজ্ঞানার্থী ও জ্ঞানী – সাযুজ্য মুক্তিকামী – এই চারিপ্রকার বাসনাবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁহাকেই (অন্য দেবদেবীকে নহে) ভজন করিতে উপদেশ দিলেন। উক্ত চারিপ্রকার ব্যক্তির মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী হইলেন সকাম ও জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী হইলেন মুক্তিকাম।

এইপ্রকার উপাসক ধ্রুব কিংবা গজরাজ ইত্যাদির ন্যায় তীব্র আর্তিযুক্ত হইলেই শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে তাহার বাসনা পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে আর বাসনার পুনরুৎপত্তির সুযোগ দেন না। তখন সে নিষ্কামভাবে শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়া বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্যোত্তরা মুক্তি পায়। ইহাই অন্য দেবতাগণ হইতে কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বিশেষ মাহাত্ম্য। নিম্নাধিকারীর (কর্মাধিকারীর) জন্য ইহাও একটি পন্থা। সকলেই ত প্রেমলাভরূপ সর্বোত্তম পন্থার আশ্রয় লইতে পারিবে না। অতএব এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অর্থাৎ সকাম কর্মার্পণ করিয়া মুক্তি লাভ করা তাহাদের অধিকারোচিত সাধন। এইরূপ সকাম ভক্ত যদি অজ্ঞ ও তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ধ্রুবাদির ন্যায় ভগবৎ কৃপায় মহতের সঙ্গ ও তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয়ীও হইতে পারে।

অবশ্য সকলপ্রকার সকাম সাধক যে কামনা পূরণের উদ্দেশ্যেও অন্য দেবতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিতে পারিবে, ইহা নহে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ "সুকৃতিনঃ" শব্দটি শ্রীগী: ৭।১৬ শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছেন। "সুকৃতিনঃ" শব্দের অর্থ শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীপাদ 'পুণ্যকারী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদের মতে যাহারা শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্মযাজী অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে শুদ্ধভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিয়াছেন, তাহারাই "সুকৃতিনঃ"। এইরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম পালনকারী ব্যক্তিকে পুণ্যকারীও বলা যায়। এইরূপ ব্যক্তিগণেরই স্বীয় কামনাপূরণের উদ্দেশ্যে কেবল শ্রীবিষ্ণুর উপাসনায় মতি হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাস্ত্রে যে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ হইলেন মহাপুরুষ অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরাব্ধিশায়ী বিষ্ণু। ইহাদিগকে নারায়ণও বলাযায়। ইঁহারা মায়াসঙ্গী বলিয়া জীবের প্রাকৃতেন্দ্রিয়দ্বারা অনুষ্ঠিত সকামা বা সগুণা ভক্তি ইঁহাদের নিকটেই পৌঁছায় এবং ইঁহারাই ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষরূপ ভক্তের বাঞ্ছিত ফল দিয়া থাকেন। মহৎকৃপায় যাহাদের ইন্দ্রিয় হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল তাহারাই ধর্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছাশূন্য হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট রাগমার্গীয় ভজনপদ্ধতির আশ্রয় লইয়া থাকেন। ইহাদেরই ভক্তি তুরীয় (মায়াসম্বন্ধশূন্য) শ্রীকৃষ্ণের নিকট পৌঁছায় এবং এই মহাভাগ্যবান্ সাধকগণ প্রেমলাভের অধিকারী হন। এ বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীভক্তিবিজ্ঞানে (২০৫ পৃষ্ঠায়) প্রদত্ত "শাস্ত্রোপদেশ ও শ্রীগৌরহরির উপদেশের সঙ্গতি" প্রকরণ আলোচনা করিতে পার।

মহৎকৃপালাভের পূর্বে জীবের ইন্দ্রিয় রজস্তমোগুণাবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত থাকে। এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে যে সাধন, তাহা সাধারণতঃ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে। তজ্জন্য তাহা কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল মহৎকৃপালাভের পরিপন্থী।

ভক্তিলাভসম্বন্ধে মহৎকৃপার অত্যাবশ্যকতার কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার অপ্রাপ্তিজনিত অভাববোধহেতু যে অন্তর্দাহ ও তজ্জনিত শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যে ব্যাকুল ক্রন্দন, তাহাই মহৎকৃপালাভের একমাত্র উপায়। যে অসমর্থ, তাহার ক্রন্দন ব্যতীত আর কি বা উপায় আছে? শিশুর মা'কে বশীভূত করিবার, অবলার পুরুষকে বশীভূত করিবার ও দুর্বলের সবলকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায় হইল ক্রন্দন।

সুতরাং যাহার প্রতি মহৎকৃপা হয় নাই সে হতাশ না হইয়া শাস্ত্রোক্ত ক্রমপন্থার আশ্রয় করাই তাহার অধিকারোচিত সাধন। এইপ্রকার কর্মার্পণকারী সাধুসঙ্গে থাকিয়া ভগবৎকথা আলোচনা করিতে করিতে যখন মহৎকৃপার অদ্ভুত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখন সে কেবল এই মহৎকৃপালাভ উদ্দেশ্যেই কর্মার্পণ করিবে। কারণ মহৎকৃপাই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবাসনা জাত করাইবার একমাত্র মাধ্যম। আবার এই সময়ে যে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবে, সে শ্রীগৌরানুগ মহতের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ডাকিবে। তাহার এই আর্তিই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে। তাঁহারা তাহার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়া তাঁহাদের ভজনকারী মহতের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ করাইয়া দিবেন এবং সেই মহতের কৃপায়ই সে স্বীয় স্বার্থকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানচেষ্টায় সতত বিভোর হইয়া থাকিতে পারিবে। ইহাই ভক্তিসাধকের ক্রমপন্থায় সাধনে অগ্রগতি করিয়া প্রেমলাভ করিবার একমাত্র উপাদেয় পন্থা।

অন্তর্দাহ কী ?

রাঘব – আপনি সব সময় অন্তর্দাহের উপর গুরুত্ব দিতেছেন। সেই অন্তর্দাহের বিষয়ে একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরুজী – অন্তর্দাহ বলিতে কি বোঝায়, প্রথমে সে বিষয়ে তোমাকে বলিতেছি। প্রথম কথা হইল বাসনা। হৃদয়ে বাসনা না জাগিলে কোন কার্যের প্রেরণা পাওয়া যায় না। বাসনা জাগিলেই বাসনানুরূপ কার্য করিবার প্রেরণা স্বতঃ জাগ্রত হয়। যে অন্তর্দাহের কথা আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহার উদ্দেশ্য অনেক প্রকার হইতে পারে। এই জগতে ধন, স্ত্রী কিংবা অন্য কোন পার্থিব বস্তুপ্রাপ্তির জন্য মনে বাসনা জাগিলে বিবিধ চেষ্টাসত্ত্বেও যদি তাহা না পাওয়া যায় তবে তজ্জন্য অভাববোধ জাত হয়। সেই অভাববোধ তীব্র হইলে তাহা উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়। উৎকণ্ঠা তীব্র হইলে অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেই অন্তর্দাহহেতু উদ্দিষ্ট বস্তুর স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া ফেলে এবং পরিশেষে ইহা ব্যাকুল ক্রন্দনের রূপ ধারণ করে। সেইরূপ মহৎকৃপায় যাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনার উদয় হইয়াছে, ভক্তিলাভ বিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহার হৃদয়ে তীব্র অভাববোধ জাত হয়। এই অভাববোধের প্রাবল্য হইতে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয় এবং উৎকণ্ঠা তীব্র হইলে অন্তর্দাহের উদয় হয়। সেই অন্তর্দাহহেতু ইষ্টদেবের স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়কে মথিত করিয়া দেয়। তখন সে স্বতঃ ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়া ইষ্টদেবকে আহ্বান করে। সেই আহ্বান বা নামকীর্তনে তাহার অবিচলিত আবেশ থাকা স্বাভাবিক। ইহা হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের বৃত্তি বলিয়া ইহাতে প্রাকৃত রজস্তমোগুণজনিত বিক্ষেপ বা লয়ের স্থান থাকে না। তখন সাধক বিক্ষেপহীনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া অনুক্ষণ অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনে এই অন্তর্দাহ ও তদ্‌জনিত ব্যাকুল ক্রন্দনেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বময় ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত ভালবাসাই রাগমার্গীয় ভক্তির একমাত্র লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সন্তোষবিধানই তাঁহাকে ভালবাসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। ইহাতে মস্তিষ্কের কোন ক্রিয়া নাই। তাই ইহার জন্য কোন সাধনচেষ্টার আবশ্যকতা নাই। উপযুক্ত ভূমিকা অর্থাৎ জাতরতি ভূমিকায় গেলে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে।

অন্তর্দাহই ভক্তি

সন্তান জন্ম হওয়া মাত্রে যেরূপ মা'র তাহার প্রতি স্নেহ স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে এবং বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর স্ত্রীর প্রতি ও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি প্রীতি স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে, তজ্জন্য জ্ঞান অর্জনের কিংবা কোন চেষ্টার আবশ্যকতার লেশমাত্রও থাকে না, ভক্তি সেইরূপ জাতরতি ভূমিকায় স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে।

জীবমাত্রে সকলেই কর্মাধিকারী। কর্মভূমিকায় রজস্তমোগুণের প্রাধান্য থাকে। কাজেই সেই ভূমিকায় ভক্তি করিলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সুখবাঞ্ছা থাকিলেও তাহা স্বসুখাত্মকই হইয়া থাকে। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। রাগমার্গীয় ভক্তি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। ইহাতে সাধকের কোন স্বার্থ নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই উদ্দিষ্ট। জাতরতি ভূমিকায় কেবল হ্লাদিনীশক্তির প্রেরণাতেই ইহা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে।

এই জগতেও দেখাযায় যে, যে ভোগ্যবস্তুর প্রতি মনুষ্যের প্রীতি থাকে, তাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত পাওয়া গেলেও তাহাতে কখনও তৃপ্তি হয় না বরং উক্ত বস্তুপ্রাপ্তির অভাববোধ সর্বক্ষণ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। ইহা বস্তুর প্রতি প্রীতিরই লক্ষণ। সেইরূপ রাগমার্গীয় ভক্তিতে প্রীতির পাত্রের সাধ্যাতীত সেবা করিলেও কখনও তৃপ্তি আসে না বরং তাহার কোন সেবা করা হইল না বলিয়া অভাববোধ সর্বদা হৃদয়ে জাত হইয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিতে থাকে এবং সেই অভাববোধ ক্রমশঃ অন্তর্দাহে পরিণত হইয়া যায়।

ইহা হইল জাতরতি ভূমিকার কথা। অজাতরতি কর্মাধিকারীর সাধনেও সেইরূপ অন্তর্দাহের আবশ্যকতা অপরিহার্য। মহৎকৃপায় যাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাত হইয়াছে, সে কিরূপে শ্রীগুরুদেবের উপদেশকে অক্ষরে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অক্ষরে পালন করিবে ও ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানে কিরূপে ব্রতী হইতে পারিবে, সেই চিন্তা তাহার হৃদয়ে সর্বদা বলবত্তর থাকে। সে যখন বুঝিতে পারে যে, পূর্ব দুরন্ত অপরাধহেতু হৃদয়ে সর্বদা স্বসুখবাসনা জাত হইয়া পরদোষদর্শন প্রবলভাবে হইতেছে, শরণাগতির দিকে মন যাইতেছে না এবং তজ্জন্য কোন চেষ্টাও কার্যকারী হইতেছে না, তখন সাধনসম্বন্ধে তাহার স্বীয় অযোগ্যতার অনুভূতি জাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র অভাববোধের সৃষ্টি হয় এবং সেই অভাববোধ হইতে ক্রমশঃ অন্তর্দাহ জাত হয়। এই অন্তর্দাহ যাহার জাত হইয়াছে অতি সত্বরই সাধনের উন্নত সোপানে গিয়া প্রেমলাভ করা তার পক্ষে সুনিশ্চিত।

সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের প্রার্থনায় ক্রন্দনের প্রাধান্য

সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রার্থনায় ক্রন্দনকে বিশেষ স্থান দিয়াছেন।

শ্রীযামুনাচার্যের রচিত 'স্তোত্ররত্নে' ক্রন্দনের বিষয়ে এইরূপ পরিদৃষ্ট হয় –

"ন নিন্দিতং কর্ম তদস্তি লোকে
সহস্রশো যন্ন ময়া ব্যধায়ি।
সোঽহং বিপাকাবসরে মুকুন্দ
ক্রন্দামি সম্প্রত্যগতিস্তবাগ্রে ॥"

(স্তোত্ররত্ন-২০)

এই শ্লোকের পদ্যানুবাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ করিয়াছেন –

"হেন দুষ্ট কর্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্র বার হরি।
সেইসব কর্মফল, পে'য়ে অবসর-বল,
আমায় পিশিছে যন্ত্রোপরি ॥
গতি নাই দেখি আর, কান্দি হরি অনিবার,
তোমার অগ্রেতে এবে আমি।
যা' তোমার হয় মনে, দণ্ড দেও অকিঞ্চনে,
তুমি মোর দণ্ডধর স্বামী ॥
ক্লেশভোগ ভাগ্যে যত, ভোগ মোর হউ তত,
কিন্তু এক মম নিবেদন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে যে দশা ভোগি আমি, আমাকে না ছাড় স্বামি !
ভক্তিবিনোদের প্রাণধন ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের রচিত পদাবলীতেও ক্রন্দন ও আত্মধিক্কারের প্রাধান্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়।

(১)

"গৌরাঙ্গ বলিতে হ'বে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথপদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি ॥
রূপ-রঘুনাথপদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(২)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
কৃপা করি' সবে মেলি করহ করুণা।
অধম পতিত জনে না করিহ ঘৃণা ॥
এ তিন সংসার মাঝে তুয়া পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে – গতি নাহি আর ॥
সে পদ পা'বার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুল হৃদয়ে সদা করিয়ে ক্রন্দনে ॥
কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ ॥
তুমি ত দয়াল প্রভু ! চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

(৩)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিত-পাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পায়া কাঁদে নরোত্তম দাস॥

(৪)

গৌরাপহুঁ না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত পদাবলীতে ক্রন্দনের উল্লেখ বহুস্থানে দেখাযায়। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল –

গুরুদেব !
কৃপাবিন্দু দিয়া কর' এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে বল দিয়া কর
নিজ-মানে স্পৃহাহীন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকলে সন্মান করিতে শকতি
দেহ নাথ ! যথাযথ।
তবে ত' গাইব হরিনাম সুখে
অপরাধ হ'বে হত ॥
কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ !
শক্তিবুদ্ধিহীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাথ ॥
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর ॥

শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুর "কার্পণ্যপঞ্জিকাস্তোত্রে" তাঁহার আত্মধিক্কার জনিত যে তীব্র আর্তি ও ব্যাকুল ক্রন্দনের কথা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করা মাত্রে হৃদয় স্বতঃই বিগলিত হইয়া যায়। তাহার বাংলা পদ্যানুবাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ করিয়াছেন –

আমি অতি দীনমতি, ব্রজকুঞ্জে নিবসতি,
রাধাকৃষ্ণ-যুগলচরণে।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ, ছাড়ি' সব লোক লাজ,
নিবেদিব যত আছে মনে ॥
*** *** ***
আমি অতি মন্দমতি, করি হে কাকুতি-নতি
নিষ্কপটে এ প্রার্থনা করি।
বৃন্দাবন-অধীশ্বর তুমি কৃষ্ণ প্রাণেশ্বর,
তুমি রাধে ব্রজবনেশ্বরী ॥
তোমাদের কৃপা পাই, এরূপ যোগ্যতা নাই,
যদিও আমার ব্রজবনে।
দুঁহে মহাকৃপাময়, জানি' কৈনু পদাশ্রয়,
কৃপা কর এ অধম জনে ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কেবল অযোগ্য নহি, অপরাধী আমি হই,
তথাপি করহ কৃপা দান ॥
লোকে কৃপাবিষ্ট জন, ক্ষমে অপরাধগণ,
তুমি দুঁহে মহাকৃপাবান্ ॥
কৃপাহেতু ভক্তিসার, লেশাভাস নাহি তা'র,
কৃপা-অধিকারী নহি আমি।
দুঁহে মহালীলেশ্বর, হয়া সেই লীলাপর,
কৃপা কর ব্রজজনস্বামি ॥
সুদুষ্ট অভক্ত জনে, শিবাদি দেবতাগণে,
প্রসন্ন হইল কৃপা করি'।
মহালীল সর্বেশ্বর, দুহুঁ মম প্রাণেশ্বর,
দয়া কর দোষ পরিহরি ॥
অধমে উত্তম মানি মূঢ় বিজ্ঞ-অভিমানী
দুষ্ট হয়া শিষ্ট-অভিমান।
এই দোষে দোষী হয়া, গেল চিরদিন বয়া,
না করিনু ভজন-বিধান ॥
ভক্তি-লবমাত্রে ক্ষয়, সর্ব অপরাধ হয়,
ক্ষমাশীল দুহেঁর কৃপায়।
এই আশা মনে ধরি', চরণে প্রার্থনা করি,
শোধ দোষ ক্ষমিয়া আমায় ॥
সাধন-সম্পত্তিহীন, ওহে এই জীব দীন,
অতিকষ্টে ধৃষ্টতার ছার।
দুঁহু-পাদ-নিপতিত, প্রার্থনা করয়ে হিত,
প্রসন্নতা হউক দোঁহার ॥
দন্তে তৃণ ধরি' হায়, কান্দিতেছে উভরায়,
এই পাপী কম্পিত-শরীর।
'হা নাথ, হা নাথ বলি', হয়ে আজ কৃতাঞ্জলি,
প্রসাদ অর্পিয়া কর স্থির ॥
এ দুর্ভাগা 'হা হা' স্বরে, প্রসাদ প্রার্থনা করে,
অনুতাপে গড়াগড়ি যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে রাধে ! হে কৃষ্ণচন্দ্র ! শুন মম কাকুবাদ,
তুহুঁ কৃপা বিনা প্রাণ যায় ॥
ফুৎকার করিয়া কাঁদে, 'আহা আহা' কাকুনাদে,
বলে – হও প্রসন্ন আমায় ।
এই ত অযোগ্য জনে, কৃপা কর নিজ-গুণে,
করুণাসাগর রাখ পায় ॥
মুখেতে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া, উচ্চৈঃস্বরে আর্ত হয়া,
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, নাথ !
করুণা-কণিকাদানে, রক্ষা কর মোর প্রাণে,
কর এই দীনে আত্মসাথ ॥
এই তব মূঢ়জন, দীনবাক্যে সক্রন্দন,
প্রার্থনা করয়ে দৃঢ়মনে ।
হে করুণা-সুনিধান, অনুগতি কর দান,
করুণোর্মিচ্ছটা ব্রজবনে ॥

রাঘব, প্রার্থনা এইরূপ হওয়াই দরকার। নিজের তীব্র অযোগ্যতার অনুভূতি ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টদেবের পরমোদারতার কথা হৃদয়ে উদিত হইয়া যখন হৃদয়কে মথিত করিবে, তখন হৃদয়ে তীব্র আর্তি জাত হইয়া ক্রন্দন স্বতঃই উদিত হইবে। বস্তুপ্রাপ্তির জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা থাকিলেই এইরূপ অবস্থা হইবে। শ্রীরূপপাদের লেখা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয়। তাঁহার এই যে কার্পণ্যপঞ্জিকা রচনা, ইহা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপ্রাপ্তির জন্য অন্তরে তাঁহার যে তীব্র লালসা ও তজ্জনিত যে অন্তর্দাহ, তাহারই পরিপ্রকাশ। সুতরাং রাগমার্গীয় ভক্তিতে অন্তর্দাহের যে একটি বিশেষ স্থান আছে, তাহা অনস্বীকার্য। এই অন্তর্দাহই অনতিবিলম্বে ভক্তবৎসল ও প্রণতকরুণ শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে প্রার্থনাকারীর প্রতি কৃপোন্মুখ করাইবে। ইষ্টদেবের কৃপাপ্রাপ্তির এই সহজ উপায়টি জানিতে পারিলে এবং তদনুযায়ী কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিলে এই জন্মেই সাধক তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারিবে।

শ্রীগৌরহরির আচরণে অন্তর্দাহের স্থান

এই অন্তর্দাহের কথাই শ্রীগৌরহরির ও তদনুগ গোস্বামিবর্গের শিক্ষা ও আচরণে পরিস্ফুট হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে লীলাসংগোপন পর্যন্ত শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধাভাববিভাবিত হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণবিরহে যেরূপ ব্যথিত হইতেন এবং তজ্জনিত তাঁহার হৃদয়ে যে অন্তর্দাহের উদয় হইত শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা করিলে তাহা জানা যায়।

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া গয়া হইতে ফিরিবার পর শ্রীগৌরহরিতে যে আবেশ ও যে ক্রন্দনের পরিপ্রকাশ হইয়াছিল, তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝোরে ঝরয়ে দুই কমল-নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
'কৃষ্ণ' বলি' কাঁদিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেমজলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি' প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর॥
** ** ** ** ** **
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥
** ** ** ** ** **
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি প্রভু করেন ক্রন্দন।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন॥
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' বোলয়ে ঠাকুর।
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥
সর্ব-অঙ্গে মহাকম্প-পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত॥
সর্ব অঙ্গে ধাতু নাহি হইলা মূর্চ্ছিত।
কথোক্ষণে বাহ্যদৃষ্টি হৈলা চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কাঁদিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে ভক্তি দেখিলুঁ আমি তাঁহার নয়নে।
তাহাকে মনুষ্য-বুদ্ধি নাহি আর মনে॥"
(শ্রীচৈ:ভা: মধ্য ১।২৯-৩২, ৪২, ৪৪-৪৫, ৬৫-৬৮)

শ্রীনবদ্বীপ লীলায় দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে শ্রীগৌরহরি যেরূপ অধিকাংশ সময়ে শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিতে আবিষ্ট থাকিতেন এবং সেই আবেশহেতু তাঁহার যে ক্রন্দন, যে মূর্চ্ছা ও অঙ্গে যে পুলকের উদয় হইত উপর্যুক্ত পয়ারসমূহ হইতে তাহা জানা যায়।

"যে ভক্তি দেখিলু আমি তাঁহার নয়নে" – এই পয়ারে তাঁহার চক্ষুতে ভক্তি দেখিবার কথা শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন। চক্ষু হইতে কিরূপে ভক্তি নিরূপণ করা যাইবে ? 'চক্ষু হইতে' বলিবার উদ্দেশ্য চক্ষু হইতে বিগলিত অশ্রু হইতে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব অশ্রু বা ক্রন্দনই ভক্তি বলিয়া শ্রীগৌরহরির আচরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সন্ন্যাস নেওয়ার পর পুরীতে অবস্থানের সময় তিনি গম্ভীরায় (শ্রীরাধাকান্ত মঠে) থাকিতেন। একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া সারারাত্রি না শুইয়া উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহার অন্তর্দাহ এরূপ সীমায় পৌঁছিল যে, তিনি ঘোর উদ্‌বিগ্ন হইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যেই গম্ভীরা হইতে বাহিরে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার গাঢ় আবেশের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত উদ্‌বেগ এরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। সুতরাং দরজা খুলিতে গিয়া তিনি তাহা না পাইয়া দেওয়ালে তাহার মুখ ও নাক ঘর্ষণের ফলে রক্তের ধারা বহিতে লাগিল এবং তিনি অস্বাভাবিকভাবে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিলেন। গম্ভীরার বাহিরে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী ও শ্রীগোবিন্দ শুইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া তাঁহারা উঠিয়া পড়িলেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়া গম্ভীরা ভিতরে গিয়া মহাপ্রভুর এ অবস্থা দেখিয়া খুব ব্যথিত হইলেন। ইহা কিরূপে হইল বলিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলিলেন – "উদ্‌বেগহেতু ঘরের ভিতরে থাকিতে না পারিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দরজা খুঁজিয়া পাইলাম না। এই দরজা খুঁজিতে গিয়াই দেওয়ালে নাক ও মুখের ঘর্ষণ ফলে এইরূপ হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণবিরহহেতু শ্রীগৌরহরির আবেশ সময়ে সময়ে এরূপ গাঢ় হইত যে, সেই কারণে তাঁহার ইন্দ্রিয়ে নানাপ্রকার অলৌকিক ভাববিকার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশিত হইত। তাঁহার আবেশের তিনপ্রকার অবস্থা হইত। প্রথম হইল গাঢ় আবেশ। এই আবেশহেতু নানাপ্রকার অদ্ভুত ভাববিকারও তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত। এই আবেশ কিছু কমিলে তাহাকে অর্ধবাহ্য অবস্থা বলা হইত। আবেশ যখন সম্পূর্ণরূপে দূর হইত, তখন তাহাকে নিপট বাহ্য অবস্থা বলা যাইত। ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতি হেতু অনুক্ষণ তাঁহার গাঢ়স্মৃতিই আবেশের জননী। সেই আবেশাবস্থায় বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পাইত এবং কেবল ইষ্টদেবের স্মৃতিই হৃদয়ে বলবত্তর থাকিত। বস্তুতঃ এই গাঢ় আবেশই প্রত্যেক রাগমার্গীয় ভক্তিকামীর কাম্য হওয়া উচিত। কারণ ইহারই অন্য নাম প্রেম। এই অবস্থায় দেহ বা তৎসম্বন্ধীয় বস্তুর সামান্যতম স্মৃতিও হৃদয়ে থাকে না। সে অবস্থায় সংসারদুঃখ জীবকে স্পর্শ করিবে বা কিরূপে ? অতএব তখন সংসার হইতে মুক্তিলাভের জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টার আবশ্যকতাই থাকে না। সংসার অর্থাৎ স্বসুখবাসনা স্বতঃই দূর হইয়া যায়। ইহাই হইল অন্তর্দাহজনিত আবেশের অপরিমেয় ফল। অবশ্য এই ফল গৌণ। প্রেমই ইহার মুখ্য ফল।

শ্রীকৃষ্ণবিরহহেতু শ্রীগৌরহরি সময়ে সময়ে এরূপ উন্মাদগ্রস্ত হইতেন যে, তিনি কি করিতেন এবং কি বলিতেন তাহা আদৌ জানিতে পারিতেন না।

তিনি শ্রীগরুড়স্তম্ভের পিছনে দাঁড়াইয়া প্রতিদিন শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিতেন। একদিন দর্শন করিবার সময়ে প্রবল ভিড়হেতু একজন উড়িয়া স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া একটি পদ গরুড়স্তম্ভে ও আর একটি পদ শ্রীগৌরহরির স্কন্ধের উপর রাখিয়া দর্শন করিতেছিল। ইহা দেখিয়া গোবিন্দ মহা ব্যথিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্ত্রীলোকটিকে নীচে নামিতে বলিল। কিন্তু তাহাকে নীচে নামিতে না বলার জন্য শ্রীগৌরহরি গোবিন্দকে এইরূপ বলিলেন –

“আদিবশ্যা এই স্ত্রীকে না কর বর্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥”

গোবিন্দের কথায় উক্ত স্ত্রীলোকটি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়া শ্রীগৌরহরির পদবন্দনা করিল। তাহার আর্তি দেখিয়া শ্রীগৌরহরি বলিলেন – “জগন্নাথ আমাকে এইরূপ আর্তি দিলেন না! ইহার তনু, মন ও প্রাণ শ্রীজগন্নাথে এরূপ আবিষ্ট আছে যে, সে যে আমার স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা জানিতে পারে নাই। এ মহাভাগ্যবতী। আমি ইহার পদবন্দনা করিতেছি। ইহার কৃপায় শ্রীজগন্নাথে ইহারই মত আর্তি যেন আমার হয়।”

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরির এই উক্তিতে ভক্তভাবে ভক্তোচিত অথবা শ্রীকৃষ্ণ-বিরহবিধুর-গোপীভাবোচিত দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার এই আচরণ হইতে স্পষ্ট সূচিত হয় যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর ভক্তের দৈন্য, অমানিত্ব ও মানদত্ব স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কেহ চেষ্টা করিয়া কদাপি এইরূপ দীনতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব লাভ করিতে পারে না।

শ্রীগৌরহরি শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ রায়কে শ্রীনাম-কীর্তনের প্রণালী বলিতে গিয়া যে আটটি শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহা শিক্ষাষ্টকনামে কথিত। কিরূপে গাঢ় আবেশ ও তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীনাম-কীর্তন করিতে হইবে, সেই আটটি শ্লোক আলোচনা করিলে তাহা জানা যায়।

প্রথম শ্লোকে আনন্দাম্বুধিবর্ধন ও প্রতিপদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদনের কথা বলিয়াছেন। নাম-কীর্তনে গাঢ় আবেশ না হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। তারপর দ্বিতীয় শ্লোকে নামীর ন্যায় নাম সর্বশক্তিসম্পন্ন হইলেও এইরূপ নামে অনুরাগ না হওয়া চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়া মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা শ্রীনামকীর্তনসময়ে এই অযোগ্যতা অনুভূত হইয়া অন্তর্দাহের সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক বলিয়া শিক্ষা দিলেন। তৃতীয় শ্লোকে তৃণ হইতে সুনীচ ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া শ্রীনামকীর্তন করা উচিত – এইরূপ উক্তিদ্বারা সেই সুনীচতা ও সহিষ্ণুতা হৃদয়ে জাত হইতেছে না বলিয়া অনুভব করিয়া তজ্জনিত অন্তর্দাহে জর্জরিত হইয়া কবে সেই সুনীচভাব ও সহিষ্ণুতা হৃদয়ে জাত হইবে, সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণপূর্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থ শ্লোকে হৃদয় হইতে যাবতীয় অন্যাভিলাষ দূর করিয়া কেবল ঐকান্তিকী ভক্তি কামনাপূর্বক শ্রীহরিনামগ্রহণের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে নিজের মায়াবদ্ধতা কথা চিন্তা করিয়া তজ্জনিত অনুশোচনায় ব্যথিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের দাস্যলাভের জন্য প্রার্থনাপূর্বক শ্রীহরিনামগ্রহণের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যষ্ঠ শ্লোকে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুলভাবে শ্রীনাম-কীর্তন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সপ্তম শ্লোকে "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎসর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।" বলিলেন। ইহার পদ্যানুবাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এইরূপ করিয়াছেন –

"উদ্‌বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগসম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥"
(শ্রীচৈ:চ: অন্ত্য ২০।৩১-৩২)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত উদ্‌বেগহেতু খুব অল্প সময়ও একটি যুগের মত বোধ হইতেছে, বর্ষাধারার ন্যায় চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রুধারা বর্ষিত হইতেছে। ত্রিভুবন শূন্য বোধ হইতেছে। তুষানলের তাপের ন্যায় অন্তর্দাহজনিত তাপে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে কিন্তু প্রাণ যায় না। 'তুষানল' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তুষের আগুনের যেরূপ বাহিরে কোন শিখা দেখা যায় না কিন্তু ভিতরে খুব প্রবল উত্তাপ থাকে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীগৌরহরির হৃদয় সর্বক্ষণ দগ্ধ হইত কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইত না।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ও সেবালাভের বাসনা শ্রীগৌরহরির হৃদয়ে এরূপ তীব্র হইত যে, তজ্জনিত অভাববোধহেতু সর্বক্ষণ হৃদয়ে তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইত। এই তীব্র অন্তর্দাহকে তুষের আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

তারপর অষ্টম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখ সম্পাদনের জন্য কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমি শ্রীকৃষ্ণের পদদাসী। তিনি আমাকে যেরূপভাবে রাখুন না কেন তিনিই আমার প্রাণনাথ। নিজের সমস্ত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করাই আমার একমাত্র ধর্ম।

এই বিচার রাগমার্গীয় ভক্তির প্রাণ। প্রীতির ধর্ম এই যে, প্রীতির পাত্রের যতই সেবা কর না কেন তাহাতে কখনও তৃপ্তি আসে না। সেরূপ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নিজের কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। প্রাণপ্রিয় প্রভুর সেবা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করিতে পারিলাম না বলিয়া যে তীব্র অভাববোধ, তাহা হইতেই অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার সেই অন্তর্দাহই ইষ্টদেবের প্রতি আবেশকে কোটিগুণিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল ক্রন্দনের রূপ ধারণ করে।

তারপর শ্রীগৌরহরি নিজেই বলিয়াছেন –

"প্রেমধন আর্তিবিনে না পাই কৃষ্ণেরে।"
(শ্রীচৈ:ভা: মধ্য ৯।১০০)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমতা ও তাঁহার সেবাপ্রাপ্তির অভাববোধজনিত আর্তি বা ক্রন্দনই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আচরণে প্রদর্শিত অন্তর্দাহ

একদিন শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শ্রীনবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণবতাবিষয়ে শ্রীমুকুন্দদত্ত ভালভাবেই জানিতেন। তিনি শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে বলিলেন যে, একজন বৈষ্ণব আসিয়াছেন, চল তাঁহার দর্শন করি। শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহা আনন্দে তাঁহার সঙ্গে গেলেন। তিনি গিয়া দেখেন যে, শ্রীবিদ্যানিধি একটি সুসজ্জিত খট্বায় বসিয়া পান খাইতেছেন, পাশে পিকদানি রাখা হইয়াছে, তিনি পান খাইয়া দর্পণে তাঁহার ওষ্ঠ দেখিয়া হাসিতেছেন। এরূপ সুগন্ধি তৈল মাখিয়াছেন যে, সমস্ত ঘর সুগন্ধে ভরপূর। চেহারাও রাজপুত্রের মত। দুইপাশে দুইজন লোক ময়ূরপাখা ধরিয়া বাতাস করিতেছে। তাঁহার এই বিষয়িবেশ দেখিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের মনে তাঁহার বৈষ্ণবতার বিষয়ে একটু সন্দেহ জাগিল। শ্রীগদাধরের মুখভঙ্গী হইতে তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া শ্রীমুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক শ্রীমদ্ভাগবতের "পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা" শ্লোকটি গান করিলেন। সেই শ্লোক শোনামাত্রই বিদ্যানিধি মহাশয়ের যে আর্তির উদয় হইয়াছিল শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখনীতে তাহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"কৃষ্ণ রে ঠাকুর রে কৃষ্ণ রে! মোর প্রাণ!
মোরে সে করিলা কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান ॥
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চস্বরে।
মুইঁ সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে ॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য: ৬।৮৫-৮৬)

আবার শ্রীবিদ্যানিধি যখন শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, তাঁহার দর্শনমাত্রেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়াগেলেন। কিছুক্ষণের পর তাঁহার জ্ঞানোদয় হওয়ায় তিনি নিজকে ধিক্কার করিয়া এইরূপ কাঁদিতে লাগিলেন –

"কৃষ্ণ রে! পরাণ মোর, কৃষ্ণ! মোর বাপ্!
মুইঁ অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বজগতেরে বাপ্ ! উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥"
(শ্রীচৈ:ভা: মধ্য ৬।১২৬-১২৭)

শ্রীবিদ্যানিধির এই ভাব দেখিবার পূর্বে তাঁহার বাহ্য আচরণ হইতে তাঁহার বৈষ্ণবতা বুঝিতে না পারিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে বিষয়ী জ্ঞান করিয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার চরণে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিয়া তিনি খুব দুঃখিত হইলেন। তখন তিনি মুকুন্দের নিকট গিয়া শ্রীবিদ্যানিধির চরণে তাঁহার অপরাধের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য হইতে পারিলেই এই অপরাধের ক্ষালন হইবে বলিয়া জানাইলেন। ইহার পরে শ্রীমুকুন্দের প্রার্থনায় শ্রীবিদ্যানিধি মহাশয় শ্রীগদাধরকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিলেন।

জগাই-মাধাই ও অন্তর্দাহ

জগাই ও মাধাই দুই ভাই। তাহারা উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দুষ্টসঙ্গদোষে এইরূপ পাপ নাই যাহা করেন নাই। মাধাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অঙ্গে রক্তপাত করিলেও অদোষদর্শী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুরোধে শ্রীগৌরহরি মাধাই ও জগাই উভয়কে উদ্ধার করিয়া প্রেম দিলেন। প্রেমপ্রাপ্তির পর তাহাদের যে অন্তর্দাহ তাহা হৃদয়বিদারক। তাহারা তাহাদের অপরাধের কথা চিন্তা করিয়া সর্বক্ষণ অন্তর্দাহে জর্জরিত হইয়া এরূপ ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন যে, আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া পরমকরুণাময় শ্রীগৌরহরি প্রত্যহ ভক্তগণের সঙ্গে গিয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া ভোজন করাইতেন। তথাপি শ্রীনিত্যানন্দের অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছেন – এই চিন্তাহেতু অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া মাধাই সর্বক্ষণ হৃদয়বিদারক ক্রন্দন করিতেন এবং একদিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে একাকী যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার দুইপদ ধরিয়া ভূপতিত হইলেন এবং চক্ষুজলে তাঁহার পাদপদ্মকে ধৌত করিয়া এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা করিলেন – "হে প্রভো ! আপনি বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। শেষদেবরূপে আপনি ফণায় অনন্তভুবনকে ধারণ করিতেছেন। আপনার দেহ ত ভক্তিস্বরূপ। শঙ্কর-পার্বতী সর্বদা আপনার ধ্যান করিয়া থাকেন। ভক্তি আপনারই সম্পত্তি। আপনি যাহাকে তাহা দিবেন, সে তাহা পাইবে। আপনি ব্যতীত শ্রীচৈতন্যের অধিক প্রিয় আর কে আছে ? আপনার কোমল বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ শয়নাদি করিয়া থাকেন। এইরূপ শ্রীঅঙ্গে আমি রক্তপাত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিলাম ! আমার ন্যায় মহাপাপী আর কে আছে ? আপনার শ্রীপাদপদ্মকে যে আশ্রয় করিবে, তাহার আর নাশ নাই। আপনি ত পতিতগণকে ত্রাণ করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এ শরণাগতকে উদ্ধার করুন।

"দারুণ চণ্ডাল মুইঁ কৃতঘ্ন গোখর।
সর্ব অপরাধ প্রভু ! মোর ক্ষমা কর ॥"

মাধাইর এই কাকুতি মিনতিতে পরমকরুণাময় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি মাধাইকে উঠাইয়া বলিলেন – "আরে, শিশুপুত্র মারিলে কি পিতার দুঃখ হয় ? সেইরূপ তোমার প্রহারে আমার কোন কষ্ট হয় নাই। সেজন্য তুমি দুঃখ কর না। তুমি আমার প্রভু শ্রীগৌরহরির অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছ। অতএব আমাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। যে শ্রীগৌরহরির ভজন করে সে আমার প্রাণ এবং আমি যুগে যুগে তাহার পরিত্রাণ করিয়া থাকি। শ্রীগৌরহরির ভজন না করিয়া কেবল যে আমাকেই ভজন করিবে, আমার দুঃখ হেতু সে জন্মে জন্মে দুঃখ ভোগ করিবে। ইহা বলিয়া করুণাবারিধি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার সমস্ত দুঃখ দূর করিলেন। তা সত্ত্বেও মাধাই সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল – "প্রভো ! আপনি ত অন্তর্যামিরূপে সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। আমি ত বহু জীবের প্রতি হিংসা করিয়াছি। কাহার প্রতি হিংসা করিয়াছি, তাহা জানিতে পারিলে অবশ্যই ক্ষমা চাহিতাম। কিন্তু তাহা ত জানিতে পারিতেছি না। কিরূপে সেইসব অপরাধ হইতে উদ্ধার পাইব, কৃপা করিয়া সে উপদেশ দিন।"

তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাহাকে প্রত্যহ শ্রীগঙ্গাঘাট পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানে থাকিতে বলিলেন এবং যত লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিবে, তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্বক তাঁহাদের নিকট কাকুতিমিনতি করিয়া নিজ অপরাধ ক্ষালনের জন্য প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাদেশে মাধাই তাঁহার শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্বক গঙ্গাঘাটে গেলেন। সেখানে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে অনর্গল অশ্রুবিসর্জনপূর্বক গঙ্গাঘাট পরিষ্কার করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। স্নানার্থী যাহাদিগকে দেখিতেন তাহাদিগকে দণ্ডবন্নতিপূর্বক কাকুতি-মিনতি করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন – "আজ্ঞে ! জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আপনাদের চরণে যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন।" তাহার ব্যাকুল ক্রন্দনে সকলেই শোকাভিভূত হইত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাঘব, জগাই-মাধাইয়ের প্রতি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের এই যে মহাকৃপা তাহার শেষ পরিণতি হইল অন্তর্দাহজনিত ব্যাকুল ক্রন্দন। সুতরাং ক্রন্দনই যে ভক্তি, উপর্যুক্ত আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে ?

শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ক্রন্দন

শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের ঘরে দৈনিক শ্রীগৌরহরি তত্রস্থ ভক্তগণের সঙ্গে সংকীর্তনরসে মগ্ন থাকিতেন। তিনি একদিন "জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী" বলিয়া ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তন করিয়া পরমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সে অবস্থায় তাহার কখনও হাসি, কখনও ঘনঘন শ্বাস, কখনও মূর্চ্ছা – এইরূপ নানাপ্রকার অদ্ভুত ভাবাবেশ প্রকাশিত হইতে থাকে। তারপর তিনি বীরাসনে বসিয়া ভক্তগণকে কৃপা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হঠাৎ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর উপর তাঁহার নজর পড়িয়া গেল।

তাঁহার ঘর সেই নবদ্বীপে। তিনি ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ও নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"পরম স্বধর্মপর, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে' কেহো পরম মহান্ত॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লয়া কান্ধে।
ভিক্ষা করে', অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি কান্দে॥
'ভিকারী' করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি – করয়ে ভিক্ষাটনে॥
ভিক্ষা করি' দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' তাহা শেষে খায়॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।
বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল ভবনে॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে ?
যখনে চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে॥
পূর্বে যেন আছিলা সুদাম বিপ্রবর।
সেইমত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর॥
সেইমত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে প্রভুর নৃত্যে বাড়ীর ভিতর॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঝুলি কান্ধে লয়া বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি' হাসে প্রভু সব বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
বসিয়া আছেন প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১৪।১১১-১২০)

অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপে শুক্লাম্বর বলিয়া একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন আবার অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও স্বধর্মপরায়ণও ছিলেন। তিনি কাঁধে একটি ঝুলি লইয়া দৈনিক ভিক্ষা করিতেন। ভিক্ষা করিবার সময় তিনি সর্বদা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতেন। তিনি ভিক্ষুক ও দরিদ্র ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করিত। তজ্জন্য তাঁহার ভাগবতত্ব কেহই জানিতে পারিত না। তিনি দৈনিক ভিক্ষা করিয়া যে চাউল পাইতেন, তাহাকেই রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনপূর্বক প্রসাদ পাইতেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দে তিনি তাঁহার দারিদ্র্যের বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। তিনি প্রত্যহ শ্রীবাসপণ্ডিতের ঘরে শ্রীগৌরহরি ও ভক্তগণের সঙ্গে কীর্তনে যোগ দিতেন। তাঁহার কাঁধে ভিক্ষার ঝুলিও সেইরূপ থাকিত। সেই অবস্থায় তিনি কীর্তনের সময়ে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। তাঁহার ভাবাবেশযুক্ত নৃত্যকীর্তন দেখিয়া শ্রীগৌরহরি ও ভক্তগণ হাসিতেন। একসময়ে শ্রীগৌরহরি সেই কীর্তনের সময়ে ঈশ্বর-আবেশে বসিয়াছিলেন। শুক্লাম্বর কাঁধে ঝুলি রাখিয়া কীর্তনে নৃত্য করিতেন, কাঁদিতেন এবং কখনও কখনও হাসিতেন। শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন – "তুমি জন্মে জন্মে আমার দরিদ্র সেবক। আমাকে তোমার সবকিছু অর্পণ করিয়া তুমি ভিকারি হইয়াছ। আমিও সর্বদা তোমার দ্রব্যই চাই। সামান্য জিনিষ বলিয়া লজ্জা করিয়া তুমি আমাকে তাহা না দিলেও আমি জোর করিয়া তোমা হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া খাই। দ্বারকায় তোমার খুদ কাড়িয়া খাইয়াছিলাম এবং তখন রুক্মিণী 'যথেষ্ট হইয়াছে' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে আটকাইলেন। এইসব কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? এই বলিয়াই ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি তাঁহার ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি চাউল লইয়া চিবাইতে লাগিলেন। শুক্লাম্বর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন –"প্রভো! ইহাতে ত অনেক খুদকণা আছে।" শ্রীগৌরহরি বলিলেন – "আরে, তোমার খুদ খাইতে ত আমি চাই, কিন্তু অভক্তের অমৃতকে ঘৃণাক্ষরেও চাহি না।" ঈশ্বর ত স্বতন্ত্র। তিনি এইরূপ বলিয়া শুক্লাম্বরের চাউল চিবাইতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরির এই ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া ভক্তগণ মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুর ভক্তবাৎসল্যগুণে বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কে কোন দিকে পড়িল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তারপর মহানন্দে ভক্তগণ উচ্চস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন। কি শিশু, কি বৃদ্ধ শ্রীবাসের ঘরে যত ভক্ত কীর্তন করিতেন, সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। প্রেমেতে ভোল হইয়া কেহ বলিতে থাকে – "প্রভো ! আমাকে কখনও ছাড়িবেন না।" শুক্লাম্বর শ্রীভগবানের অদ্ভুত ভক্তবাৎসল্যের কথা স্মরণে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। এদিকে শ্রীগৌরহরি তাঁহার চাউল চিবাইতেছিলেন। শ্রীগৌরহরি বলিলেন – "হে শুক্লাম্বর ! তোমার হৃদয়ে আমি সর্বক্ষণ বিহার করিয়া থাকি। তুমি ভোজন করিলেই আমার ভোজন হয়। তুমি ভিক্ষায় গেলে আমার পর্যটন হইয়া থাকে। প্রেমভক্তি বিতরণ করিতে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। জন্মে জন্মে তুমি আমার প্রেমময় সেবক। তোমাকে প্রেমভক্তি দিলাম। তুমি জেনে রাখ যে, প্রেমভক্তিই আমার প্রাণ। শুক্লাম্বরের প্রতি এইপ্রকার বর শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমে 'জয় জয়' ও 'হরি হরি' বলিতে লাগিলেন।

এই শুক্লাম্বর শ্রীকৃষ্ণলীলায় সুদামা নামক শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী ও প্রিয় সখা ছিলেন। সুদামা সান্দীপনি মুনির আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিয়া একত্রই দুইজনে শ্রীগুরুসেবা করিতেন। একদিন গুরুপত্নী রান্নার কাঠ আনিতে এই দুইজনকে বনে পাঠাইলেন। তাঁহারা বনে পৌঁছিবামাত্রই অকালে ঘোর গর্জন ও বজ্রপাতের সহিত ভয়ঙ্কর ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। তখন সূর্যাস্তের সময়। কাজেই চতুর্দিগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এদিকে বর্ষার জলে গর্তাদি জানা যাইতেছিল না। জঙ্গলের মধ্যে ঘোর অন্ধকারের সঙ্গে ঝড়ের ন্যায় বাতাস বহিতে ছিল। তাই সবদিকে জলের তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা দুইজন রাস্তা ভুলিয়া বর্ষার জলে ভিজিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে হাতে হাত ধরিয়া বনে এদিক ওদিক ঘুরিতে থাকেন। খাওয়া নাই, শোয়া নাই, এইরূপে সারা রাত কাটিয়া গেল। এদিকে সান্দীপনি ঘরে আসিয়া তাহাদের বনগমনের কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং সকাল হওয়ামাত্রই তাঁহাদিগকে খুঁজিতে গেলেন। সূর্যোদয় হইতেছে, এইরূপ সময়ে তিনি বনে আসিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে সে দুইজনকে দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন – "ওঃ ! আমার জন্য তোমরা দুইজনে এত কষ্ট করিলে ! মনুষ্যের প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই। তোমরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই প্রাণ দিয়া গুরুসেবা করিয়াছ। এইরূপ সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক শ্রীহরি ও শ্রীগুরুকে সমজ্ঞান করিয়া যে শ্রীগুরুসেবা করে, সে অনায়াসে এ সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। হে শিষ্যগণ! আমি তোমাদিগের গুরুসেবায় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হউক, সর্বত্র কল্যাণ হউক এবং তোমাদের সমস্ত বিদ্যা স্ফূর্তিলাভ করুক।

তারপর বিদ্যাধ্যয়ন শেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা দুইজনে আপন আপন ঘরে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধিপতি হইয়া মহিষীগণের সহিত দ্বারকায় থাকিলেন। সুদামা নিজ রুচি অনুযায়ী পত্নী গ্রহণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেন। তাঁহার বিষয়ভোগস্পৃহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। তিনি জীবননির্বাহের জন্য ভিক্ষা করিতেন। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি যাহা পাওয়া যাইত তাহাতেই কোনমতে সংসার চালাইতেন। তাঁহার সহধর্মিণী খুব পতিব্রতা ছিলেন। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনান্তে তিনি পতিকে ভোজন করাইতেন। তাঁহার ভোজনের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত পেট না ভরিলেও তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। ভোজনাদি ঠিকমত না হওয়ায় তিনি ক্ষীণকায়া হইয়াছিলেন। অর্থাভাবহেতু প্রায়ই ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিতেন। একদিন তিনি পতিকে বলিলেন – "দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণ ত আপনার সখা। তিনি ত ভক্তবৎসল ও দীনজনগণের গতিস্বরূপ। যে তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইবে, তিনি নিজকেও তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া তাহার অধীন হইয়া যান। সামান্য অর্থ দেওয়া তাঁহার পক্ষে ত কিছুই নয়। আপনি তাঁহার নিকট যান না কেন?" পতিব্রতা ভার্যা হইতে এই কথা শুনিয়া দ্বারকায় গেলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যাইবে, এই আশায় খুব খুশী হইয়া সুদামা বলিলেন – "বাঃ, ভাল কথাই বলিলে। তোমার কৃপায় আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব। কিছু উপায়ন দাও, লইয়া যাইব।" পতিব্রতা একথা শুনিয়া প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের ঘর হইতে কিছু ভাজা চাউলের খুদ মাগিয়া আনিল এবং তাহা একটি ছেঁড়া নেকড়ায় বাঁধিয়া সুদামার হস্তে দিল। সুদামা তাহা লইয়া মনের আনন্দে দ্বারকায় বাহির হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইব, এই উৎকণ্ঠায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি চলিতে থাকেন। কিছুদিনের পর তিনি গিয়া দ্বারকাপুরীতে পৌঁছিবামাত্র আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সোনার পালঙ্কে রুক্মিণীর সঙ্গে বসিয়াছিলেন। সখা সুদামাকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে পালঙ্ক হইতে উঠিয়া তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দে তাঁহার পদ্মনেত্র হইতে অশ্রুধার বহিতে লাগিল। তারপর তিনি নিজেই সুদামার পাদ ধৌত করিয়া সেই পাদোদক শিরে ধারণ করিলেন এবং গন্ধচন্দনাদি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লেপন করিলেন। ছিন্ন ও মলিনবস্ত্রপরিহিত নিতান্ত দুর্বলশরীর সেই ব্রাহ্মণকে স্বয়ং শ্রীরুক্মিণীদেবী চামর ব্যজন করিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীদেবী এইরূপ একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করিতেছেন দেখিয়া দ্বারকাপুরবাসিগণ বিস্মিত হইয়াগেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ সুদামার হাতে ধরিয়া তাঁহাকে পালঙ্কে বসাইলেন এবং বাল্যকালে দুইজনে গুরুকুলে থাকিয়া কিরূপ গুরুসেবা করিতেন, সেইসব কথা তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিলেন। তিনি বিবাহ করিয়াছেন কি না ইত্যাদি সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন। প্রভু ত সর্বজ্ঞ। তিনি জানিতেন যে এ ব্রাহ্মণ ত ধনলোভে আমাকে ভজন করে না। কেবল পতিব্রতা স্ত্রীর সন্তোষের জন্য তাহার কথানুযায়ী সে আমার নিকট আসিয়াছে। সে সম্পত্তি না চাহিলেও আমি তাহাকে দেবদুর্লভ সম্পত্তি দিব। এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি সুদামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন – "সখা ! আমার জন্য কি উপায়ন এনেছ, দিচ্ছ না কেন ? সুদামা কিছু উত্তর না দিয়া দ্বারকানাথকে কি এই খুদ দিব ! এই চিন্তায় লজ্জিত হইয়া অধোমুখ হইয়া বসিয়া থাকিলেন। অন্তর্যামী প্রভুর কি কিছু অজানা আছে ? তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোমর হইতে খুদের পুঁটলিটি টানিয়া বাহির করিয়া তাহা হইতে এক মুষ্টি খাইলেন। আর এক মুষ্টি খাইতে যাওয়ার সময় শ্রীরুক্মিণীদেবী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন – "প্রভো ! এই এক মুষ্টি খাইয়া ত তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছেন। আর এক মুষ্টি খাইয়া কি আমাকে তাঁহার দাসী করিবেন ?"

এইরূপভাবে সেই রাত্রি দ্বারকায় থাকিয়া সুদামা বাড়িতে ফিরিলেন। দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ তাহার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কিরূপে আলিঙ্গন করিলেন, নিজের পালঙ্কে বসাইয়া কিরূপ নানাপ্রকার সেবা করিলেন এবং স্বয়ং রুক্মিণীদেবী কিভাবে তাহাকে ব্যজন করিলেন, সেইসব কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি ভাববিহ্বল হইয়া রাস্তায় চলিতে লাগিলেন। আবার চিন্তা করিলেন যে, তাঁহার চরণ দর্শন ত হইল, ইহা মহা ভাগ্যের কথা। ধন লাভ করিলে পাছে আমি তাঁহাকে ভুলিয়া যাইব, এই বিচারে তিনি আমাকে ধন না দিয়া উচিত কার্যই করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি আসিয়া নিজের ঘরের নিকট পৌঁছিলেন। ঘর যে রাজবাড়ীর মত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াগেলেন। পতিব্রতা আসিয়া তাঁহাকে হাতে ধরিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গেলেন। তিনি নির্লিপ্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণভজনে নিমগ্ন থাকিয়া কাল কাটাইলেন।

সেই সুদামাই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। নিতান্ত দরিদ্র হইলেও তিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণ। শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া তিনি সর্বক্ষণ ক্রন্দন করিতেন। সেই জন্যই তিনি শ্রীগৌরহরির কৃপার ভাজন হইয়াছিলেন।

রাঘব, দেখ ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কি অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ! সুদামা দারিদ্র্যকষ্ট সহ্য করিলেও নিজের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট ধন চান নাই। এদিকে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভক্তের দারিদ্র্যদুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিপুল ধন দিলেও তিনি বিষয়ভোগে নিমগ্ন না হইয়া অনুক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিতেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ডাকিলে যে অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ হয়, বিষয়ভোগরূপ জড়ানন্দ তাহা হইতে কোটি কোটি গুণ হেয়।

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের আর্তি

শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের আর্তির সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন –

"গঙ্গাদাসে দেখি বলে, তোর মনে জাগে ?
রাজভয়ে পলাইলি যবে নিশাভাগে ॥
সর্বপরিকরসনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাহ নাহিক নৌকা পড়িলি সঙ্কটে ॥
রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া।
কাঁদিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ॥
'মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার!'
গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥
তবে নৌকা দেখি' তুমি সন্তোষ হইলা।
অতিশয় প্রীতি করি কহিতে লাগিলা ॥
'আরে ভাই! আমারে রাখহ এইবার।
জাতি, প্রাণ, ধন, দেহ সকলি তোমার ॥
রক্ষা কর, পরিকর সঙ্গে কর পার।
এক তঙ্কা এক যোড় বস্ত্র সে তোমার ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি' পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাঙ পুনর্বার।।"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ৮।১০৮-১৬)

অর্থাৎ শ্রীগৌরহরির মহাপ্রকাশের সময়ে তিনি শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতকে দেখিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন – "হে গঙ্গাদাস ! তোমার মনে আছে, তুমি যখন মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে রাতারাতি পরিবারের সকলকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গা পার হইয়া অপর পারে যাওয়ার জন্য গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়াছিলে, তখন ঘাটে কোন নাবিককে না দেখিয়া সেখানে মনের দুঃখে অপেক্ষা করিতেছিলে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর সকাল হইয়া গেল। সেপর্যন্তও কোন নাবিক না আসায় 'আমার সামনেই কি মুসলমানরা আমার পরিবারবর্গকে স্পর্শ করিবে ! এই দৃশ্য দেখা অপেক্ষা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করা বরং ভাল' এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তুমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করিলে। তোমার এই আর্তিতে আমি ব্যথিত হইয়া পড়িলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নাবিকের বেশে তোমার কাছে পৌঁছিলাম। নাবিকরূপী আমাকে দেখিয়া তুমি খুব ব্যথিত হইয়া তোমাদিগকে গঙ্গা পার করাইতে অনুরোধ করিলে এবং আমাকে এক টাকা ও এক যোড়া কাপড় দিবে বলিলে। তোমার কথায় সম্মতি প্রকাশ করিয়া আমি তোমাদিগকে গঙ্গায় পার করিয়া দিলাম।"

এখানে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের যে সুতীব্র আর্তি তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদয়কে বিগলিত করিয়া দিল। সেইজন্য তিনি নাবিকরূপে আসিয়া তাঁহাকে পার করিয়া দিলেন। ধন্য ভক্তবৎসল ভক্তভক্তিমান্ ভগবান্।

শ্রীশ্রীধরের আর্তি

শ্রীধর শ্রীনবদ্বীপবাসী একজন চাষী। তিনি দৈনিক হাটে কলা, কলাপাতা ও থোড় ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া পেট চালাইতেন। তিনি মহা সত্যবাদী ছিলেন। যাহার যে মূল্য তিনি ঠিক ততটুকুই বলিতেন। তাহা হইতে অধিক বলিতেন না। কিন্তু শ্রীগৌরহরি দৈনিক তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তিনি যে মূল্য বলিতেন তাহার অর্ধেক মাত্র দিয়া তাঁহার নিকট হইতে কলা, থোড় ও কলাপাতা ইত্যাদি জোর করিয়া লইতেন এবং সেই পাতায় তিনি দৈনিক ভোজনও করিতেন।

শ্রীধর নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার খড়ের চালে শত ছিদ্র। ঘরের ভিতরে চন্দ্রসূর্যও দেখা যাইত। তা সত্ত্বেও তাঁহার ধনলোভের আশার লেশমাত্রও ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন কৃষ্ণগতপ্রাণ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরি তাঁহার মহাপ্রকাশের সময় যখন শ্রীধরকে অষ্টসিদ্ধি দিবেন বলিলেন তখন শ্রীধর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন –

"যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল।
মোর প্রভু হউ তার চরণযুগল॥
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি' কাঁদে মহা উচ্চ স্বরে॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি' বৈষ্ণবসকল।
অন্যোঽন্যে কান্দে সভে হইয়া বিহ্বল॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ৮।২২৩-২৬)

অর্থাৎ শ্রীগৌরহরিরূপী যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আমা হইতে কলার খোলা ও পত্র নিতেন তাঁহারই পাদপদ্ম জন্মে জন্মে আমার প্রভু হউক। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীধর দুইবাহু তুলিয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তি দেখিয়া বৈষ্ণবগণ প্রেমবিহ্বল হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের আর্তি

শ্রীগৌরহরি শ্রীসার্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া যখন ষড়্ভুজ মূর্তি দেখাইলেন, তখন তিনি যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তাঁর হৃদয়-উপর॥
পায়া শ্রীচরণ সার্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দ-প্রেমময়॥
দৃঢ় করি' পাদপদ্ম ধরি' প্রেমফাঁদে।
'আজি সে পাইলুঁ চিত্তচোর' বলি' কান্দে॥
আর্তনাদে সার্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব পাদপদ্ম রমাধন॥"

(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ৩।১১৪-১১৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গজপতি প্রতাপরুদ্রদেবের আর্তি

শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া বিষয়ীকে দর্শন করা তাঁহার পক্ষে অনুচিতজ্ঞানে প্রতাপরুদ্রকে দর্শন না দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্রের আর্তি এত তীব্র ছিল যে, শ্রীগৌরহরির দর্শন না পাইলে তিনি প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সুতীব্র আর্তিতে বিগলিতহৃদয় শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বিশেষ কৃপাপূর্বক দর্শন দিলেন এবং তাঁহার সম্পর্কে তাঁহার পুত্র ও মহিষীগণও প্রেম পাইল।

শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মহিষীবৃন্দের আর্তি – শ্রীবৃন্দাবন গমনচ্ছলে যখন শ্রীগৌরহরি শ্রীগৌড়দেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন তিনি চিত্রোৎপলা নদী(অধুনা মহানদী)তে স্নান করিতে যাওয়ার সময়ে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ হাতীর উপর নির্মিত তাঁবুর গৃহে বসিয়া দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের যে অবস্থা হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১৬।১১৮-১৯) তাহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখি করয়ে প্রণাম॥
প্রভুর দর্শনে সবে হৈলা প্রেমময়।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়॥"

অবশ্য মহিষীগণের এই যে আর্তি ইহা শ্রীগৌরহরির দর্শনেরই ফল। শ্রীগৌরহরির হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে সর্বক্ষণ আর্তিপূর্ণ ছিল বলিয়া তাঁহাকে যে নিষ্কপট ভক্ত দর্শন করিত তাঁহার হৃদয়ের সেই আর্তি তিনি তাহাতে সঞ্চার করিয়া দিতেন। আর্তিই ভক্তির দ্যোতক। অবশ্য হৃদয় বিগলিত না হইলে আর্তির উদয় হইবে না। শ্রীগৌরহরির দর্শন প্রভাবেই হৃদয় স্বতঃই বিগলিত হইয়া তাহাতে অন্তর্দাহের সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে থাকে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার অপহরণপ্রয়াসী দস্যু ব্রাহ্মণের আত্মধিক্কার

একটি দস্যু ব্রাহ্মণ কিরূপে একদল দস্যুর সহায়তায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অলঙ্কার অপহরণ করিতে আসিয়া দস্যুগণের সহিত নিজেও বহু কষ্ট ভোগ করিয়াছিল এবং অকথনীয় দুর্দশায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া একসঙ্গে সকলেই কিরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শরণাপন্ন হইলেন, দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণ কিরূপে স্বীয় কুকর্মহেতু ঘোর অনুতাপগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া আত্মহত্যা করিবার জন্য অনুমতি চাহিল এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কিরূপে তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার মস্তকে পাদপদ্ম ধারণপূর্বক তাহাকে কৃপাশীর্বাদ করিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে দস্যু ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বেই কেবল তাহার মঙ্গল চিন্তা করিয়াই তিনি তাহার সহিত সমস্ত দস্যুকে প্রেম দিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপাহেতু দস্যুসেনাপতির তীব্র অন্তর্দাহজনিত যে আত্মধিক্কার ও যে ব্যাকুল ক্রন্দন তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর আর্তি

শ্রীল সনাতন গোস্বামী মথুরা হইতে নীলাচল যাওয়ার সময় ঝারিখণ্ড জঙ্গল মধ্য দিয়া একাকী যাইতেছিলেন। রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জলে স্নান ও খাদ্যের অনিয়মিততাহেতু দেহে পাঁচড়া হইয়াছিল। তাহা হইতে পূঁয ইত্যাদি বাহির হওয়ায় শ্রীসনাতনের মনে নিজের প্রতি খুব ঘৃণা জাত হইল। তিনি ভাবিলেন যে, ইহা তাঁহার দুষ্কর্মেরই ফল। আবার চিন্তা করিলেন যে, একে ত মুসলমান রাজার নিকট চাকরি করিয়া তাঁহার জাত গিয়াছে, তজ্জন্য তিনি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গিয়া দর্শন করিতে পারিবেন না। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু ত মন্দিরের নিকটেই বাস করিতেছেন, সেই রাস্তায় সব সময়ে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ যাতায়াত করিতে থাকিবেন, তাঁহাদের স্পর্শ হইয়াগেলে তাঁহার অপরাধ হইবে। সুতরাং তিনি শ্রীজগন্নাথের দর্শন করিতে পারিবেন না কিংবা শ্রীমন্মহাপ্রভুরও দর্শন করিতে পারিবেন না। কাজেই এই ঘৃণ্য দেহ রাখিয়া কি লাভ ? এই চিন্তাহেতু তাঁহার অন্তর্দাহ এত তীব্র হইল যে, তিনি আর এই দেহ না রাখিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বিচার করিলেন যে, শ্রীজগন্নাথ যখন রথযাত্রায় বাহির হইবেন, তখন তিনি রথের চাকার নীচে পড়িয়া দেহত্যাগ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিলে অবশ্যই সদ্‌গতি হইবে।

যেহেতু তিনি একান্ত শরণাগত, তাঁহার শরীর তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা শরণাগতপালক শ্রীমন্মহাপ্রভুরই সম্পত্তি। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ দেহত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে ঘোর অন্যায় বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। শ্রীসনাতনপাদের এই যে নির্বেদ ও তজ্জনিত যে অন্তর্দাহ, তাহা ভক্তিসাধকমাত্রে সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত। তিনি ত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাঁহার দুষ্কর্ম আসিল কোথা হইতে ? ইহা হইল ভক্তির স্বভাব। ভক্তি যাহার যত অধিক, সে তত নিজকে নিতান্ত পাপী, অপরাধী ও অযোগ্য মনে করে ও তজ্জনিত অন্তর্দাহে সর্বক্ষণ দগ্ধ হইতে থাকে। অবশ্য এই অন্তর্দাহের মধ্যে ভগবৎস্মৃতি পরিপূর্ণরূপেই বিদ্যমান থাকে। ভগবদিতর অন্য কোন স্মৃতি সেখানে থাকে না। এই অন্তর্দাহই ভক্তকে শ্রীভগবানের নিকটতর করায়।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর আত্মধিক্কারজনিত সুতীব্র আর্তি

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর যে সুতীব্র আর্তি তাহা তাঁহার রচিত কার্পণ্যপঞ্জিকা আলোচনা করিলে জানা যায়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাংলা ভাষায় কার্পণ্যপঞ্জিকার অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা "সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের প্রার্থনায় ক্রন্দনের প্রাধান্য" প্রকরণে এই গ্রন্থে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

অন্তর্দাহের প্রতীক শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু

শ্রীল রঘুনাথ দাস বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। সে সময়ে তাঁহার পিতার আয় ছিল বার্ষিক বারলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। একমাত্র পুত্র হইলেও বিষয়ভোগের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য ছিল না। তিনি বারম্বার গৃহত্যাগ করিয়া পালাইতেন, কিন্তু পিতা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেন। পরে পিতামাতা তাঁহার বিবাহ দিয়া দিলেন। কিন্তু ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্সরাসম স্ত্রী তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিল না। তিনি শেষে গৃহ ত্যাগ করিয়া শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরহরির নিকট অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। এত বড় ধনী ঘরের পুত্র হইয়াও তিনি সারা জীবন কিঞ্চিন্মাত্রও সুস্বাদু খাদ্য জিহ্বায় দেন নাই। শ্রীকৃষ্ণবিরহে তিনি সর্বক্ষণ এরূপ অন্তর্দাহগ্রস্ত হইয়া থাকিতেন যে, ভাল খাওয়া বা ভাল পরার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার নীলাচলে অবস্থানের সময় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে যে সেবকরা প্রসাদ বিক্রি করিত বিক্রয় না হওয়ায় প্রসাদ দুই তিন দিনের পর বাসী হইয়া গেলে তাহাকে সিংহদ্বারে গরুর মুখে ফেলিয়া দিত। পচা গন্ধে গরুও তাহা খাইত না। ঐ পচা অন্নকে ধুইয়া লবণ দিয়া তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোজন করিতেন। তাঁহার এই যে বৈরাগ্য ইহা অচিন্তনীয়। কারণ ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য ও অপ্‌সরাসম স্ত্রী উপভোগ্যরূপে বিদ্যমান থাকিলেও তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এইরূপ পচা অন্ন খাওয়া কি সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব ? বস্তুতঃ ইহা সাধারণ লোকের চিন্তার অতীত। অন্য একটি শক্তিশালী আকর্ষণ না থাকিলে মায়ার এই আকর্ষণ হইতে উদ্ধার পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য যে সুতীব্র আর্তি, যে অন্তর্দাহ, তাহাই স্বাভাবিকভাবে মনুষ্যকে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া দেয়। সুতরাং মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য যাহার আর্তি বা অন্তর্দাহ জাত হইয়াছে, সে স্বাভাবিকভাবেই বিষয়ভোগের প্রতি বিমুখ। চেষ্টা করিয়া কেহ বিষয়ভোগ হইতে নিজেকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। নীলাচলে শ্রীগৌরহরির লীলাসংগোপনের পর শ্রীল রঘুনাথ দাস ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভুর সঙ্গে তিনি তথায় কিছুদিন কাটাইলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর তিনি বিরহবিধুর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া শ্রীগোবর্ধন পর্বত হইতে ভৃগুপাত(গোবর্ধন পর্বত হইতে লম্ফ প্রদান)পূর্বক মৃত্যুবরণ করিবার সংকল্প লইয়া তথায় গিয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীরূপ-সনাতন তাঁহাকে মরিতে না দিয়া নিজের তৃতীয় ভাই করিয়া নিকটে রাখিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার নিকট হইতে নীলাচলে শ্রীগৌরহরির অপূর্ব লীলাকথা শ্রবণ করিতেন। তাঁহাদের তিরোধানের পর শ্রীল রঘুনাথ অন্নজল পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া দিলেন। সারাদিনে মাত্র দুই তিন পল (আনুমানিক ২০০ গ্রাম) ঘোল পান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেন। সেইটুকু মাত্র আহার করিয়া তিনি দৈনিক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একহাজার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, একলক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন এবং দুইহাজার বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে দুইহাজার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি করিতেন। রাত্রিদিন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্মরণে অতিবাহিত করিতেন এবং ত্রিসন্ধ্যা শ্রীরাধাকুণ্ডে অপতিতভাবে স্নান করিতেন। এতদ্ব্যতীত দৈনিক একপ্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা শ্রীগৌরহরির লীলা-গুণকথা কীর্তন করিতেন। এইরূপ অহোরাত্র ভজনে কাটাইতেন। মাত্র চারদণ্ড (দেড় ঘণ্টা) শয়ন করিতেন। কোন কোন দিন লীলাস্মরণে এরূপ আবিষ্ট থাকিতেন যে, সেই চারদণ্ড শয়নের কথাও ভুলিয়া যাইতেন। বিরহজ্বালাহেতু তাঁহার এরূপ অবস্থা হইত যে, শ্রীবৃন্দাবনের গোষ্ঠ তাঁহার শূন্যবোধ হইত। গিরিরাজ গোবর্ধনকে অজগরসর্পসদৃশ জ্ঞান হইত এবং রাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় বোধ হইত। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার এই তীব্র অন্তর্দাহের কথা তাঁহার রচিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দশকম্" (১১ নং শ্লোকে) বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এইসব অনুভূতি হইতে তাঁহার অন্তর্দাহ যে কোন্ সীমায় উপনীত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই অন্তর্দাহই মনুষ্যের ভাগবতত্ত্বের মাপকাঠি।

তাঁহার অন্তর্দাহ বিষয়ে শ্রীঘনশ্যাম দাসের রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"শ্রীদাসগোসাইঁর কথা কহনে না যায়।
নিরন্তর দগ্ধে হিয়া বিরহ-ব্যথায় ॥
কোথা শ্রীস্বরূপ, রূপ, সনাতন বলি'।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি ॥
যদ্যপিহ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্বন্ধ-ক্রিয়া সব সমাধয় ॥
ভূমে পড়ি' প্রণমি' উঠিতে নাহি পারে।
ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে ॥
** ** ** ** ** ** **
প্রভুদত্ত গোবর্ধনশিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাসরে ॥
দিবানিশি না জানয়ে, শ্রীনামগ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দুনয়নে ॥
দাস গোস্বামীর কথা বুঝিতে কে পারে।
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যবিহারে ॥
নির্জনে বসিয়া করে গ্রন্থানুশীলন।"

অর্থাৎ শ্রীরূপসনাতনাদির বিরহজ্বালায় তাহার হৃদয় নিরন্তর দগ্ধ হইত। শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন কোন দিকে গেলেন বলিয়া নেত্রজলে ভাসিয়া তিনি ব্রজধূলিতে গড়াগড়ি দিতেন। কঠোর বৈরাগ্যহেতু দেহ অতি ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়াছিল। পবনে সেই শুষ্ক দেহ কাঁপিয়া উঠিত। তা সত্ত্বেও তিনি সাধনসম্বন্ধীয় নির্বন্ধ যথাযথরূপে পালন করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ হইতেন না। দুর্বলতাহেতু ভূমিতে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতি করিবার পর উঠিতে তাঁহার বেশ কষ্ট হইত। তথাপি তিনি নির্বন্ধ ছাড়িতেন না। এইরূপ কষ্ট করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে তাঁহাকে যে নিষেধ করিত, তিনি তাহাকে কিছু না বলিয়া নীরবে তাঁহার সাধনে ব্রতী থাকিতেন। শ্রীগৌরহরির প্রদত্ত গোবর্ধন শীলা ও গুঞ্জামালাকে তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যহ প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতেন। সেই সেবাবেশে তিনি নিজকে পর্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। নামগ্রহণ করিতে করিতে দিনরাত কিরূপে অতিবাহিত হইতেছে, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না। দুই চক্ষে ত সর্বক্ষণ দুইধারা অশ্রু, এ অবস্থায় নিদ্রা আসিবে বা কি করিয়া? এইরূপ তিনি সর্বক্ষণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরহরির লীলাস্মরণে মত্ত থাকিতেন এবং নির্জনে বসিয়া গ্রন্থচর্চা করিতেন।

রাঘব, রাগানুগা ভক্তির অনুশীলন কিভাবে করা যায় শুনিলে ত। কি অভূতপূর্ব আবেশ! কি সুতীব্র অন্তর্দাহ! তজ্জনিত কি কঠোর বৈরাগ্য! রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীব কি এইরূপ সাধনের কথা ধারণা করিতে পারে? এইরূপ অবিচলিত আবেশ ও সুতীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট শ্রীমহামন্ত্র কীর্তনই প্রেমলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সেরূপ না করিয়া দেহগেহাদি চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া কেবল শুকপক্ষীর ন্যায় অনুভূতিহীনভাবে বিক্ষিপ্তচিত্তে মহামন্ত্রের উচ্চারণ করিলে কি প্রেম পাওয়া যাইবে? যে প্রেমহেতু কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুং সমর্থঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের নিকট নিজকে নিত্যকাল অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী বলিয়া মনে করিবেন, তাহা কি এত সহজসাধ্য? অবশ্য শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিগণের যেপ্রকার সুতীব্র অন্তর্দাহযুক্ত আবেশময় ভক্তিসাধন, তাহা কেবল জাতরতি সাধকই হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী আচরণে ব্রতী হইতে যত্নবান্ হইতে পারে। অজাতরতি রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী দেহগেহাসক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবের ইহা চিন্তার অতীত। যে অজাতরতি ব্যক্তি এইরূপ সাধনের অনুকরণ করিবে, তাহার দম্ভবৃদ্ধি হইয়া পতনই সার হইবে।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস নামক জনৈক প্রাচীন পদকর্তা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর একটি সংক্ষিপ্ত চরিত পদ্যাকারে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন –

*** *** ***

"চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ি' করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি-গোবর্ধনে,
দুই গোসাঁই তাহারে দেখিলা॥
ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিলা তা'র জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঁইর আজ্ঞা পায়া, রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া,
বাস করি' নিয়ম করিলা॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি', স্মরণ-কীর্তন করি',
রাধাপদ ভজন যাহার ॥
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণে ত সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্টযুগপ্রিয় মহাশয় ॥
শ্রীরূপের গণ যত, তা'র পদ-আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যা'র জীবে।
সেই আর্তনাদ করি', কাঁদি বলে "হরি হরি,
প্রভুর করুণা হ'বে কবে ॥
হে শ্রীরাধাবল্লভ, গান্ধর্বিকা-বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ !
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥
শ্রীরূপ-সনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ কাঁহা রাখি,"
এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তাঁর গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব,
সভারে করয়ে পরণাম ॥
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখ রুখ অন্নমাত্র সার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি' দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার ॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেই দিনে,
কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
'রাধাকৃষ্ণ' বলি রাখে প্রাণ ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণকথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্তনাদে ॥
'হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন ॥'
কাঁদে গোসাইঁ রাত্রিদিনে, পুড়ি' যায় তনু-মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার,
বিরহে হইল জরজর ॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি', সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি',
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥"

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর ব্যথিত হইয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভু নিজের হাতে নিজের কেশ ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং গোবর্ধন হইতে ভৃগুপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বাসনা লইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে নীলাচল হইতে ব্রজে গমন করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহারা তাঁহাকে দেহত্যাগ করিতে দিলেন না। তাঁহাদের আদেশে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বাস করিয়া ভজন করিলেন। তথায় ছেঁড়া কম্বল পরিধান ও ব্রজোৎপন্ন ফল ও দুধ ইত্যাদি আহার করিতেন। অন্ন আহার করিতেন না। তিন সন্ধ্যা শ্রীরাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণগান, স্মরণ ও নামকীর্তনে রাত্রিদিনের মধ্যে ছাপ্পান্ন দণ্ড* কাটাইতেন। মাত্র চার দণ্ড শুইতেন, তার মধ্যেও আবার স্বপ্নে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে দর্শন করিতেন। এইরূপে তিলমাত্র কালও তাঁহার ব্যর্থ যাইত না। তিনি মনভৃঙ্গরাজকে শ্রীগৌরস্মরণে নিযুক্ত রাখিতেন এবং সর্বদা শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীকে ধ্যান করিতেন। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনকে তিনি অভেদদৃষ্টিতে দেখিতেন এবং শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীরঘুনাথ ভট্ট তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যাঁহারা শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুর অনুগত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতেন এবং শ্রীল জীবপাদের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বাৎসল্যভাব ছিল। তিনি সর্বদা আর্তস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে "হরি হরি! প্রভুর করুণা কবে হবে?" – এইরূপ প্রার্থনা করিতেন। আবার কখনও "হে শ্রীরাধাবল্লভ! গান্ধর্বিকা-বান্ধব! শ্রীশ্রীরাধারমণ! শ্রীশ্রীরাধানাথ! হা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর! হা হা শ্রীকৃষ্ণ-দামোদর! কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিয়া দিন" – এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনায় রত থাকিতেন। যখন শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন অপ্রকটলীলা করিলেন, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধের ন্যায় হইয়া গেল। এই চক্ষুতে বা কি দেখিব, এ নিরর্থক প্রাণ কিজন্যই বা রাখিব – এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি অনুক্ষণ ক্রন্দনরত থাকিয়া কাল কাটাইতেন।

শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার যত গণ, শ্রীভগবানের যত যত অবতার, যে যে স্থানে (শ্রীজগন্নাথের ন্যায়) যত শ্রীবিগ্রহ আছেন, গুপ্ত ও ব্যক্ত সমস্ত লীলাস্থল, যে যে বৈষ্ণবের সঙ্গে সাক্ষাত হইয়াছে এবং যেসব বৈষ্ণবগণের নাম তিনি শুনিয়াছেন, সেসকলকে স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে দৈনিক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিয়োগে সমস্ত ভোগ ত্যাগ করিয়া কেবল শুখারুখা অন্নমাত্র গ্রহণ করিতেন। শ্রীগৌরহরির বিয়োগে অন্নও ছাড়িয়া দিলেন। কেবল ব্রজোৎপন্ন ফল ও গব্য (দুধ ও দই) ভোজন করিতেন, কিন্তু শ্রীসনাতনের বিয়োগে সব ছাড়িয়া দিয়া কেবল জলপান করিয়া প্রাণ রাখিতেন। শ্রীরূপের বিয়োগে জলও ত্যাগ করিয়া কেবল "রাধাকৃষ্ণ" কহিয়া প্রাণ রাখিতেন।

* এক দণ্ড = ২৪ মিনিট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরূপগোস্বামী ও তাঁহার গণকে না দেখিয়া তাঁহাদের বিরহে তাঁহাদের কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে আর শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইবে না! সেই চিন্তায় ব্যথিত হইয়া তিনি অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেন।

"হে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ! হে শ্রীবিশাখে ও শ্রীললিতে! কৃপা করিয়া একবার দর্শন দিন। হা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো, হা শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভো, হা হা শ্রীরূপ-সনাতন!" – এই বলিয়া তিনি দিনরাত ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন। তাঁহাদের অদর্শনজনিত অন্তর্দাহে দেহ ও মন পুড়িয়া যাইত। আবার ক্ষণকালের পর অঙ্গ ধূলিধূসরিত হইত। চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি ছিল না, নিজের দেহ নিজের ভারস্বরূপ বোধ হইত। এইরূপ তিনি বিরহে জরজর হইয়া যাইতেন।

তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতটে পড়িয়া কেবল ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতেন। মুখে বাক্য স্ফূর্তি হইত না কিন্তু (নামকীর্তনহেতু) জিহ্বা ধীরে ধীরে নড়িত, চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইত। এদিকে মনে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি অবিরত বিরাজমান থাকিত।

হে শ্রীরঘুনাথ দাস! আমার (লেখকের) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনি অবশ্য তাহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া শ্রীরাধাবল্লভ দাস আশা করিয়া বসিয়াছে।

দেখ রাঘব, কি অচিন্ত্য এ ভাবাবেশ! শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের অদর্শনহেতু রাগানুগ-ভক্তিসাধকের অনুক্ষণ কি অন্তর্দাহ! সেই অন্তর্দাহে জর্জরিত হইয়া সে আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলিয়া যায়। অনুক্ষণ যাহার এইরূপ অন্তর্দাহজনিত সুতীব্র ব্যাকুলতা বর্তমান, শ্রীকৃষ্ণেতর আবেশ কি কখনও তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করা সম্ভব? সুতরাং সে যে অবশ্য এই গাঢ় আবেশযুক্ত হইয়া দেহত্যাগপূর্বক ইষ্টদেবের বিশেষ কৃপাভাজন হইবে, ইহাতে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ আছে? কি অপূর্ব, কি স্বাভাবিক এ মার্গ! এখানে চেষ্টার আর প্রশ্ন আছে কি?

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের আর্তির কাহিনী

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাবস্থান শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। শ্রীমুকুন্দ দাস তাঁহার ভ্রাতা। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর বৃহদ্‌ব্রতী ছিলেন, কিন্তু শ্রীমুকুন্দ দাস দারপরিগ্রহ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর। একদিন শ্রীমুকুন্দকে কার্যোপলক্ষে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। তিনি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীরঘুনন্দনকে ডাকিয়া তাঁহার গৃহাধিদেবতা শ্রীগোপীনাথের পূজা করিয়া দিতে বলিলেন। শ্রীরঘুনন্দন নিতান্ত ছোট বালক, মন্ত্র ইত্যাদি তাঁহার জানা ছিল না। তিনি তাঁহার ভোগের জন্য লাড়ু আনিয়া তাঁহার (শ্রীগোপীনাথের) হাতে দিয়া "খাও খাও" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কোমলমতি বালকের ব্যাকুল ক্রন্দনে শ্রীগোপীনাথের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত নৈবেদ্য ভোজন করিলেন। শ্রীমুকুন্দ বাড়ীতে ফিরিবার পর যখন শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ চাহিলেন, তখন শ্রীরঘুনন্দন মনের আনন্দে বলিলেন যে, গোপীনাথ ত সমস্ত নৈবেদ্য ভোজন করিয়াছেন, কিছুই অবশেষ রাখেন নাই। এই কথা শুনিয়া শ্রীমুকুন্দ বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কারণ এইরূপ ঘটনা ত আগে কখনও ঘটে নাই। যাহাহউক এই কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আর এক দিন তিনি বাহিরে যাওয়ার ছলনা করিয়া শ্রীরঘুনন্দনকে শ্রীগোপীনাথের পূজা করিতে বলিলেন। কিন্তু বাহিরে না গিয়া তিনি ঠাকুরের ঘরের নিকট একটি ঘরে লুকাইয়া থাকিলেন। শ্রীরঘুনন্দন পূর্বের ন্যায় শ্রীগোপীনাথের হাতে লাড়ু দিয়া "খাও খাও" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অজ্ঞ শিশুমতি বালকের শুদ্ধপ্রেমজনিত ব্যাকুল ক্রন্দনে বিগলিতহৃদয় শ্রীগোপীনাথ তাঁহার হাত হইতে লাড়ু লইয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঠিক এইরূপ সময়ে ঠাকুর ঘর হইতে আর কোন শব্দ না শুনিয়া শ্রীমুকুন্দ হঠাৎ দরজা খুলিয়া দেখেন যে, শ্রীগোপীনাথ লাড়ু খাইতেছেন। তিনি সেখানে পৌঁছানমাত্র শ্রীগোপীনাথ আর লাড়ু খাইলেন না। অর্ধেক লাড়ু তাঁহার হাতেই রহিয়াগেল। পুত্রের এইরূপ ভক্তি দেখিয়া শ্রীমুকুন্দ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীরঘুনন্দনকে কোলাগ্রত করিয়া প্রেমভরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন – "রঘু! তুমি আজ হইতে আমার পিতা এবং আমি তোমার পুত্র হইলাম।" এ সম্বন্ধে পদকর্তা শ্রীউদ্ধব দাস এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"শ্রীরঘুনন্দন অতি, হইয়া হরষমতি,
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
'খাও খাও' বলে ঘন, অর্ধেক খাইতে হেন,
সময়ে মুকুন্দ দেখি' দ্বারে ॥
যে খাইলে রহে তেন, আর না খাইলে পুন,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নন্দন করিয়া কোলে, গদগদ স্বরে বলে,
নয়ানে বরিখে ঘন লোর ॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধবদাস রস ভণে ॥"

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য মহাকবি শ্রীলোচনদাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশঃ ঘোষয়ে প্রচুর ॥
শ্রীমূর্তিকে লাড়ু খাওয়াইল যেই জন।
তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন্ মূঢ় জন ?"
(শ্রীচৈ:ম:সূত্রখণ্ড ৪৪৭-৪৮)

রাঘব, শুনিলে ত শ্রীগোপীনাথকে লাড়ু খাওয়াইতে শ্রীরঘুনন্দনের কি আর্তিযুক্ত ব্যাকুল ক্রন্দন এবং ভক্তবৎসল শ্রীগোপীনাথের শ্রীরঘুনন্দনের প্রতি কি অপার করুণা ! প্রেমবশ শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রেম ও আর্তিতে কিরূপ বশীভূত হইয়া যান দেখিলে ত ! যেখানে শুদ্ধপ্রেমজনিত আর্তি, সেখানে তিনি আর মন্ত্রাদি উচ্চারণরূপ বিধির অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই কারণে শ্রীল সনাতনপাদ তাঁহাকে "হীনার্থাধিকসাধক, বাঞ্ছাতীত-ফলপ্রদ ও ভক্তেচ্ছাপূরণব্যগ্র" বলিয়া তাঁহার রচিত শ্রীলীলাস্তরে কীর্তন করিয়াছেন। সুতরাং আর্তিই প্রেম, আর্তিই ভক্তি।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের হৃদয়বিদারক আর্তি

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর একটি বিরাট জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। পিতামাতা তাঁহার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন জানিয়া তিনি কিরূপে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীব্রজধামে ভজন করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সর্বদা শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যের কথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীরূপসনাতন ও শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনলাভ হইল না, তাঁহাদের সেবার সুযোগ পাওয়া গেল না, এই চিন্তাহেতু তাঁহার অন্তর্দাহ এরূপ চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল যে, তিনি সর্বক্ষণ অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইতেন। তিনি নিজকে শত শত ধিক্কারপূর্বক বিরহসন্তপ্তহৃদয়ে অনাহার ও অনিদ্রায় অহোরাত্র অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার এই অন্তর্দাহজনিত যে ব্যাকুল ক্রন্দন, তাহা ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরির চিত্তকে বিগলিত করিয়া দিল। তিনি এইরূপ আর্তি-ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগৌরহরির ইচ্ছায় একদিন নিদ্রাবিষ্ট হইলে শ্রীগৌরহরি স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। শ্রীনরোত্তম নিজ মস্তকে শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মযুগল ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরহরি তাঁহার বিস্তৃত বাহুযুগলদ্বারা শ্রীনরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্নেহময় মধুর বাক্যে বলিলেন – "নরোত্তম! তোমার আর্তিক্রন্দনে আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না, অচিরেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত শ্রীব্রজধামে যাইবে এবং সেখানে আমার নিজজন, আমার অভিন্নবিগ্রহ বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোকনাথের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য করিবার আছে। তুমি আমার অন্তর্ধানের পর জগতে রাগমার্গীয় ভক্তি প্রচার করিয়া আমার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করিবে। আমার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণের অন্তর্ধানের পর তাঁহাদের প্রচারিত শুদ্ধভক্তি তোমারই দ্বারা এ জগতে আবার বিস্তারিত হইবে।" ইহা বলিয়া শ্রীগৌরহরি অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনরোত্তমের হৃদয়ে বিরহসিন্ধু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। এবং "হা শ্রীগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীগদাধর ও শ্রীগোস্বামিবৃন্দ!" – ইহা বলিয়া উচ্চস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে পদব্রজে যাইতেছিলেন তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া লোকে তাঁহাকে রাজপুত্র জ্ঞান করিতেন এবং এইরূপ একটি রাজপুত্র এত অল্প বয়সে কেন এইরূপ ছুটিতেছে এবং কোনদিকে যাইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কোন উত্তর দিতেন না। সর্বক্ষণ "হা গৌর-নিতাই" বলিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন। লোকে তাঁহাকে ভোজ্যবস্তু, বস্ত্র ও শয্যা ইত্যাদি দিতে চাহিলেও তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। দুই তিন দিন উপবাসের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পর মাঝে মাঝে সামান্য কিছু ভোজন করিতেন। তাঁহার এই যে কঠোর বৈরাগ্য, ইহা কি অভ্যাসদ্বারা সাধ্য হইতে পারে ? না, মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রতি যাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ হইয়াছে, বিষয়ভোগপ্রতি বৈরাগ্যও তাহার স্বাভাবিকই হইয়াথাকে। ইহা কখনও চেষ্টাসাধ্য নহে।

রাঘব – আজ্ঞে, কি শুভক্ষণে আমি আপনার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা চিন্তা করিতে পারিতেছি না। আপনি যে কি অমৃতরস আমাকে পান করাইতেছেন, আমি তাহা জানিতে পারিতেছি না। স্ত্রী ও পুত্রগণের দুর্ব্যবহারহেতু আমার যে মনস্তাপ হইতেছিল তাহা ত আমার স্মৃতিপটে আর নাই। আমার মন সম্পূর্ণ প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। আমি যে কোন্ রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

গুরুজী – শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলা ও ভক্তগণের অচিন্ত্য চিত্তাকর্ষক প্রেম ও আর্তিযুক্ত আচরণের কথা শুনিলে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ মনও প্রশান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত অপ্রাকৃত আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। তখন জীবের আত্মবিস্মৃতি হওয়া স্বাভাবিক। সে কেবল শ্রীভগবান্ ও তদীয় ভক্তগণের স্মৃতিতেই বিভোর হইয়া থাকিবে। দেখ, বাসনার কি প্রভাব ! মহৎকৃপায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাবাসনা হৃদয়ে যতই তীব্র হইতে থাকিবে, উক্ত সেবালাভ হইতে পারিল না বলিয়া তজ্জনিত অন্তর্দাহও সর্বক্ষণ হৃদয়কে ততই বিগলিত করাইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুগঙ্গার প্লাবন ঘটাইবে। শুনিলে ত শ্রীগৌরপার্ষদগণের কি অন্তর্দাহ ও তজ্জনিত কি ক্রন্দন। ইহা কেবল শ্রীগৌরানুগ ভক্তগণের পক্ষেই সম্ভব। কারণ শ্রীগৌর হইলেন বিপ্রলম্ভাত্মক (বিরহাত্মক) ভজনের শিক্ষক।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অভিন্নাত্মা ছিলেন শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু। ইঁহারা সকলেই শ্রীল জীবপাদের শিক্ষাশিষ্য। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বৃহদ্‌ব্রতী ছিলেন কিন্তু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তথাপি শ্রীল নরোত্তমঠাকুর তাঁহার প্রার্থনায় "দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস" এইরূপ উল্লেখ করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যের তিরোধানের পর তিনি সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির বিরহবিধুর হইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্দাহকেই কোটিগুণিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। সেই প্রার্থনা এইরূপ –

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্যঠাকুর ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পায়া কাঁদে নরোত্তম দাস॥"

"পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥" – এই প্রার্থনা হইতে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগৌর ও তাঁহার প্রিয়জনগণের বিরহহেতু যে অচিন্তনীয় দুঃখ জাত হইত ও ইঁহাদের সঙ্গ আর পাওয়া যাইবে না – এই চিন্তা করিয়া অন্তরে যে তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইত তাহার স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। হৃদয়ে অন্তর্দাহ কোন্ সীমায় পৌঁছিলে পাষাণে মাথা কুটিতে ও অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। ভক্ত ও শ্রীভগবানের সেবার অভাববোধহেতু হৃদয়ের অন্তর্দাহ এই সীমায় পৌঁছিতে পারিলেই সাধন ঠিক রাস্তায় আছে বলিয়া জানা যাইবে। ইষ্টদেব ও তাঁহার নিজজনগণের প্রতি গাঢ় প্রীতি না থাকিলে এ অবস্থা হইবে না। সেই কারণে অন্তর্দাহকেই প্রেম বলা হইয়াছে।

অন্তর্দাহই ভক্তি বলিয়া শ্রীজীবপাদের মত

শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের প্রতি জীবের সাম্মুখ্য বিষয়ে শ্রীভগবানের কৃপা প্রাথমিক কারণ হইলেও তাহা গৌণ। কারণ সাধারণতঃ জীবগণ অনন্ত দুরন্ত সংসার-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও ভগবদ্‌বিমুখ জীবগণের প্রতি তাঁহার কৃপা স্বতন্ত্ররূপে প্রবৃত্ত হয় না, যেহেতু তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব তাহার কারণ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কৃপা হইল একটি চিত্তবিকার। অপরের দুঃখ নিজ চিত্তকে স্পর্শ করিলেই কৃপারূপ চিত্তবিকার জাত হয়। পরন্তু শ্রুতিশাস্ত্রানুযায়ী শ্রীভগবান্ সর্বদা কেবল পরমানন্দরসস্বরূপ এবং সর্বপাপবিমুক্ত হওয়ায় জীব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। সূর্যে অন্ধকারের যোগ যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ তাঁহার (শ্রীভগবানের) চিত্তে তমোগুণময় দুঃখের স্পর্শ অসম্ভব। জীবের দুঃখ যখন তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে পারিতেছে না, তখন তাঁহার চিত্তে কৃপার উৎপত্তি বা হইবে কিরূপে ? ইহা হইতে জানা যায় যে, জীবের সাংসারিক দুঃখ শ্রীভগবানের কৃপার কারণ হয় না। কিন্তু "সেই পরমেশ্বরই এই দুঃখময় সংসারে আমার একমাত্র গতি" – এইরূপ দৈন্যাত্মিকা ভক্তির সম্বন্ধহেতুই তাঁহার কৃপা হইয়া থাকে। কুম্ভীরগ্রস্ত গজরাজের উদ্ধারই ইহার প্রমাণ। শ্রীভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তকোটি-পুরুষগণে প্রবিষ্ট হইয়া সেই ভক্তগণের অন্তর্দাহজনিত দৈন্যহেতু তাঁহাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাভাব জাত করায়, তাহাকেই "ভক্তি" বলা যায়। দৈন্যসম্বন্ধহেতু সেই কৃপা অধিক পরিমাণে উচ্ছলিতা হয়।

অতএব অন্তর্দাহহেতু যে স্থানে দৈন্যের আধিক্য, সেই স্থানেই কৃপার আধিক্য দেখা যায়। অতএব অন্তর্দাহই ভক্তি বলিয়া শ্রীজীবপাদের উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায়।

আবার সেই শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬২তম অনুচ্ছেদে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন – "মরণকালে মনুষ্যগণের যে দৈন্যের উদয় হয়, ইহা শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপালাভের দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ এই দৈন্যকেই দ্বাররূপে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইয়া থাকে।"

অতএব জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুসময়েও অন্তর্দাহই ভগবৎকৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুর লেখনীতে অন্তর্দাহের স্থান

তাঁহার রচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন – "শ্রীভগবানের পরম অনির্বচনীয় ও পরমপ্রসিদ্ধ প্রসাদভাজন শ্রীমতী রাধিকাদি ব্রজগোপীগণের কথা শ্রীউদ্ধবের স্মৃতিপটে উদিত হইল। তজ্জন্য তাঁহার প্রেমসম্পত্তিবৈভবের কথা স্মরণপূর্বক তিনি ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। 'প্রেমসম্পত্তির বৈভব' বলিতে আর্তিযুক্ত রোদনাদিকেই বুঝায়।" (১।৬।১৯-২১)

"প্রিয়জনের বিরহই দাবানল। তাহা অন্তরে ও বাহিরে পরমসন্তাপদায়ক। অর্থাৎ সেই প্রিয়জনের বিরহানলবেগ হইতে অন্তরে যে পরম সন্তাপ জাত হয়, সেই দুরন্ত সন্তাপ বা শোকের আবেশে অভিভূত হইলে অন্তরে প্রগাঢ় দুঃখ জাত হয়। সেই দুঃখ কি জাতীয় ? তাহা প্রেম হইতেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উৎপন্ন। অতএব তাহা বাহিরে দুঃখের ন্যায় প্রতীত হইলেও অন্তরে অত্যন্ত আনন্দময়ই হইয়া থাকে।" (শ্রীবৃ:ভা: ১।৭।১২৫)

"যদি বলা যায়, 'সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ' এই ন্যায়ানুসারে বিরহজনিত শোকদুঃখের নিবৃত্তির পর আনন্দরাশির স্ফূর্তি হয়, হউক; কিন্তু শোককালে ত কেবল দুঃখ, সুতরাং সেই অবস্থায় আনন্দরাশির স্ফূর্তি অতীব অসঙ্গত। যেহেতু ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ভজনানন্দ অধিক এবং ভজনানন্দ অপেক্ষা প্রেমানন্দ অধিক। সুতরাং বিরহ-শোকার্তিকালে সেই প্রেমানন্দের উদয় অসঙ্গত বোধ হইতেছে। না, তাহা অসঙ্গত নহে। কারণ বিচার করিলে জানা যাইবে যে, সেই দুঃখও সুখস্বরূপ। সেই কারণে যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর, তাঁহারাও সেই মহা শোকার্তি-ক্রন্দনাদিরূপ ভাবের স্থায়িত্ব কামনা করিয়া থাকেন এবং সেই আর্তির অভাব হইলে অত্যন্ত দুঃখিত হন। কার্যেও দেখাযায় যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরচিত্তে সেই ভাবের (আর্তির) অভাব হয় না। অতএব ইহা দুঃখ নহে, সুখই। যেহেতু কেহ কখনও দুঃখ কামনা করে না, অতএব সেই ভাব (আর্তি) দুঃখের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পাইলেও তাহা সুখেরই চরম সীমা।

ভগবৎসম্বন্ধীয় বিরহার্তি ভক্তবিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ ভক্তগণেরই সর্বথা বিরহার্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই মন্তব্য গোপীজন ব্যতীত অন্যভক্তবিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। যেহেতু, গোপীগণের বিরহার্তি কদাপি শান্ত হয় না। এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমে রত থাকিয়াও ভাবী বিরহ আশঙ্কায় তাঁহাদের দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে।*** আচ্ছা, তাঁহারা বিরহবহ্নি ভোগ করিতে চাহেন কেন ? এ বিষয় চিন্তা করিলে জানা যায় যে, তাঁহাদের পক্ষে বিরহানলও পরমসুখস্বরূপই হইয়া থাকে। এই কারণে অশেষ ভক্তবৃন্দ অথবা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমজনগণের অপেক্ষা গোপীগণের মাহাত্ম্যই সর্বাধিক বলিয়া জানা যায়। (শ্রীবৃ:ভা: ১।৭।১২৮)

ব্রজগোপীগণের বিরহানলতাপও পরমসুখদ হয় কেন, এ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা আলোচনীয়।

"বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ,
মুখ জ্বলে, ন যায় ত্যজন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥
(মধ্য ২।৪৪-৪৫)

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (২।১৮)
পীডাভির্নবকালকূট-কটুতা-গর্বস্য নির্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি! নন্দনন্দনপরো জাগর্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥"

কাঁচা আখের থেকে পোড়া আখ আরও অধিক মিষ্ট হয়। এই পোড়া আখকে চিবাইবার সময় ইহার তাপে মুখ পুড়িয়া গেলেও ইহা এত মিষ্ট যে, ইহাকে মুখ হইতে কাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ যাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের বিরহহেতু তাহার বাহিরে বিষজ্বালা হইলেও অন্তরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মধুময় স্মৃতিহেতু পরমানন্দের উদ্‌বেলন হইতে থাকে। সুতরাং অমৃতস্বরূপ সেই স্মৃতিকে ছাড়া যায় না। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত দুঃখকে বিষ ও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মধুময় স্মৃতিকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং প্রেমিক ভক্তের অনুভূতি বিষামৃতের একত্র মিলনের ন্যায়ই হইয়া থাকে।

দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীনান্দীমুখীকে বলিতেছেন – "হে সুন্দরি! শ্রীনন্দ-নন্দনবিষয়ক প্রেম যাহার অন্তরে জাগ্রত হয়, তাহার বক্র অথচ মধুর বিক্রম কেবল সেই ব্যক্তিই স্পষ্টরূপে জানিতে পারে। এই প্রেমের এরূপ পীড়া যে, ইহা নূতন কালকূটের কটুত্বরূপ গর্বকে বিদূরিত করিয়া দেয়। আবার যখন এই প্রেমের আনন্দধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, তখন অমৃতের মাধুর্যজনিত অহঙ্কারকেও ইহা সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। অর্থাৎ এই অন্তর্দাহরূপ পীড়া কালকূটের কটুতা হইতে যেরূপ বহুগুণে অধিক সেইরূপ প্রেম হইতে জাত আনন্দামৃতের আস্বাদন হইতেও বহুগুণে অধিক।

উৎকট শ্রীকৃষ্ণবিরহহেতু শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরহরির যে অবস্থা হইত, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন –

"তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রিদিনে,
এই কাল না যায় কাটন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥”
(শ্রীচৈ:চ: মধ্য ২।৫১)

অর্থাৎ হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার অদর্শনহেতু দিবারাত্রির প্রত্যেকটি মুহূর্তই নিতান্ত অধন্য অর্থাৎ নিন্দার্হ মনে হইতেছে। কাল কাটে না। হে অনাথবন্ধো ! তোমা বিহ্নে আমি অনাথ হইয়া পড়িয়াছি। তুমি ত অপার করুণাসিন্ধু। তোমার অনাথবন্ধু নাম সার্থক করিয়া আমাকে কৃপাপূর্বক একবার দর্শন দাও।

রাঘব, দেখ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত তীব্র বিরহবহ্নিজ্বালা-জর্জরিতা গোপীশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর কি দয়নীয় অবস্থা ! সেই কারণে তিনি ব্যাকুলিতা হইয়া “হে অপারকরুণাসিন্ধো ! হে অনাথবন্ধো ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! এ অনাথিনীকে একবার দর্শন দিয়া তাহার বিরহজ্বালাসন্তপ্ত প্রাণকে শীতল কর” এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। সেই শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরহরিও সেইরূপ বিরহব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। একবার চিন্তা করিয়া দেখ ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতি কোন্ ভূমিকায় পৌঁছিলে তাঁহার দর্শনের জন্য ভক্তহৃদয়ে এইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা জাগিবে ও তজ্জনিত অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইবে। ইহাই ভক্তির সর্বোচ্চ ভূমিকা। সেইজাতীয় মহতের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কেহ চেষ্টা করিয়া কখনও এই ভূমিকায় যাইতে পারে না।

“কোনপ্রকারে প্রিয়জনের স্মরণ করানই তাঁহার জীবনদান বলিয়া জান। যেহেতু প্রাণাধিক প্রিয়জনের কোন সময়ে যদি বিস্মরণ হয়, তবে তাহা মরণ হইতেও নিন্দনীয় ও ধিক্কারাস্পদ। অতএব প্রিয়জনের বিস্মরণ মরণ হইতেও অধিকতর দোষাবহ। অথবা প্রিয়জনের স্মৃতিহীন হইয়া বাঁচা অপেক্ষা মরণ বরং ভাল। কারণ প্রিয়জনের বিস্মরণ অতীব নিন্দনীয়।

আচ্ছা, এইরূপ প্রিয়জনের ক্ষণকালমাত্র বিস্মরণ যদি অসম্ভব, তাহা হইলে সর্বদা তাঁহার স্মরণদ্বারা কি উপকার হইবে ? উত্তর শোন, একথা সত্য যে, কেবল স্মরণমাত্র উপকারক নহে; কিন্তু পরমমনোহররূপ যে স্মরণ, তাহাতেই তাদৃশ উপকার হইয়া থাকে। নিজ জীবনকে যেরূপ কেহ বিস্মৃত হয় না, সেইরূপ প্রিজনের বিস্মৃতিও সম্ভবপর নহে। যদিও কদাপি প্রিয়জনের স্মরণের অভাব হয় না, সর্বদা তাঁহার স্মৃতি বর্তমান থাকে, তথাপি তাঁহার বিশেষ স্মৃতিই উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় পরমসুখ দিয়াথাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলা যায় যে, মহোৎসবাদি সুখরহিত ও দারিদ্র্যাদি দুঃখযুক্ত জীবন যেরূপ শোকেরই কারণ হইয়া থাকে, পরন্তু নিত্য বিচিত্র মহোৎসবময় জীবনই প্রকৃষ্টরূপে আনন্দের কারণ হয়, সেইরূপ প্রেম বিনা প্রিয়জনের স্মরণও সুখের কারণ হয় না। অর্থাৎ প্রেমের বিচিত্র পরিপাকময় প্রতিক্রিয়াবিশেষের সহিত যে স্মরণ, তাহাই উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় আনন্দদায়ক হইয়া থাকে।" (শ্রীবৃ:ভা: ১।৭।১২৯-৩০)

পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের উক্তি হইতে ইহাই জানা যায় যে, কেবল শ্রীকৃষ্ণস্মরণ শুদ্ধভক্তের কাম্য নহে। ইহা পূর্বেও তোমাকে বলিয়াছি। অবশ্য শাস্ত্রে "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥" (শ্রীভ:স: ৯৪ অনু: ধৃত পাদ্মবচন) অর্থাৎ সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত – ইহাই মূলবিধি এবং কদাপি তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না, ইহাই মূল নিষেধ। অন্য সকল বিধিনিষেধ ইহারই অধীন। এইরূপ উক্তি আছে। নিতান্ত সংসারাসক্ত লোকের জন্য শাস্ত্রে এই উপদেশ। কারণ যে কোন মতে অনুক্ষণ শ্রীবিষ্ণুর স্মরণদ্বারা সংসারমুক্তি হইয়া থাকে। এমন কি কংসাদির ন্যায় শত্রুরূপে অনুক্ষণ তাঁহার স্মরণদ্বারাও মুক্তি পাওয়া যায়। ইহা শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির অদ্ভুত ফল। অবশ্য এই ফল শুদ্ধভক্তের কাম্য নহে। কারণ সর্বদা ইষ্টদেবের সেবা করিয়া তাঁহার সুখসম্পাদন করাই শুদ্ধভক্তের একমাত্র কাম্য। মুক্তিতে ইষ্টদেবের সঙ্গে সেবাসম্পর্ক থাকে না বলিয়া ভক্ত মুক্তিকামনা ত করেই না, বরং মুক্তিকে ধিক্কার করে। অবশ্য মুক্তিতেও আনন্দ আছে, কিন্তু মুক্তি হইতে প্রাপ্ত আনন্দ হইতে সেবানন্দ কোটিগুণ অধিক। মুক্তি খাতোদক হইলে প্রেম মহাসমুদ্রতুল্য। মুক্তিতে ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতির লেশমাত্রও থাকে না, থাকে কেবল ত্রিতাপজ্বালা হইতে উদ্ধারলাভরূপ নিজের স্বার্থসিদ্ধিবাসনা; কিন্তু শুদ্ধভক্তহৃদয়ে স্বস্বার্থসিদ্ধিবাসনার লেশমাত্রও থাকে না। কিরূপে সর্বতোমুখী সেবাদ্বারা ইষ্টদেবের সুখসম্পাদন করিবে, এই চিন্তা সর্বদা তাহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে এবং সে সাধ্যাতিরিক্ত সেবা করিলেও প্রীতির আধিক্যহেতু কিছুই সেবা করিতে পারিল না বলিয়া তাহার বিচার হয় এবং উক্ত সেবার অভাববোধহেতু তাহার অন্তর্দাহ উদিত হইয়া তাহাকে সর্বদা দুঃখে জরজর করিতে থাকে। কিন্তু এই দুঃখই সে চাহে। কারণ ইহাতে প্রিয়জনের সেবাচিন্তা থাকায় ইহা পরমসুখাবহই হইয়া থাকে। সুতরাং ইষ্টদেবের প্রীতিযুক্ত স্মরণই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরমসুখাবহ এবং এইরূপ স্মরণই শুদ্ধভক্তের সর্বদা কাম্য হইয়া থাকে। ইহাতে তৃপ্তি থাকে না। এ সম্বন্ধে শ্রীল সনাতনপাদের উক্তি শোন।

শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন – "হে শ্রীকৃষ্ণ! আনন্দস্বরূপ আপনার অনুগ্রহে ভক্তিতে ও প্রেমে যেরূপ কখনও কাহারও তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রার্থিত বর।"

অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহাদি চরম সীমায় পৌঁছিলেও "পরিপূর্ণ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি," এই বুদ্ধি যেরূপ কখনও কাহারও না হয়। (শ্রীবৃ:ভা: ১।৭।১৩৫)

অবশ্য ভক্তিতে ইষ্টদেবের প্রতি প্রীতির গাঢ়তাহেতু যতই ভক্তি করাযাউক না কেন তাহাতে কখনও তৃপ্তি আসে না। ইহাই প্রেমযুক্ত সেবার স্বরূপ। কিন্তু অজাতরতি কর্মাধিকারী যে ভক্তি করে, তাহার হৃদয়ে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যহেতু তাহা প্রেমযুক্ত ত হয়ই না বরং তাহাতে স্বসুখবাসনাই পরিপূর্ণ থাকে। ইহা ভক্তি নহে – ভক্ত্যাভাসমাত্র। এইরূপ সগুণা ভক্তিতে তৃপ্তি জাত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জাতরতি ভূমিকায় অনুষ্ঠিত নির্গুণা ভক্তি ও অজাতরতি ভূমিকায় অনুষ্ঠিত সগুণা ভক্তির মধ্যে ইহাই পার্থক্য। সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ লোকে ইহা বুঝিতে না পারিয়া ভক্ত্যাভাসকেই সাধনভক্তি মনে করিয়া পথভ্রষ্ট হন। সাধকের হৃদয়ে রজোগুণের প্রাবল্যহেতু এইরূপ ভক্ত্যাভাস বা সগুণা কর্মমিশ্রা ভক্তিকে শুদ্ধভক্তি জ্ঞান হইয়া তাহাতে তৃপ্তি জাত হয়। পরিণামে ভক্ত্যুত্থ দৈন্য পরিবর্তে দম্ভবৃদ্ধিই সার হইয়া থাকে। সুতরাং যেস্থানে তৃপ্তি আসিতেছে, জানিতে হইবে যে তাহা ভক্তি নহে, কেবল কর্মই।

প্রেমের স্বভাবসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে –

"প্রেমের স্বভাব – যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে – কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥"

(অন্ত্য ২০।২৩)

প্রেমের স্বরূপগত স্বভাব এইরূপ যে, যাহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম জাত হইয়াছে, সে মনে করে যে, তাহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের গন্ধমাত্রও নাই। এই চরম অতৃপ্তিই প্রেমবান্ ভক্তের স্বভাবসিদ্ধ গুণ। ভক্তিতে অতৃপ্তি থাকিলে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধ হইয়া দৈন্য জাত হয়। এবিষয়ে শ্রীল সনাতনপাদের উক্তি এইরূপ –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ভক্তিবিষয়ে নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়া হৃদয়ে যে আর্তি জাত হয়, তাহাকেই দৈন্য বলা যায়। এইরূপ দৈন্যযুক্ত ব্যক্তির প্রতিই শ্রীভগবানের কৃপা অধিক হইয়া থাকে।" (শ্রীবৃ:ভা: ১।৭।১৫৩)

শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুও শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন – "দৈন্যযুক্ত ব্যক্তির হৃদয়েই ভক্তি অধিক উচ্ছলিতা হয়।" এইরূপ দৈন্যার্তিযুক্ত ব্যক্তির ভক্তিসাধনে কদাপি তৃপ্তি আসে না। এ সম্বন্ধে শ্রীল সনাতনপাদ উল্লেখ করিয়াছেন – "প্রেমই ভক্তির পরম ফল এবং তৃপ্তির অভাবই এই পরম প্রেমের স্বভাব। (শ্রীবৃ:ভা: ২।২।২১০)

রাঘব – কোন কার্য করিলে সেই কার্য যদি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাতে তৃপ্তিজাত হওয়া ত স্বাভাবিক কথা, কিন্তু শ্রীল সনাতনপাদের উক্তি উদ্ধার করিয়া ভক্তি সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাতে সর্বক্ষণ চরম অতৃপ্তিই থাকে বলিয়া আপনি বলিতেছেন। এইরূপ অতৃপ্তি জাত হওয়া ত অস্বাভাবিক বলিয়া আমার মনে হয়। সুতরাং শ্রীল সনাতনপাদের এই উক্তির মর্ম ঠিকভাবে বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

গুরুজী – তুমি যাহা বলিলে তাহা কর্মভূমিকার কথা। জীব তাহার হৃদয়স্থ রজস্তমোগুণপ্রেরিত হইয়া নিজ চেষ্টায় যাহা করে, তাহা কর্মপদবাচ্য। এই ভূমিকায় অনুষ্ঠিত ভক্তিও সেইরূপ স্বরূপতঃ কর্মই হইয়া থাকে। তাহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া তাহা আরোপসিদ্ধা ভক্তিপদবাচ্য। ইহাই শ্রীজীবপাদ শ্রীভ:স: ২১৭তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ ভক্তিকে ভক্তি না বলিয়া শাস্ত্রে কর্মার্পণই বলা হইয়াছে। এই ভক্তি সগুণা হওয়ায় ইহা সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে ইহাতে তৃপ্তি আসিয়া যায় এবং এই তৃপ্তিহেতু ভক্তি ঠিক হইতেছে বলিয়া নিজকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান বোধে দম্ভবৃদ্ধি হয়। এই দম্ভ ভক্তিসাধনের ঘোর পরিপন্থী। অতএব যেখানে ভক্তিসাধনে তৃপ্তি আসিতেছে, তাহাকে কদাপি ভক্তি বলা যাইবে না, তাহা কর্মমিশ্রা ভক্তি বা কর্মার্পণমাত্র।

তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তি জীবের জড়েন্দ্রিয়সাধ্য কর্মসামান্য নহে। ইহা হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত। অতএব তাঁহার প্রতি সেইরূপ প্রীতিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সুখী করিবার উদ্দেশ্যে যে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তিপদবাচ্য। তাহা শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির কোন অঙ্গ না হইয়া ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্যের ন্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাহিরে জানাগেলেও তাহাই শুদ্ধভক্তি। যেরূপ গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণকে গালি দেওয়া ও শ্রীনন্দমহারাজের স্বীয় পাদুকাকে শ্রীগোপালকে মাথায় থুইয়া আনিতে বলা ইত্যাদি বাহিরে গর্হিত কার্য বলিয়া মনে হইলেও তাহাই শুদ্ধভক্তি। কারণ তাহাতে গোপীগণের বা শ্রীনন্দমহারাজের স্বীয় সুখবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই সেখানে একমাত্র লক্ষ্য। অতএব কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক যেসব অনুষ্ঠান, তাহাতে তৃপ্তির অভাব পরিলক্ষিত হওয়া অতি স্বাভাবিক কথা।

এই জগতেও দেখাযায় যে, খাদ্যলোভী ব্যক্তিকে যতই সুখাদ্য দেওয়া যায় সে কখনও তৃপ্ত হয় না। আরও কিরূপ অধিক হইতেও অধিক খাইবে, সেই বাসনা তাহার হৃদয়ে সর্বদা বলবত্তর হইয়া খাদ্য অন্বেষণে তাহাকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখে। এই অন্বেষণে তাহার কখনও তৃপ্তি আসে না। ইহা তাহার খাদ্য প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিরই নিদর্শন।

আবার যে ব্যক্তি স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সে সর্বদা স্ত্রীর সঙ্গে থাকিলেও তাহার তৃপ্তির লেশমাত্রও হয় না। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও সে সর্বদা স্ত্রীসঙ্গের অভাবই উপলব্ধি করিতে থাকে। জড় বস্তুর উপভোগের সম্বন্ধে এই অতৃপ্তির কথা কবিবর রাধানাথ উৎকল ভাষায় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"সুন্দরে তৃপ্তির অবসাদ নাহিঁ।
যেতে দেখুথিলে নূআ দিশুথাই ॥" (চিলিকা)

অর্থাৎ সৌন্দর্যলোলুপ চক্ষু যতই সুন্দরবস্তু দেখুক না কেন তাহাতে কখনও তৃপ্তি হয় না। সে যতই দেখিতে থাকে, তাহাকে ততই নূতন বোধ হইতে থাকে। অর্থাৎ যেন সে কখনও এইরূপ সুন্দর বস্তু পূর্বে কোন দিন দেখে নাই। এইবার প্রথমই ইহা দেখিতেছে – এই বিচার তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাতে স্বাভাবিকভাবে অতৃপ্তি জাত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিতে তাহার প্রবৃত্তি বলবত্তর হয়।

সেইরূপ হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যতই মুহুর্মুহু অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাতে তৃপ্তি জাত না হওয়াই স্বাভাবিক কথা। সেইজন্য শ্রীগৌরহরি বলিলেন –

"আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ ॥"
(শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীনামকীর্তনে আনন্দসমুদ্র বর্ধিত হয় ও প্রতিপদ উচ্চারণ করিবার সময় পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় তাহাতে তৃপ্তি আসিবে কিরূপে ? অতএব ইহা অস্বাভাবিক নহে, অতি স্বাভাবিক কথা। তবে অজাতরতি কর্মাধিকারীর ইহা উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। কেবল জাতরতি ভক্তের হ্লাদিনীশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়েই ইহা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

এইরূপ ভক্তিযাজনে সর্বদা অতৃপ্তিহেতু হৃদয়ে তীব্র অভাববোধ জাত হইয়া থাকে। সেই অভাববোধহেতু যে সুতীব্র আর্তি জাত হয়, সেই আর্তিযুক্ত হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনরূপ যে আহ্বান, তাহা অতিসত্বর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। তখন তিনি কৃপার্দ্র হইয়া সেই আর্ত ভক্তকে দর্শনও দিয়া থাকেন। এ বিষয়ে শ্রীল সনাতনপাদ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"সরলভাবে ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবানের নামকীর্তন করিলে, সেইপ্রকার ভক্তের আহ্বানে শ্রীভগবান্ তাহার সম্মুখেই আবির্ভূত হন। বস্তুতঃ শ্রীনামকীর্তন সিদ্ধমন্ত্রবৎ দুর্লভতর বস্তুকে দূর হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।" (শ্রীবৃ:ভা: ২।৩।১৬৪)

এখানে সরলভাবে অর্থ প্রেম ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন অভিসন্ধি না রাখিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে অর্থাৎ কবে প্রেম পাইব সেই চিন্তাহেতু অন্তর্দাহে জর্জরিত হইয়া – ইহাই বুঝিতে হইবে।

"কোন কোন রসজ্ঞ নামসঙ্কীর্তনকেই প্রেমের স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, নামসঙ্কীর্তনই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। কারণ, পরিস্ফুট আর্তি অর্থাৎ প্রাণের ব্যাকুলতার সহিত নিজের সেই ইষ্টনাম সঙ্কীর্তন করিলে ইহা প্রেমযুক্ত হইয়া স্বতঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ সঙ্কীর্তনে প্রেম আবির্ভূত হয়, আবার প্রেমের সহিত সঙ্কীর্তনও সিদ্ধ হয়। অতএব নামসঙ্কীর্তন ও প্রেম উভয়ে উভয়ের কার্য-কারণ সম্বন্ধহেতু অভেদ বলিয়া সিদ্ধ হইল। কিন্তু প্রেমবিশেষের দ্বারা নামসঙ্কীর্তনে যে আর্তির উদয় হয়, তাহার তুলনা নাই। তথাপি এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে, বর্ষাকালে মেঘ বিনা চাতকসকল যেরূপ আর্তনাদ করে, রাত্রিকালে পতিবিয়োগবিধুরা চক্রবাকী ও কুররী প্রভৃতি যেরূপ কাতরস্বরে চিৎকার করিয়া প্রিয়কে আহ্বান করে, সেইরূপ ভক্তগণও পরমবিরহহেতু জাত প্রেমার্তিতে অভিভূত হইয়া নামসঙ্কীর্তন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবৎবিরহব্যথায় ব্যথিত হইয়া বিচিত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধুর গাথাপ্রবন্ধ* সহকারে ভগবানের নামসঙ্কীর্তন করিয়া থাকেন। বিরহদ্বারা আবির্ভাবিত পরম প্রেমের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ পরম আর্তির সহিত বিচিত্র মধুর গাথা-প্রবন্ধে শ্রীভগবন্নামকীর্তনই কর্তব্য এবং ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য। (শ্রীবৃ:ভা: ২।৩।১৬৬-৬৭)

এখানে গ্রন্থকার শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ শুদ্ধভক্তির সাধনসম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন দিয়াছেন। ইষ্টদেবের প্রতি প্রেমহেতু তাঁহাকে স্বীয় হৃদয়ের ভাব জানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার যে আহ্বান, তাহাই শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ সাধন। এই আহ্বান কিরূপে হইয়া থাকে, ইহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, মেঘ বিনা চাতকের আর্তনাদ ও রাত্রিকালে পতিবিয়োগবিধুরা চক্রবাকী ও কুররী পক্ষীর কাতরস্বরে প্রিয় পতির পরমার্তিযুক্ত আহ্বানের ন্যায় পরমবিরহ হইতে জাত প্রেমার্তিতে অভিভূত স্বতঃস্ফূর্ত নামসঙ্কীর্তনই শুদ্ধভক্তির সাধন। পত্নী পতি-বিরহে ব্যথিতা হইয়া পতিকে আহ্বান করা তাহার হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। এখানে চেষ্টার সামান্যতম আবশ্যকতাও নাই। কারণ চেষ্টা করিয়া কাহাকেও ভালবাসা যায় না। ভালবাসা হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। অতএব শুদ্ধভক্তের যে শ্রীনামকীর্তনরূপ সাধনের কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল জাতরতি সাধকের জন্যই উদ্দিষ্ট। ইহা রজস্তমোগুণাবিষ্ট পৃথগ্‌ভাব অজাতরতি সাধকের জন্য উদ্দিষ্ট নহে।

আবার উক্ত গ্রন্থের (শ্রীবৃ:ভা: ২।৪।৫) শ্লোকে তিনি 'ভক্তিযোগ' শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার টীকায় তিনি লিখিয়াছেন – "ভক্তিরেব যোগঃ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্ত্যুপায়ঃ; ভগবচ্চরণারবিন্দসংযোগরূপো বা"। 'ভক্তিযোগ' শব্দের অর্থ হইল এই যে, ভক্তিই যোগ বা যোগসূত্র। ইহা কাহার যোগসূত্র ? বৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্তির যোগসূত্র। অর্থাৎ এই ভক্তিযোগ সাধককে ভগবচ্চরণারবিন্দের সঙ্গে যোগযুক্ত করায়।

ইহা হইতে সূচিত হইতেছে যে, শ্রীনামসংকীর্তনরূপ যে ভক্তিযোগ তাহা প্রেমসূত্রে সাধকের চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে সংযোগ করে। প্রেম বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রেমহেতু যে সংযোগ, তাহাই সর্বোত্তম ও অবিচ্ছেদ্য এবং ইহাতে আর্তি থাকাও স্বাভাবিক। কেবল জাতরতি ভূমিকায়ই ইহা সম্ভব।

---

* গাথাপ্রবন্ধ – শ্রীভগবানের প্রশংসাসূচক সঙ্গীতবিশেষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(শ্রীবৃ:ভা: ২।৪।৫১) শ্লোকে সেই পরতত্ত্বের বোধ বা অনুভব কিরূপে হইবে তাহা বলিতেছেন – কেহ নিজে অনুভব না করিয়া সেই তত্ত্বকে সম্যগ্‌ভাবে জানিতে পারিবে না।

এই সম্যগনুভবের উপায় হইল সেই ভগবান্‌ ও তদীয় পরিকরাদির শরণাগত হইয়া তাঁহাদের ভাব চিন্তা করিতে করিতে যখন সেই ভাব ব্যতীত অন্য পদার্থের স্ফূর্তি-স্মরণাদির বিরাম ঘটিবে, তখনই সেই স্বানুভব-সামর্থ্যদ্বারা সেই তত্ত্ব জানা যাইবে। এতদ্‌ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

সুতরাং এই যে শ্রীভগবান্‌ ও তাঁহার পরিকরাদির ভাব চিন্তা করিবার বিষয় বলিলেন, এই চিন্তা এরূপ প্রবল হইবে যে, ইহারই প্রভাবে রজস্তমোগুণজনিত যে ভগবদিতর চিন্তা বা প্রাকৃত চিন্তা তাহা সম্পূর্ণরূপেই স্বতঃ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। অর্থাৎ চিত্ত স্বচ্ছ হইয়া যাইবে। সেই স্বচ্ছচিত্তেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীভগবানের অনুভব সম্ভব। চিত্তে ইতর বাসনা থাকা পর্যন্ত শ্রীভগবদনুভব সম্ভব নহে। কারণ ইতর বাসনা হইল রজস্তমোগুণের কার্য ও ভগবচ্চিন্তা হইল স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তির কার্য।

রাঘব – মায়াবদ্ধ জীবমাত্রে ত রজস্তমোগুণাবিষ্ট। আপনার কথা হইতে জানা যাইতেছে যে, তাহারা ত ভগবচ্চিন্তা করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তাহারা প্রেম পাইবে কিরূপে ?

গুরুজী – এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে (শ্রীভা: ১১।২০।৮ শ্লোকে) বলিয়াছেন যে, যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপাহেতু যাহার শ্রীভগবৎকথায় শ্রদ্ধা জাত হইয়াছে, সে রজস্তমোগুণাবিষ্ট কর্মাধিকারী হইলেও ভগবদিচ্ছায় পরবর্তিকালে তাহার আবার সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে এবং সেই সাধুর কৃপায় শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানবাসনা তাহাতে সঞ্চারিত হয়। তখন তাহার হৃদয় রজস্তমোগুণাবিষ্ট থাকিলেও মহৎকৃপালব্ধ হ্লাদিনীর বৃত্তিস্বরূপা এই ভগবৎসুখচিন্তা তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করে। তখন সে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানে যত্নবান্‌ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই ভগবৎসুখানুসন্ধিচ্ছা স্বচ্ছ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। ইহার জন্য কোন যত্নের আবশ্যকতাই নাই কিন্তু এখানে হৃদয় স্বচ্ছ না হওয়ায় এই সুখানুসন্ধানের জন্য যত্নের আবশ্যকতা হইয়া থাকে; অর্থাৎ হৃদয় হইতে ইতর বাসনাকে বলপূর্বক দূর করিয়া শ্রীভগবানের সুখচিন্তা করিতে হয়। তজ্জন্য এই সুখচিন্তা বা প্রীণনকে প্রীণন না বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে 'প্রীণনাভাস'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ ইহা ইতরবাসনাহীন স্বচ্ছ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি নহে। তথাপি এই প্রীণনাভাসের প্রভাবও কম নহে। ইহা হ্লাদিনীবৃত্তির আভাস হওয়ায় আলোকস্থানীয় ও রজস্তমোগুণোত্থ স্বসুখবাসনা হইল অন্ধকারস্থানীয়। অতএব মহৎকৃপাপ্রার্থনাপূর্বক এই প্রীণনাভাসকে যত্ন করিয়া হৃদয়ে স্থান দিলে কালক্রমে ইহা হৃদয়ে দৃঢ় হয় এবং স্বসুখবাঞ্ছা দূর হইয়া যায়। এই ভূমিকা হইল ভক্তিসাধনের প্রাথমিক ভূমিকা বা কর্মার্পণ ভূমিকা। এই ভূমিকায় মহৎকৃপা প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানের জন্য যত্ন করিতে হয়। ইহাকেই 'সাধনক্রিয়া বা ভজনক্রিয়া' বলা হয়। এই 'ভজনক্রিয়া'র কথাই শ্রীরূপপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু(১।৪।১৫)তে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে রজস্তমোগুণ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়াগেলে জীব জাতরতি ভূমিকায় উন্নীত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনে সমর্থ হয়। এইখানেই তাহার শ্রীভগবৎসুখানুসন্ধান স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে। কর্মাধিকার হইতে অর্থাৎ অজাতরতি ভূমিকা হইতে জাতরতি ভূমিকায় যাইতে হইলে এই ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। এই ভূমিকায় যত্নপূর্বক যে শ্রীহরিনাম শ্রবণকীর্তনাদি করা যায়, তাহা ভক্ত্যাভাস। অর্থাৎ ইহা ভক্তির ন্যায় দেখাগেলেও ভক্তি নহে, ইহা স্বরূপতঃ কর্ম, ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে মাত্র। ইহাই অজাতরতি কর্মাধিকারী রজস্তমোগুণাবিষ্ট পৃথগ্ভাব সাধকের অধিকারোচিত সাধন। কিন্তু এই ভক্ত্যাভাসকে ভুলবশতঃ শুদ্ধভক্তি মনে করিয়া বহু অজাতরতি সাধক জাতরতি সাধকের জন্য উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিসাধনের অভ্যাস করে। কিন্তু ইহা যে অভ্যাসসাধ্য বা চেষ্টাসাধ্য নহে – হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি, ইহা তাহারা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এইরূপ করিয়া থাকে। পরিণামে তাহাদের শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে রজস্তমোগুণোত্থ দম্ভই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই দম্ভ ভক্তির ঘোর পরিপন্থী। অতএব ইহা তাহাদিগকে ভক্তিপথচ্যুত করিয়া দেয়। কিন্তু যাহার প্রতি মহৎকৃপা আছে, সে ভক্তিযাজনসম্বন্ধে স্বীয় অযোগ্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া সর্বদা ঘোর অন্তর্দাহে জর্জরিত হইতে থাকে। তখন ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সকলকে সম্মান দানপূর্বক কিরূপে মহৎকৃপালাভের জন্য নিজকে যোগ্য করিবে, সেই উদ্দেশ্যে সে ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক সর্বদা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ ব্যক্তি অবশ্যই এই জন্মেই রজস্তমোগুণমুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাঘব – ধ্রুবের ন্যায় সকাম ভক্তগণও মহৎকৃপায় কাম্য বিষয়াদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধভাবে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্র হইতে জানা যায়। কাজেই স্বসুখবাসনা লইয়া ভক্তি করিলে ত জীব ক্রমশঃ মহৎকৃপায় স্বসুখবাসনামুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় সকাম ভক্তিকে নিন্দা করা হইয়াছে কেন ?

গুরুজী – হাঁ, তুমি যাহা বলিলে তাহা ঠিক কথা। কিন্তু তাহা ধ্রুবের ক্ষেত্রে সম্ভব হইল কেন জান ? প্রথমতঃ সে অজ্ঞ শিশু ছিল। দ্বিতীয়তঃ সকাম ভক্তিকেই সে শুদ্ধভক্তি বলিয়া জানিত, যেহেতু শুদ্ধভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান ছিল না। তৃতীয়তঃ সে তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া কেবল শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায়ই লিপ্ত ছিল। সেই কারণে শ্রীবিষ্ণুর প্রেরণায় শ্রীনারদের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ হইল এবং তাঁহার কৃপায়ই তাহার হৃদয় হইতে স্বসুখবাসনা দূর হইয়া তাহাতে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইয়াছিল। ইহাতে তাহার কোন যত্নের আবশ্যকতা হয় নাই। সে নিতান্ত শিশু, অজ্ঞ ও আর্ত ছিল বলিয়া শ্রীনারদের কৃপায় বিনা যত্নে তাহার হৃদয়ে ভক্তিবাসনার সঞ্চার হইয়াছিল। ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। সুতরাং তুমি যে মনে করিতেছ স্বসুখবাসনা লইয়া ভক্তি করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রেম পাওয়া যাইবে, ইহা ঠিক নহে।

এ বিষয়ে শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা শোন। "যখন সকাম ভক্তগণ কাম্যবিষয়াদিরূপ ফলভোগের পর কালক্রমে ভক্তির যোগ্যফল পাইয়া থাকেন, সে অবস্থায় তাহাদের নিন্দা করা হইল কেন ? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, সকাম ভক্তগণ শ্রীবিষ্ণুর সুখচিন্তা না করিয়া স্বসুখসাধন উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ভক্তি করে। ভক্তি করিবার সময় তাঁহাদের মন বিষয়চিন্তাবিষ্ট থাকে। সুতরাং এইরূপ মন তাঁহার পাদপদ্মে সম্পূর্ণ লগ্ন হয় না। ভগবচ্চিন্তা হইতে মনের এই যে দূরত্ব শুদ্ধভক্তগণ তাহাকে আদৌ সহ্য করিতে পারেন না। সেইজন্য নিজের এই দুর্দৈবের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাদের অন্তর্দাহ কোটিগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহাদের এই অন্তর্দাহজনিত আর্তি আর্তবন্ধু শ্রীভগবান্ সহ্য করিতে পারেন না। কাজেই ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাদিগকে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব কাম্য বিষয়ভোগচিন্তাদ্বারা সকাম ভক্তের মন শ্রীভগবান্ হইতে দূরে চলিয়া যায় বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ সকাম ভক্তির ঘোর নিন্দাই করিয়া থাকেন।" (শ্রীবৃ:ভা: ২।৪।২২৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবার বলিলেন – সেই প্রেমভক্তির পরিপাকদশায় বিরহাগ্নিবৈকল্যরূপ* ভাববিশেষ হইতে কোন এক অনির্বচনীয় মহাভাবসম্পত্তি উদ্‌গত হয়। তত্ত্বদৃষ্টির দিক্ হইতে বিচার করিলে জানা যায় যে, এই সম্পত্তি পরমবৈভবযুক্ত মহানন্দরূপ সাম্রাজ্যের মস্তকোপরি অবিরত নৃত্য করিতে থাকে। যদিও এই শ্রেষ্ঠভাব স্বভাবতঃ অর্থাৎ নিজের সহজধর্মহেতু বাহিরে মহা আর্তি, শোক ও সন্তাপাদির চিহ্ন প্রকাশ করিয়া থাকে, তথাপি অন্তরে এই শোকাদি থাকে না। তত্ত্বতঃ প্রেমভক্তির পরমানন্দময়ত্বহেতু ভক্তের অন্তর সর্বদা মহানন্দেই নিমগ্ন থাকে। তথাপি উক্ত আর্তি ও শোকাদির চিহ্ন কেবল বাহিরে দেখাগেলেও শ্রীভগবান্ ইহা সহ্য করিতে পারেন না। কারণ তিনি প্রিয়তম বলিয়া নিজ প্রিয়জনগণের মিথ্যা দুঃখও সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় না। (শ্রীবৃ:ভা: ২।৪।২২৯-৩০)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আর্তিজনিত রোদন

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার।
বিষ্ণুভক্তিশূন্য সব আছিল সংসার ॥
তখনও মাধবেন্দ্র চৈতন্যকৃপায়।
প্রেমসুধাসিন্ধুমাঝে ভাসেন সদায় ॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জন, মহাহাস্য, স্তম্ভ, ঘর্ম ॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন – কি করেন কার্য ॥
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরমানন্দে করি হরিধ্বনি ॥

*বিরহাগ্নিবৈকল্যরূপ ভাব – এখানে বিরহকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিলে লোক যেরূপ ব্যাকুল হইতে থাকে, সেইরূপ ভগবানের অপ্রাপ্তিহেতু যে বিরহ তাহা সর্বক্ষণ জাতরতি ভক্তকে ব্যাকুল করিতে থাকে। এই ব্যাকুলতা হইতে যে মহাভাব জাত হয়, তাহা মহানন্দসমুদ্রতুল্য। এই সময়ে বাহিরে ভগবদ্‌বিরহজনিত আর্তি ও ক্রন্দনাদি দেখাগেলেও অন্তরে সর্বদা মহা আনন্দই বিরাজমান থাকে। উক্ত আর্তি অন্তরে না থাকিয়া কেবল বাহিরে এই আর্তি ও শোকাদির চিহ্ন দেখাগেলেও ভক্তবৎসল ভক্তপ্রিয় ভগবানের পক্ষে ইহা সহ্য করা সম্ভব হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কখনও বা হেন সে আনন্দমূর্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥
কখনো বা বিরহে যে করেন রোদন।
গঙ্গাধারা বহে যেন – অদ্ভুত কথন॥"
(শ্রীচৈ:ভা:অন্ত্য ৪।৪০২-৪০৮)

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে সমস্ত সংসার ভক্তিশূন্য ছিল। তখনও শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সর্বক্ষণ প্রেমরসে নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া তাঁহার চক্ষুতে অশ্রু, দেহে রোমাঞ্চ ও কম্প পরিলক্ষিত হইত। প্রেমে কখনও কখনও তিনি হুঙ্কার ও গর্জন করিতেন, আবার কখনও হাসিতেন এবং দেহে স্তম্ভ ও ঘর্ম পরিলক্ষিত হইত। সর্বদা শ্রীগোবিন্দের ধ্যানরত থাকাহেতু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। তিনি কোন্ সময়ে কি করিতেন প্রেমাবেশহেতু তাহা জানিতে পারিতেন না। রাস্তায় যাওয়ার সময়েও 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিয়া আনন্দে নাচিতেন। কোন কোন সময়ে এরূপ মূর্চ্ছা হইত যে, দুইতিন প্রহর পর্যন্ত তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। আবার শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তিনি এরূপ কাঁদিতেন যে, চক্ষু হইতে গঙ্গাধার যেন বহিতেছে মনে হইত। এইরূপ নানা অদ্ভুত ভাবাবেশ তিনি প্রকাশ করিতেন।

আবার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর লেখনীতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অপ্রকটকালীন বিরহবিলাপ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ ! হে মথুরানাথ ! কদাবলোক্যসে ?
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ! ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ?"
(শ্রীচৈ:চ:মধ্য: পদ্যাবলী ৩৩০)

অর্থাৎ হে দীনদয়ার্দ্র ! হে নাথ ! হে মথুরানাথ ! আমি কবে তোমার দর্শন পাইব ! হে দয়িত ! তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় কাতর হইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আমি কি করিব বল।

এই শ্লোকটি বস্তুতঃ মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বিরহবিধুরা শ্রীরাধারাণীর কাতরোক্তি। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অন্তিম সময়ে তাঁহার হৃদয়ের ভাব শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধারাণীর ভাবের তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাকে ব্যথিত করিতেছে এবং তিনি অজস্র অশ্রুবর্ষণপূর্বক বিরহব্যথিত হৃদয়ে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে করিতে যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া স্বাভীষ্টলীলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্তর্দাহসম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ক্রন্দনযুক্ত শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনকেই ভক্তি বলিয়াছেন।

"ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগধন।
'ভক্তি' এই কৃষ্ণনাম স্মরণ ক্রন্দন॥
'কৃষ্ণ' বলি' কাঁদিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২৩৷৭২-৭৩)

এখানে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনের প্রাধান্যের কথা বলেন নাই। ক্রন্দনযুক্ত কীর্তনের প্রাধান্যই স্থাপন করিয়াছেন। যেহেতু ক্রন্দনপূর্বক শ্রীনামকীর্তনদ্বারা চিত্ত তাঁহার পাদপদ্মে একাগ্রভাবে লগ্ন হইয়া থাকে। ইষ্টদেবের পরমকারুণিকতা ও নিজের পরমশোচ্যতমতার কথা তীব্রভাবে উপলব্ধ হইলেই ইষ্টদেবের প্রতি গাঢ় অভিনিবেশ জাত হইবে। তখন নিজের শোচ্যতমতাহেতু নিজকে তাঁহার কৃপাবরণযোগ্য করিতে পারিলাম না বলিয়া যে অন্তর্দাহ জাত হইবে, তাহা বাহিরে ক্রন্দনরূপে প্রকাশিত হইবে। সেই ক্রন্দনের সময়ে চিত্ত দৃঢ়ভাবে ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে লগ্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সেই ক্রন্দন ইষ্টদেবের চিত্তকেও বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে ক্রন্দনকারী ভক্তের প্রতি কৃপোন্মুখ করায়।

দৈন্যের স্বরূপ

রাঘব – আজ্ঞে, দৈন্য বলিতে কি বুঝায়?

গুরুজী – দৈন্য সম্বন্ধে শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ এইরূপ বলিয়াছেন – "সকলপ্রকার সদ্গুণযুক্ত হইয়াও নিজের প্রতি যে অযোগ্যজ্ঞান অর্থাৎ 'আমার দ্বারা কিছুই হইল না' এইরূপ ভাবনা হইতে নিজের প্রতি যে হীনবুদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাকেই দৈন্য বলা যায়। সমস্তপ্রকার সদ্গুণে ভূষিত হইয়া এবং শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ ও সদাচারাদি যথাযথ পালন করিয়াও হৃদয়ে অহঙ্কারের যে একান্ত অভাব এবং সংসারভয়াদি কথা আলোচনা হেতু হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাত হইয়া যে ক্রন্দনাদি করা যায়, তাহাই দৈন্যপদবাচ্য। প্রেম দৈন্যমূলক বলিয়া যত্নপূর্বক হৃদয়ে দৈন্য সংরক্ষণ করা উচিত। যে প্রকার কায়িক চেষ্টা ও মানসিক চিন্তা দ্বারা উক্ত দৈন্য স্থিরতাপ্রাপ্ত হইতে পারে, বিদ্বান্‌ব্যক্তি শ্রদ্ধার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহিত সেইরূপ আচরণ করিবেন এবং তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ দৈন্যবিঘাতক বাক্যাদি যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবেন।" (শ্রীবৃ:ভা: ২।৫।২২২-২৩)

ইষ্টদেবের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার একমাত্র উপায় হইল দৈন্য। যে সর্বক্ষণ সাধনবিষয়ে নিজের অযোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করে, তাহার হৃদয়স্থ সেই ব্যাকুলতা ইষ্টদেবের হৃদয়কে বিগলিত করে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ হইয়া থাকেন। সুতরাং হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও দৈন্যই ভক্তির মূল বা পরম অবলম্বন। কামক্রোধাদি রিপুর তাড়নায় তাড়িত হইয়া জীব যখন নিজকে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করে, তখন সে যে ভক্তিসাধনের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে। এই উপলব্ধি হইতেও তাহার দৈন্য জাত হইয়া থাকে। শ্রীল সনাতনপাদ যে যত্নপূর্বক হৃদয়ে দৈন্য সংরক্ষণ করিতে বলিলেন, তাহা যথার্থ। কারণ হৃদয়ে দৈন্য না থাকিলে ভক্তিপথে কদাপি অগ্রসর হওয়া যাইবে না। দৈন্যকে হৃদয়ে সংরক্ষণ করিবার সর্বোত্তম উপায় হইল আত্মসমীক্ষা। অনুক্ষণ আত্মসমীক্ষা করিতে হইবে। অনেক সময় আমরা রিপুর তাড়নায় জানিয়া শুনিয়া ভুল কাজ করিয়া থাকি। এইরূপ কার্যের সমীক্ষা করিয়া ইহার জন্য নিজকে শতধিক্কার করিলে ভক্তিসাধনসম্বন্ধে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধ হইয়া দৈন্য জাত হইবে। তখন ভক্তিসাধনসম্বন্ধীয় এইসব অযোগ্যতা দূর করিয়া নিজকে ভক্তিসাধনের যোগ্য করিয়া দেওয়ার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা জানাইতে হইবে। মহতের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াগেলে নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও ভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারে।

কপট দৈন্য

অনেক সময়ে অন্তরে নিজ অযোগ্যতার সামান্যতম অনুভূতি না থাকিলেও লোকে কেবল বাহিরে দৈন্যসূচক কথা বলিয়া থাকেন। ইহাকে কপট দৈন্য বলা হয়। এই দৈন্য ভক্তিপোষক হইবার পরিবর্তে ভক্তিশোষকই হইয়া থাকে। ভক্তিসাধকের এইরূপ কপটদৈন্য হইতে নিজকে বহু দূরে রাখা আবশ্যক। বস্তুতঃ দীন ব্যক্তির ব্যাকুলতায় ভক্তিদেবীর কৃপার উদ্রেক হইয়া থাকে এবং তাহার নিরভিমান বিনয় ইত্যাদি সেই কৃপাধারাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখে। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা" শ্লোকের বিষয়ে বলিতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"ঊর্ধ্ববাহু করি কহি শুন সর্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥"
(আদি ১৭।২৮-২৯)

যাহার হৃদয়ে অকপট দৈন্যের উদ্রেক হইবে, সে স্বতঃই নিজকে নীচ হইতেও নীচ জ্ঞান করিবে এবং বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবে। সে যে সর্ববিষয়ে অযোগ্য, এই বিচার তাহার হৃদয়ে এরূপ বলবত্তর হইবে যে, কাহারও নিকট হইতে মান আশা করিতে তাহার হৃদয়ে ঘৃণার উদয় হইবে। অধিকন্তু আমার ভক্তিসাধনের যোগ্যতা না থাকিলেও অন্যসকলের ভক্তি হইতেছে, হৃদয়ে এই জ্ঞান জাত হইয়া সকলকে সম্মান করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জাগিবে। এখানে মস্তিষ্ক খাটাইয়া বিচার করিবার কোন অবকাশ নাই। এই মানদবৃত্তি দৈন্যপরিপ্লুত হৃদয় হইতে স্বতঃই জাত হইয়া থাকে। কিন্তু মস্তিষ্কের বিচারদ্বারা চালিত হইয়া জড় প্রতিষ্ঠালাভের আশায় যে দৈন্য করা হইয়া থাকে তাহাকে কপটদৈন্য বলে। এইরূপ কপটদৈন্যযুক্ত লোকের নিকট ভক্তির গন্ধও থাকে না।

প্রেমের তারতম্যানুসারেই দৈন্যের তারতম্য

সাধনকালে সাধনে দৈন্যের অপরিহার্যতা কথা বলিয়া সিদ্ধাবস্থায় প্রেমলাভের পরও যে উৎকট দৈন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে শ্রীল সনাতনপাদ এইরূপ বলিয়াছেন – "এইরূপ পুরুষের প্রযত্নহেতু জাত লৌকিক দৈন্যের কথা বলিয়া বর্তমান শ্রীভগবৎপ্রসাদজ লোকাতীত দৈন্যের কথা বলিতেছেন। পরমোত্তম দৈন্য ভগবদ্‌বিষয়ক ভাববিশেষের পরিপাক অবস্থায়ই জাত হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় শ্রীভগবানের প্রতি পরম নিষ্ঠাহেতু প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অবশ্য সামান্যভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরহ প্রায় সকলপ্রকার ভক্তেই কম বেশী বর্তমান আছে। তথাপি সেইরূপ প্রেমের অভাববশতঃ তদনুরূপ দৈন্যের উদয় হয় না। অতএব সেই লৌকিক দৈন্যের ন্যূনতাই সূচিত হইতেছে। যদি প্রশ্ন হয়, সেই দৈন্য কি প্রকার ? তাহার উত্তরে বলা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের সময় তাঁহার বিরহে শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের যে দৈন্যের উদয় হইয়াছিল, ইহা সেইরূপ। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝাযায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষ হইতে তাঁহার মাধুর্য ও প্রাচুর্যের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুভবাদিদ্বারাই প্রেমবিশেষের উদয় হইয়া থাকে। আবার সেই প্রেমানুসারে তাঁহার বিরহে দৈন্যবিশেষেরও উদয় হইয়া থাকে। অতএব প্রেমের তারতম্য অনুসারে দৈন্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

যদি বল যে, এইরূপ প্রেমনিষ্ঠার ফল কি দৈন্যে পর্যবসিত হয় ? না, এইরূপ বলা ঠিক নহে। কারণ সর্বত্র প্রেমকেই ফলরূপে প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। সত্য, দৈন্য ও প্রেমের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে এই দৈন্য প্রেমের অন্তর্লক্ষণ হিসাবে মুখ্য অঙ্গ। সেই কারণে দৈন্যের পরিপাকদ্বারা প্রেম অজস্র বিস্তারিত হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রেম ভগবদ্‌বিষয়ে ভাব বিস্তার করে, আর দৈন্যের পরিপাকদ্বারা সেই প্রেম পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপভাবে দৈন্য ও প্রেমের পরস্পর কার্যকারণ সম্পর্ক দেখাযায়।

সেই প্রেমিকের হৃদয় শীতল যমুনাজলতুল্য হইলেও দাবানলের শিখার ন্যায় হইয়া থাকে। আবার দাবানলশিখাও যমুনার অমৃততুল্য হইয়া থাকে। বিষ অমৃত হয় ও অমৃতও বিষ হয়। মৃত্যু সুখকর হয় ও জীবনধারণ আর্তির বৈভবরূপে প্রতীত হয়। যাহারা প্রেমের স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাহারা প্রেমের স্বরূপ জানিয়া থাকিলেও প্রেমের স্বরূপলক্ষণ ব্যক্ত করিতে পারেন না। কেবল তটস্থলক্ষণদ্বারাই তাহা উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে মাত্র। যাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছে, কম্পাদি তাহার বাহ্য লক্ষণ। অর্থাৎ তাহার শরীরে উক্ত কম্প, স্বেদ, পুলক ও অশ্রুপাতাদি চিত্তদ্রবতার বাহ্য চিহ্নসকল প্রকাশ পায়। অবশ্য সেইসব চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পাইলেও মনোগ্রাহ্য বা মনের গোচরীভূত হয় বলিয়া ইহাকে আন্তরবৃত্তি অর্থাৎ অন্তরের বৃত্তিও বলাযায়। অর্থাৎ ইহা বাহিরে প্রকাশিত হইলেও অন্তরের বৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত হইয়া থাকে।" (শ্রীবৃ:ভা: ২।৫।২২৪-২৭)

"হৃদয়ে প্রেম জাত হইলে লোকের ব্যবহার মহা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে 'হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি' ইত্যাদি শ্রীভা: ১১।২।৪০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই প্রেম ব্যতীত নয়প্রকার মুকুন্দ ভক্তিও সুখজনক হয় না।

যেরূপ লবণ ব্যতীত ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত ভোজ্য দ্রব্য, অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ ও ফল ব্যতীত উদ্যান উপভোগ্য হয় না। সেইরূপ প্রেম ব্যতীত নবধা ভক্তিও সুখকর হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই যে প্রেমের কথা বলা হইল, ইহা শ্রীভগবানের কোন অবতার কিংবা বৈকুণ্ঠনাথবিষয়ক বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ সাধারণ ভক্তগণকে আশ্রয় করিয়া যে প্রেম অবস্থান করে সেই প্রেমের কথাই বলিলাম। কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের যে অসাধারণ প্রেম, সেই প্রেমের বিষয় বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। (ইহা গ্রন্থকার শ্রীসনাতনপাদের দৈন্যোক্তি)

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবার পর গোপীগণের প্রলয়কালীন অগ্নি হইতেও তীব্রতর যে ভাব উদিত হইয়াছিল, সেই ভাবের একমাত্র হেতু হইল প্রেম। ইহাকেই সেই প্রেমের তত্ত্ব বা স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এতদ্‌ব্যতীত সেই প্রেমের অন্য কোন তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিও না। কারণ সেই প্রেমের বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিলে আমার ও তোমার দশাবিশেষ উপস্থিত হইবার আশঙ্কা আছে। অর্থাৎ সেই প্রেমের কথা চিন্তা করিতে করিতে নিশ্চিতরূপে আমি মূর্চ্ছিত হইব আর তুমিও মূর্চ্ছিত হইয়া যাইবে। তখন আর শুনিবে কে? সুতরাং সেই প্রেমতত্ত্ব বর্ণনীয় নহে।

এইরূপে সেই প্রেম নিরূপণযোগ্য নহে। যদিও অতি যত্নে কোনমতে কিঞ্চিৎ নিরূপণ করাযায়, তথাপি তাহা ঠিক ঠিক বোঝা যাইবে না। কিন্তু যদি সেইরূপ প্রেমবান্ কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই প্রেমতত্ত্ব সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে। শ্রীভগবানের প্রিয়তমা প্রেমবতী গোপীগণের মধ্যে পরমপ্রেমময়মূর্তি শ্রীরাধিকার যদি সাক্ষাদ্দর্শন পাওয়া যায়, তবে সেই মূর্তিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইতে পারে।" (শ্রীবৃ:ভা: ২।৫।২২৯-৩৩)

পরমপূজ্যপাদ গ্রন্থকার এস্থানে সেই শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীগৌরহরির করুণার কথাই ইঙ্গিতে জানাইলেন। শ্রীগৌরাবতারে তাঁহার দর্শনমাত্রেই লোকে প্রেমোন্মত্ত হইয়াছিল। নিতান্ত পাপী, তাপী, অপরাধী ও অনভীপ্সুও সেই প্রেমধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। শ্রীগৌরহরি শ্রীরাধাভাববিভাবিত ছিলেন বলিয়া স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইয়াও প্রেমবান্ মহতের কার্য করিয়াছেন।

ভক্তমহতের সঙ্গ ও কৃপাই প্রেমলাভের মুখ্য কারণ

মহতের সঙ্গ ও তাঁহার কৃপাই ভক্তি বা প্রেমলাভের মুখ্য কারণ। যেহেতু প্রেম হইল হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। জীবস্বরূপে হ্লাদিনীশক্তি না থাকায় সে যত রকমের চেষ্টা বা সাধন করিলেও প্রেম লাভ করিতে পারিবে না। প্রেম লাভ করা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ত দূরে থাকুক, প্রেমলাভের বাসনা পর্যন্তও কদাপি তাহার চিত্তে উদিত হইবে না। যেখানে বস্তুপ্রাপ্তির বাসনা নাই, সেখানে বস্তুপ্রাপ্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেবল মহতের অহৈতুকী কৃপায়ই এই বাসনা জীবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বস্তুলাভের বাসনা জাগিবার পরই বস্তুপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা বা সাধন করিবার প্রবৃত্তি স্বতঃ উদিত হইয়া থাকে। বস্তুপ্রাপ্তি যে পরিমাণে বিলম্ব হইতে থাকে তজ্জনিত উৎকণ্ঠাও সেই পরিমাণেই বলবত্তর হইয়া হৃদয়ে তীব্র অভাববোধের সৃষ্টি করে। এই অভাববোধ হইতে যে আর্তি বা অন্তর্দাহের উদয় হয়, তাহাই বস্তুপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে। এই সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য বিষয়ে শ্রীল সনাতনপাদ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন –

"মহৎসঙ্গের মাহাত্ম্য পরমাদ্ভুত ও অত্যন্ত দুর্বিতর্ক্য। মহতের কৃপায় সবকিছু সম্ভব হইতে পারে। অজ্ঞ লোকসকল সংসারের হেতুস্বরূপ পানভোজনাদিদ্বারা যে অসৎসঙ্গ করিয়া থাকে, সেই সঙ্গ যদি সাধুপুরুষের প্রতি বিহিত হয়, তাহা হইলে তাহা প্রেম উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। বাশিষ্টে বলা হইয়াছে –'সর্বদা সাধুর নিকট যাও। তাঁহারা তোমাকে কোন উপদেশ না দিলেও তাঁহাদের নিকট বসিয়া থাক। কারণ তাঁহাদের স্বাভাবিক কথাই তোমার পক্ষে উপদেশস্বরূপ হইবে। এইরূপ বিদ্বজ্জনের সংসর্গে ভক্তিশূন্য হৃদয়ও ভক্তিরসে সম্যক্ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মৃতও অমৃতে পরিণত হয়। অর্থাৎ মৃতস্বরূপ এই মর্ত্যদেহও অমৃতস্বরূপে (ভগবৎসেবার উপযোগী বিদ্যদেহে) পরিণত হয়। আপদ্সমূহ সম্পদে পরিণত হয়। অর্থাৎ ভক্তির বিঘ্নসমূহ তিরোহিত হইলে স্বাভাবিক ভক্তিসম্পদের উদয় হয়।" (শ্রীভা: ৩।৭।১৯) শ্লোকে শ্রীবিদুর বলিয়াছেন – (হে মুনে!) আপনাদের ন্যায় সাধুগণের চরণসেবা করিলে নিত্যস্বরূপ ভগবান্ মধুসূদনের চরণকমলে প্রেমোৎসব উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসারদুঃখও নিবৃত্ত হইয়া যায়। অথবা 'কূটস্থ' এই বিশেষণটি 'কূট' অর্থাৎ অন্নকূট নামে বিখ্যাত শ্রীগোবর্ধনশৃঙ্গে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে। অতএব এই শ্রীগোবর্ধনশৃঙ্গে বিরাজমান ভগবান্ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে তীব্র রতিরাস অর্থাৎ তাঁহার সহিত নিরন্তর প্রেমোৎসবের উদয় হইয়া থাকে। তীব্র রতি বলিতে দুর্নিবার অথবা স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন রতিকেই বুঝায়।

শ্রীকপিলদেবও বলিয়াছেন (শ্রীভা: ৩।২৫।২৫) – সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যেসব শুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহার সেবা করিতে করিতে অর্থাৎ প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহা শ্রবণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে করিতে অতি শীঘ্র অবিদ্যানিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা তারপর রতি ও পরিশেষে প্রেমভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এখানে ক্রমটা স্পষ্টরূপে বলা হয় নাই। ক্রম হইল – প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর কীর্তনাদি ভক্ত্যনুষ্ঠান, তারপর রতি অর্থাৎ প্রেম। 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' এই ন্যায়ানুসারে ভক্তি হইতেই ভক্তি জাত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাধনভক্তি হইতে প্রেমভক্তি জাত হইয়া থাকে। অতএব শ্রীধ্রুব প্রার্থনা করিয়াছিলেন (শ্রীভা: ৪।৯।১১) – হে অনন্ত ! যেসকল অমলাশয় বিশুদ্ধচিত্ত মহাপুরুষ সর্বদা আপনাকে ভক্তি করিয়া থাকেন, আপনার কথা শ্রবণের জন্য সেইসব সাধুমহাত্মাগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ যেন আমার লাভ হয়। যদি বলাযায়, মোক্ষ কেন প্রার্থনা করিলেন না ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, মোক্ষ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া ইহার লাভের বাসনা না থাকিলেও ইহা স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই কারণে শ্রীধ্রুব মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই মহৎসঙ্গহেতু যেন আমি আপনার গুণকথামৃতপানে উন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

চতুর্থস্কন্ধে শ্রীশিবও বলিয়াছেন (শ্রীভা: ৪।২৪।৫৭-৫৮) – ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ এত দুর্লভ যে, তাহার সহিত স্বর্গকে ক্ষণকালের জন্যও তুলনা করা যাইতে পারে না। রাজ্যাদি যে তাহার সহিত তুলনাযোগ্য নহে, এ বিষয়ে বা বলিবার কি আছে ? সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গই সমস্ত পুরুষার্থের মস্তকোপরি বারম্বার নৃত্য করিয়া থাকে। অতএব হে ভগবন্ ! আপনার ভক্তের চরণরেণু সমস্ত পাপ হরণ করে অথবা অঘাসুরঘাতকের অঙ্ঘ্রিযুগলের চিহ্নে সুশোভিত ভক্তের শ্রীমুখবিগলিত আপনার যশঃকীর্তিতে অবগাহন (অন্তঃস্নান) এবং তীর্থে অর্থাৎ গঙ্গাজলে স্নান (বহিঃস্নান) করিয়া অর্থাৎ যথাক্রমে অন্তর ও বাহ্যস্নান দ্বারা যাহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে, অথবা অন্তঃস্নান বলিতে অন্তরের বাসনা ক্ষয় এবং বহিঃস্নান বলিতে নরকাদিনিবারণরূপ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রাণিগণের প্রতি তাঁহাদের কৃপা স্বতঃই বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আপনি আমার প্রতি এই অনুগ্রহ করুন যাহাতে সেই সুসত্ত্বশীল অর্থাৎ কামক্রোধাদি-রহিত বিনয়ভাব ও সরলতাদি সদ্‌গুণযুক্ত মহদ্‌গণের সঙ্গ আমার লাভ হয়।

এ সম্বন্ধে রহূগণের প্রতি শ্রীভরতের উপদেশ এইরূপ (শ্রীভা: ৫।১২।১২-১৩) হে রহূগণ ! পরম বিশুদ্ধ জ্ঞানই ভগবৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানকেই বাসুদেব বলিয়া থাকেন। এই শ্রীবসুদেবনন্দনরূপ পরংব্রহ্মকে তপস্যাদিদ্বারা কেহ পাইতে পারে না। তপস্যা বলিতে স্বধর্মাচরণ বা মনের একাগ্রতা, ইজ্যা – বৈদিক কর্ম, নির্বপণ – অন্নাদি দান, গার্হস্থ্য, বেদাভ্যাস, জলাদির উপাসনা অর্থাৎ জলাধিকারী দেবতা বরুণ, অগ্নি, সূর্য ও অন্যান্য আধিকারিক দেবতাগণের আরাধনা ইত্যাদির দ্বারা শ্রীবাসুদেবকে কেহ পাইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য এই যে, মহজ্জনগণের অনুগ্রহ ব্যতীত তপস্যাদি উপর্যুক্ত সাধনদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না। আবার মহদ্‌গণের অনুগ্রহ নিরপেক্ষ বলিয়া ইহা উক্ত তপস্যাদির অপেক্ষা করে না। এই মহজ্জনগণের নিকট উত্তমঃশ্লোক (উদ্‌গত হইয়াছে তমঃ যাহা হইতে এইরূপ শ্লোক অর্থাৎ যশঃ যাহার) অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ (ভক্তবাৎসল্যাদি গুণকথা) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকে অথবা মহজ্জনগণের পদরজে অভিষিক্ত হইতে পারিলে বিষয়াসক্ত জনগণও গ্রাম্যবার্তাবিঘাতক উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্তনে নিবিষ্ট থাকে এবং মুমুক্ষু অর্থাৎ বিষয় প্রতি বিরক্ত ব্যক্তিগণও গুণকীর্তনের ফলে বাসুদেবে দৃঢ়মতি লাভ করিয়াথাকে। অথবা এই ভগবদ্‌গুণানুবাদ মুমুক্ষুগণেরও মোক্ষেচ্ছা পরিত্যাগ করাইয়া তাহাদিগকে সতী মতি (উত্তমা মতি) প্রদান করিয়াথাকে। আবার (শ্রীভা: ৫।১৩।২১) শ্লোকে শ্রীভরতের প্রতি শ্রীরহূগণের বাক্য – হে ব্রাহ্মণ ! মনুষ্যজন্ম সকল জন্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ অখিল জন্মের শোভাস্বরূপ মনুষ্যজন্মই ভগবদ্ভক্তিবিস্তারের হেতুস্বরূপ। অতএব সকল জন্মের শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দেবতাদিজন্মেই বা কি প্রয়োজন? কারণ বিষয়ভোগাসক্ত দেবতাগণের পক্ষে মহৎসঙ্গ দুর্লভ। মহদ্‌গণ সাধারণতঃ তীর্থপাবনের উদ্দেশ্যে ধরাতলেই বিচরণ করিয়া থাকেন। সেই মহদ্‌গণ কিরূপ, এ বিষয়ে বলিতেছেন – শ্রীহৃষীকেশের যশে যাঁহাদের চিত্ত শোধিত হইয়াছে, অথবা যাঁহারা যশঃকীর্তনাদির দ্বারা উক্ত যশে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মহৎ।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন (শ্রীভা: ৭।৫।৩২) – "যেপর্যন্ত বিষয়াভিমানশূন্য নিষ্কিঞ্চন মহদ্‌গণের চরণধূলিতে লোকসকল অভিষিক্ত না হইয়াছে, সেপর্যন্ত তাহাদের মতি ভগবৎ চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না।" অর্থাৎ সেপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের প্রতি তাঁহাদের মতি হয় না। তাৎপর্য এই যে, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি আসক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগকেই যাহারা শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে জানিতে পারে না। এই কারণে সেইসব দুরাশয় অর্থাৎ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মতি অনর্থাপহারী উরুক্রম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা হইতে জানাযায় যে, মহৎকৃপার অভাবে জনগণের ভগবদ্‌বিষয়িণী মতি হয় না।

শ্রীমুচুকুন্দ বলিয়াছেন (শ্রীভা: ১০।৫১।৫৩) – হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে যখন সংসারী লোকের সংসারক্ষয়ের কাল উপস্থিত হয়, তখন সে সাধুসঙ্গ লাভ করে। সুতরাং সৎসঙ্গ প্রভাবে সংসারবন্ধনচ্ছেদনের কথা আর কি বলিব? কারণ মহৎসঙ্গ হওয়া মাত্রই পরাবরেশ অর্থাৎ কার্যকারণনিয়ন্তা পরব্রহ্মে এবং 'অবর' অর্থাৎ অর্বাচীন জীবগণ ও ঈশ্বরব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও গৌরবভরে (প্রিয়তমরূপে নহে) পূজনীয় এবং ভক্তগণের একমাত্র গতি আপনার শ্রীচরণে রতি (প্রেম) আবির্ভূত হইয়াথাকে।

স্বয়ং ভগবান্‌ও বলিয়াছেন (শ্রীভা: ১১।২৬।৩১-৩৪) – 'ভগবান্ বিভাবসু অর্থাৎ অগ্নির নিকটবর্তী হইয়া সেবা করিলে যেমন লোকের শীত, অন্ধকার ও সর্পাদি ভয় থাকে না সেইরূপ সাধুগণের সেবা করিলে সমস্ত তমরাশি নষ্ট হইয়া থাকে।' এখানে 'তম' শব্দে কর্মাদিজাড্য, আগামী সংসারভয় এবং সংসারের মূলকারণ অজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির মহিমা বিষয়ে অজ্ঞানও বিনষ্ট হয়। মূল শ্লোকে 'উপ' শব্দের প্রয়োগদ্বারা বুঝাযাইতেছে যে, দূর হইতে সেবা করিলেও উক্ত ফল পাওয়া যায়। সুতরাং সমীপবর্তী হইয়া সেবা করিলে যে কিরূপ ফল পাওয়া যাইবে তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। তাহার কারণ যাহারা সংসারে উচ্চ নীচ যোনি ভ্রমণ করিতেছেন তাহারা, অথবা যাহারা সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহারা; এইরূপ যাহারা জলে ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাদের পক্ষে নৌকা যেরূপ পরমাশ্রয়, সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জিত ও নিমগ্ন হইতে উদ্যত জীবগণের পক্ষে শান্ত ব্রহ্মবিদ্ সাধুগণই পরমাশ্রয়। এস্থানে 'ব্রহ্মবিৎ' পদের অর্থ হইল যে – যাহারা সমস্ত বেদের তাৎপর্য বিষয়ে(পরম রহস্যময় ভগবদ্ভক্তিমাহাত্ম্যের তত্ত্ব)বেত্তা, অতএব শান্ত অর্থাৎ মোক্ষ পর্যন্ত অপেক্ষারহিত। আর আমি যেরূপ আর্তগণের শরণাপন্ন, অন্ন যেরূপ প্রাণিগণের প্রাণ, ধর্ম যেরূপ পরকালে মানবগণের ধন, সেইরূপ সাধুগণ সংসারপতনভীত পুরুষগণের পরিত্রাতা। আরও বলিতেছেন – সূর্য যেরূপ উদিত হইয়া বাহ্যচক্ষু প্রকাশ করেন, সাধুগণও সেইরূপ জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ করিয়া সগুণ-নির্গুণ জ্ঞান অথবা ভগবদ্ভক্তি-মাহাত্ম্যজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য উদিত হইয়া বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বলিয়া অতি অল্প। অধিক বা কি বলিব? সাধুগণ সমস্ত দেবতা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমস্ত বান্ধব ও সমস্ত জীবের আত্মা অর্থাৎ প্রিয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন – আমিই সমস্ত সাধু। কারণ সাধুগণ আমা হইতে ভিন্ন নহেন। তিনি আরও বলিয়াছেন (শ্রীভা: ১১।১২।১-২) – হে উদ্ধব! সকল বিষয়ে আসক্তিবিনাশক বলিয়া সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, অহিংসাদি সাধারণ ধর্মানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, তপঃ, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রত, যজ্ঞ, রহস্যমন্ত্র, তীর্থপর্যটন, নিয়ম কিংবা যমাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। এখানে যোগ শব্দে আসন-প্রাণায়ামাদি ও শমাদি সমাধি পর্যন্ত; সাংখ্য – তত্ত্বসমূহের জ্ঞান; ধর্ম – সামান্যতঃ অহিংসাদি অথবা বর্ণাশ্রমাচার; স্বাধ্যায় – বেদাধ্যয়ন; তপঃ – কৃচ্ছ্রাদি তপস্যা; ত্যাগ – সন্ন্যাস; ইষ্টাপূর্ত – অগ্নিহোত্রাদি কর্ম ও কূপ-বাগিচা প্রভৃতি নির্মাণ; দক্ষিণা – দান বলিয়া বুঝিতে হইবে। এখানে ব্রত বলিলে একাদশ্যাদিতে উপবাস; যজ্ঞ অর্থাৎ দেবতাপূজা; ছন্দ অর্থাৎ গোপনীয় মন্ত্র; তীর্থ অর্থাৎ গঙ্গাস্নানাদির জন্য গমন ও সেস্থানে অবস্থানকে বুঝাইতেছে।

এইসব সাধন সৎসঙ্গের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কারণ সৎসঙ্গ সর্বসঙ্গাপহা অর্থাৎ গুণময় ও গুণাতীত বিষয় প্রতি মনের অভিনিবেশ দূর করিয়া বলপূর্বক ভক্তির প্রতি আবেশ সৃষ্টি করায়। ইহা বৈকুণ্ঠাদিবিষয়ক ক্রীড়া-আসক্তি হইতে অর্থাৎ ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্তি হইতেও মনকে আকৃষ্ট করিয়া প্রীতিময়ী ভক্তিতে অভিনিবিষ্ট করায়। তাঁহাদের (সাধুগণের) মাহাত্ম্যশ্রবণও পরমফলস্বরূপ। শ্রীবিদুর তৃতীয়স্কন্ধে বলিয়াছেন (শ্রীভা: ৩।১৩।৪) – (হে মুনে!) যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ বিরাজমান, তাঁহাদের (সেই সাধুগণের) গুণানুবাদ পুনঃ পুনঃ শ্রবণই পুরুষগণের বহু আয়াসসাধ্য বেদাধ্যয়নের ফল। অতএব ভগবদ্ভক্তগণের গুণমাহাত্ম্য ও চরিত্রের বারম্বার শ্রবণই যথার্থ সাধন। সেই কারণে শ্রীধ্রুবও প্রার্থনা করিয়াছেন (শ্রীভা: ৪।৯।১০) – হে প্রভো! আপনার পাদপদ্মধ্যান কিংবা আপনার ভক্তগণের চরিতকথা শ্রবণে যে সুখ লাভ হয়, আত্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সেই সুখ লাভ হয় না। দেবতা হইয়া আমি অধিক কি সুখ পাইব ? অতএব আমার প্রার্থনা – যেসকল নির্মলচিত্ত সাধু সতত আপনার প্রতি ভক্তি করেন, আপনার কথা শ্রবণার্থ তাঁহাদের সঙ্গ যেরূপ লাভ হয়। তখন আমি সেই সঙ্গে থাকিয়া আপনার গুণকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইব। অতএব যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মহদ্‌গণের প্রসঙ্গ(চরিতকথা)শ্রবণে মনুষ্য কৃতার্থ হইয়া থাকে, সেই মহদ্‌গণের সঙ্গ করিলে যে পরমকৃতার্থতা লাভ হইবে, এ বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ?

অতএব মহতের অনুগত ভক্তগণের সঙ্গদ্বারাও পরমমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। আরও বলিতেছেন (শ্রীভা: ৪।৯।১২) – হে কমলনাভ! ভবদীয় পদারবিন্দের সুগন্ধে যাঁহাদের হৃদয় অতিশয় লুব্ধ হইয়াছে, সেই মহাত্মাগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ যাহারা করিয়া থাকেন তাহারা এই অত্যন্ত প্রিয় দেহ ও দেহানুগত গৃহ, বিত্ত, পুত্র, ভার্যা ইত্যাদিকে স্মরণ করেন না।

এইপ্রকার মহদ্‌গণের অনুগত ভক্তগণের সঙ্গও পরম মঙ্গলজনক।

সাধুসঙ্গ বা মহৎসঙ্গ বলিতে সাধুর প্রতি কায়িক, বাচিক ও মানসিক অভিনিবেশকেই বুঝায়। অর্থাৎ সাধুদের সদাচারপালন এবং তাঁহারা যে উপদেশ দিয়া থাকেন, শ্রদ্ধাপূর্বক সেই উপদেশ পালন – এইরূপে সর্বতোভাবে সাধুর আচরণ ও ভাবের অনুগত হইবার নামই সাধুসঙ্গ।" (শ্রীবৃ:ভা: ২।৭।১৪)

"স বৈ মনঃ..... যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥"

(শ্রীভা: ৯।৪।১৮-২০)

মহারাজ অম্বরীষ মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধ্যানে, বাক্যসমূহকে বৈকুণ্ঠপতি শ্রীভগবানের গুণানুকীর্তনে, করদ্বয়কে শ্রীহরির মন্দির মার্জনাদি সেবাকার্যে, কর্ণদ্বয়কে শ্রীকৃষ্ণের কথাশ্রবণে, নয়নযুগলকে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার বসতিস্থল শ্রীধাম ও তাঁহার ভক্তের দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভক্তগণের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর সৌরভ গ্রহণে, রসনাকে ভগবন্নিবেদিত অন্নাদির আস্বাদনে, পদযুগলকে মথুরাদি শ্রীবিষ্ণুক্ষেত্র-পর্যটনে, মস্তককে শ্রীহরির চরণে প্রণামে এবং কামনাকে ভগবদ্দাস্যে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দাস্যপ্রাপ্তিনিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ঐহিক বা পারলৌকিক বিষয়ভোগ-কামনায় নিযুক্ত করেন নাই। তিনি কি উদ্দেশ্যে এইসব ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছেন – 'উত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ' লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি এইসব ভক্ত্যঙ্গযাজন করিয়াছিলেন। উত্তমঃশ্লোক হইলেন শ্রীভগবান্। তাঁহার জন হইলেন শ্রীপ্রহ্লাদাদি ভক্তগণ। তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভগবদ্রতি সতত বিদ্যমান, সেই রতিই শ্রীঅম্বরীষ মহারাজ কামনা করিয়াছিলেন।

এখানে 'উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ' বলা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তি বলিতে রতি বা ভগবৎপ্রীতিকেই বুঝায়। এই প্রীতি কেবল তাঁহাকে সন্তুষ্ট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবার জন্যই করা যায়। ভক্ত তা'র স্বীয় আনন্দের জন্য এই প্রীতি করে না। "তৎসন্তোষৈকজীবনত্বাৎ প্রীতিজাতেঃ" (শ্রীভ:স: ৩১২ অনু:)। অর্থাৎ ভক্ত শ্রীভগবানকে যে প্রীতি করে তাঁহার সন্তোষই তাহার প্রাণ। এখানে ভক্তের কোনপ্রকার সুখচিন্তা নাই। এই প্রীতি বা রতি শ্রীহ্লাদিনীরই বৃত্তি। ইহা রজস্তমোগুণাক্রান্ত জীবস্বরূপে নাই। শ্রীহ্লাদিনীর দূত ভক্তমহদ্‌গণের হৃদয়ে এই রতি সতত বিদ্যমান। তাঁহারা কৃপা করিয়া ইহা যাহাকে দিবেন, কেবল সেই ব্যক্তিই তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। তাহারা কাহাকে এই রতি দিবেন ? যে সর্বদা ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের কৃপাপ্রার্থনা করিবে, তাহাকেই তাঁহারা এই ভগবদ্রতি দান করিবেন। দৈন্য বা আর্তির কৃপাকর্ষিণী শক্তি আছে বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা পূর্বেই বলিয়াছি।

সুতরাং এই উত্তমঃশ্লোকজন বা মহদ্‌গণের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করাই শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত। এইরূপ প্রার্থনা যে ভক্ত্যনুষ্ঠানে নাই, তাহা যথার্থ ভক্তিযোগপদবাচ্য নহে এবং এইপ্রকার ভক্তি বহুজন্ম করিলেও প্রেমলাভ হইবে না। সেইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন –

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥"
(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।১৫)

আবার শ্রীরূপপাদও উল্লেখ করিয়াছেন –

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্লভা ॥"
(শ্রীভ:র:সি: ১।১।৩৫)

অর্থাৎ সুদীর্ঘকাল অনাসঙ্গসাধন করিলেও হরিভক্তি সুদুর্লভাই হইয়া থাকে, আবার সাসঙ্গ সাধন দ্বারাও ইহা শ্রীহরি হইতে সহজে লাভ করা যায় না। এই দুইপ্রকারে ভক্তি সুদুর্লভা।

'সাসঙ্গ' অর্থ ভজনে নিষ্ঠা বা নিপুণতা। নিষ্ঠা অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিতে অভিনিবেশ। এই ফল দুইপ্রকারে হইতে পারে। ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ ফল ও উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিরূপ ফল। রজস্তমোগুণাক্রান্ত জীবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির স্থিতি নাই বলিয়া ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য আশান্বিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই উদ্দেশ্য লইয়া সে যে ভক্তি করে, তাহাতে তাহার নিষ্ঠাও থাকে। কিন্তু ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য ভিন্ন হওয়ায় এইপ্রকার সাসঙ্গ সাধনেও প্রেমপ্রাপ্তি হয় না। আবার এই সাসঙ্গত্ব যে সাধনে নাই অর্থাৎ যাহা অনাসঙ্গ তাহা বৃথা। উত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিলাভ যে সাধকের উদ্দেশ্য, তাহার অনুষ্ঠিত ভক্তি সর্বোত্তম অর্থাৎ তাহা প্রেমপ্রাপক।

এইরূপ রতিলাভের জন্য প্রার্থনা কে করিতে পারে ? যে হ্লাদিনীশক্তির দূতরূপী মহতের কৃপালাভ করিয়াছে, কেবল সেই সাধকই এই রতিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে। আর যে মহৎকৃপা লাভ করে নাই, তাহার এই মহৎকৃপা পাইবার উদ্দেশ্যেই ভক্তি করা উচিত। কারণ মহৎকৃপা ব্যতীত এই রতিলাভের বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু মহৎকে আশ্রয় করিয়াই এই রতি থাকে।

এতদ্‌ব্যতীত শ্রীজীবপাদের শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৯তম অনুচ্ছেদের উক্তি অনুসারে কোনক্রমে জীবের মহৎসঙ্গলাভ হইলেও পূর্ব অপরাধহেতু তাঁহাকে মহদ্‌জ্ঞান হয় না। তাই তাঁহার প্রতি অনাদর হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার কৃপাবরণবাসনা হৃদয়ে জাগিবে বা কিরূপে ?

এই দুর্ভাগ্য হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র উপায় মহৎকৃপালাভের অন্তরায়স্বরূপ পূর্ব অপরাধক্ষালনের জন্য শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তীব্র আর্তিযুক্ত প্রার্থনাপূর্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান। ইহাই সাসঙ্গ সাধন। ভগবৎকৃপা জীবের প্রতি স্বতন্ত্রভাবে হয় না। ইহা সাধুগণকে দ্বার করিয়াই জীবের নিকট পৌঁছে। সুতরাং শ্রীভগবানের যে কৃপা সাধুগণের নিকট আছে, তাহা সাধুসঙ্গ কিংবা সাধুকৃপাকে বাহন করিয়াই জীবে সংক্রমিত হয়। সেই কারণে শ্রীভগবান্‌কে 'সদনুগ্রহ' বলাযায়। অর্থাৎ সাধুকে নিমিত্ত করিয়াই তাঁহার কৃপা জীবের নিকট পৌঁছে কিংবা তাঁহার অনুগ্রহ সাধুরূপ ধারণ করিয়া এ সংসারে বিচরণ করিতেছে কিংবা সাধুগণ যাঁহার অনুগ্রহস্বরূপ, তিনি হইলেন 'সদনুগ্রহ'।

অতএব যে উত্তমঃশ্লোকজনগণের অর্থাৎ সাধুগণের নিকট হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিরূপা ভগবদ্রতি সতত বিদ্যমান, সেই সাধুগণের কৃপালাভের জন্য তীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া শ্রীনামকীর্তনাদি যে সাধন, তাহাই যথার্থ সাধন এবং সেইরূপ সাধনদ্বারা এই জন্মেই যে ভগবদ্রতিলাভের পথ সুগম হইতে পারে, শ্রীমদ্ভাগবতের শিক্ষা হইতে ইহাই উপলব্ধ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাঘব, সাধুসঙ্গ কি এবং সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কি, তাহা শুনিলে ত। এই কারণে শ্রীভগবানের সেবা অপেক্ষা ভক্তের সেবার মাহাত্ম্য বহুগুণে অধিক বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৯।২১) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন –

"আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ॥"

অর্থাৎ আমার পরিচর্যায় আদর (প্রীতি), সর্বাঙ্গদ্বারা আমার অভিবন্দন (দণ্ডবন্নতি), আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত আমার ভক্তের পূজা, সমস্ত প্রাণীতে আমার অস্তিত্ব চিন্তা (এইসব আমাতে ভক্তির কারণ)।

শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীল সনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছেন –

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" (শ্রীচৈ:চ:মধ্য ২২।৪৮)

অর্থাৎ সাধুসঙ্গই হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রবৃত্তির উদয়ের মূল কারণ।

শ্রীরূপপাদ শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডের উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি! তদীয়ানাং সমর্চনম্॥ (২।৪)

মহাদেব পার্বতীকে বলিতেছেন – "হে দেবি! সমস্ত দেবদেবীর আরাধনা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ; আবার শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হইতেও তদীয় ভক্তের আরাধনা অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন –

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২।৪১)

এইসব শাস্ত্রোক্তিদ্বারা ভগবদ্ভক্তের আরাধনাই যে ভগবদারাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহা প্রমাণিত হইল এবং সেই ভক্তমহতের সঙ্গ ও কৃপাই প্রেমলাভের একমাত্র কারণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভগবৎসেবা হইতে মহৎসেবার মাহাত্ম্য অধিক কেন ?

রাঘব – শ্রীভগবান্ যখন সমস্ত জগতের স্রষ্টা তখন তিনি ত সমস্ত বস্তু, সমস্ত জীব ও সাধুসমাজের প্রভু। তাঁহার সেবা হইতে সাধুসেবার মাহাত্ম্য কিরূপে অধিক হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরুজী – শ্রীভগবানের যে হ্লাদিনীশক্তি ভক্তিস্বরূপিণী, জীবগণকে তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ করাইবার জন্যই তিনি সর্বক্ষণ সেই হ্লাদিনীশক্তিকে সর্বজীবহৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। যে সাধক জীব তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবদধিষ্ঠানজ্ঞানে সকল জীবকে সম্মানদানপূর্বক কঠোর সাধন করিয়া ভক্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ রজস্তমোগুণকে তাহার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, উক্ত হ্লাদিনীশক্তি তাহারই হৃদয়ে অবস্থান করিয়া তাহাকে শ্রীভগবানের প্রতি গাঢ় প্রীতিযুক্ত করাইয়া থাকেন। তখন সেই ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরের প্রতি আবেশ বিদ্যমান থাকে। সে অবস্থায় ভক্ত তাহার নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির বাসনা না রাখিয়া কেবল শ্রীভগবানের প্রীতির জন্যই তা'র সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া থাকে। শ্রীভগবান্ ভক্তের বাসনানুরূপ ফল দিতে চাহিলেও ভক্তের বাসনা অহৈতুকভাবে শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধানমূলক হওয়ায় ভক্তের প্রতি তাঁহার কৃপার ফল তাঁহারই নিকট পৌঁছে। অতএব তিনি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" (শ্রীগী: ৪।১১) শ্রীগীতোক্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা রাখিতে না পারিয়া অনন্যোপায় হইয়া ভক্তের অধীন ও তাহার নিকট নিত্য অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইয়া যান।

ইহা হইল শ্রীভগবান্ হইতে ভক্তের শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ। আর একটি কারণ হইল এই যে, শ্রীভগবানের সুখৈকসহায়া হ্লাদিনীশক্তি যুগপৎ ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বিষয়বিগ্রহ (সেব্য) বলিয়া হ্লাদিনীশক্তি ভক্তের দ্বারা শ্রীভগবানের সুখোৎপাদিকা বিভিন্ন সেবা করাইয়া তাঁহাকে ভক্তের বশীভূত করাইতেছেন। অতএব ভক্ত শ্রীভগবানের সুখলাভের হেতু হইল। অর্থাৎ ভক্ত ব্যতীত ভগবান্ আশানুরূপ সুখ লাভ করিতে পারিবেন না। এইরূপে ভক্ত তাঁহার সুখের সহায় হওয়ায় ভক্তেরই শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ ভক্ত ব্যতীত তাঁহার লীলা হইতে পারিবে না। অতএব লীলা পুরুষোত্তমের লীলারসাস্বাদনও হইতে পারিবে না।

এইসব কারণে শ্রীভগবান্ ভক্তের অধীন। এ সম্বন্ধে শ্রীল সনাতনগোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ।
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ॥
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥" (১।১।৩)

নিজ ভক্তগণের প্রতি নিজের যে প্রীতি, তদপেক্ষা নিজপ্রতি ভক্তগণের যে অসাধারণ প্রেমভাব, তাহার পরমোৎকর্ষ বিচার করিয়া লোভবশতঃ (তাহা অনুভব করিবার জন্য) যিনি ভক্তরূপে ভূতলে শ্রীনবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি, যতিবেশধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞক শ্রীশচীনন্দন-স্বরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতনপাদ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন – যদি সেই প্রেমমাধুরীর লেশমাত্রও কেহ কখনও নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা হইলে তুমি আবার তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ কেন ? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন – ইহার উত্তর পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি পূর্বোক্ত অভিপ্রেত উত্তর প্রদান করিতেছি – নিখিল দীনহীনজনগণের উদ্ধারকারী নিজনাম-সংকীর্তনপ্রধান ভক্তিরসবিস্তারকারী শ্রীভগবৎপ্রিয়তমাবতার মহাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার পরমোৎকর্ষ বলিতেছেন। নিজ ভাব – শ্রীহরির নিজ ভক্তজনে যে ভাব তাহা, সেই ভাব (অসাধারণ প্রেম) সুমধুর ও পরমোৎকৃষ্ট। অতএব শ্রীহরির ভক্তগণের প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেম হইতেও শ্রীহরির প্রতি ভক্তগণের যে প্রেম তাহা অসাধারণরূপে সুমধুর ও পরমোৎকৃষ্ট। এই আলোচনা করিয়া সেই ভাবপ্রাপ্তির লোভে যিনি (যে শ্রীকৃষ্ণ) ভক্তরূপে বা প্রিয়সেবকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীশচীনন্দন হরি সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন। পূর্বে স্বয়ং শ্রীহরি যে গোপীপ্রেমমাধুরীর বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অধুনা সেই শ্রীহরি ভক্তরূপে (শ্রীগৌরহরিরূপে) অবতীর্ণ হইয়া সেই প্রেম স্বয়ং অনুভব করিতেছেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারেই মহান্ উৎকর্ষ সিদ্ধ হইতেছে। আরও শ্রীভগবান্ নিজের মুখে বলিয়াছেন (শ্রীভা: ১১।১৪।১৬) – "আমি ভক্তের পদধূলিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব। যেহেতু ভক্তচরণধূলিগ্রহণ ব্যতীত ভক্তি হয় না। আর ভক্তি বিনা আমার মাধুর্যানুভবও হয় না – আমি নিজে এইরূপ নিয়ম করিয়াছি। অতএব আমিও আমার ভক্তের ন্যায় (ভক্তের পদধূলিগ্রহণ হইতে প্রাপ্তা) ভক্তিদ্বারা আমার পরিপূর্ণ মাধুর্যরসে নিমগ্ন হইব – এইরূপ মনে করিয়া আমি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিষ্কিঞ্চন অথচ মদীয় রূপাদি মননশীল শান্ত (বৈরভাবরহিত সমদর্শী) ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি। এই বাক্যে শ্রীভগবান্ নিজ হইতেও নিজ ভক্তের উৎকর্ষ স্বয়ং সর্বতোভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, "আমাকে ভক্তগণ যে অহৈতুকী ভক্তি করেন, আমি তাহার প্রতিদান করিতে পারি না; এই দোষ হইতে নির্মুক্ত হইব (পবিত্র হইব) মনে করিয়া ভক্তের পাছে পাছে গিয়া তাহার চরণধূলিতে ভূষিত হই।"

শ্রীকৃষ্ণাবতারে ইহা বাক্যমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিল। অধুনা তিনি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে ইহা স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, ভক্ত যেরূপ ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্, ভগবান্ও সেইরূপ ভক্তের প্রতি ভক্তিমান্। (শ্রীবৃ:ভা: ১।১।৩)

আরও শ্রীব্রহ্মা, শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহা জানিবার জন্য মুনিগণ শ্রীভৃগুকে পাঠাইয়াছিলেন। ভৃগু ব্রহ্মার প্রভাব পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সভায় গিয়া তাঁহাকে প্রণামাদি না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহাতে ব্রহ্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ভৃগু তথা হইতে কৈলাস ধামে গমন করিলেন। ভৃগুকে দেখিয়া মহেশ্বর আসন হইতে উঠিয়া আনন্দচিত্তে ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। "তুমি অতিশয় উন্মার্গগামী" এই কথা বলিয়া ভৃগু তাঁহার আলিঙ্গন গ্রহণ করিলেন না। ইহা দেখিয়া মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তে ত্রিশূল ধরিয়া ভৃগুকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে ভীতত্রস্ত হইয়া পার্বতী তাঁহার পদতলে পতিতা হইয়া বিনয়বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন। তাহার পর ভৃগু শ্রীভগবানের আবাসস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন যে, শ্রীভগবান্ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছেন। তিনি শ্রীহরির বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। তারপর সাধুজনশরণ ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীর সহিত শয্যা হইতে উঠিয়া অবনতমস্তকে মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিলেন – "হে মুনিবর! আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে ব্রাহ্মণ! এই আসনে ক্ষণকাল বসুন। হে প্রভো! আমরা আপনার আগমন বিষয় জানিতে না পারিয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা করুন। আপনার পাদোদক প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহকেও বিশুদ্ধ করে। আপনি সেই পাদোদকদ্বারা আমাকে, এই বৈকুণ্ঠলোককে এবং আমার আশ্রিত লোকপালগণকে পবিত্র করুন।" (শ্রীভা: ১০।৮৯।২-১০)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইসব শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে শ্রীভগবান্ হইতে ভক্ত যে শ্রেষ্ঠ তাহা জানাযায়। সেই কারণে ভগবৎসেবা হইতে মহৎসেবার মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

ভগবদ্ভজনের আবশ্যকতা – তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, ভক্ত যদি শ্রীভগবান্ হইতে শ্রেষ্ঠ হইল, তাহা হইলে ভক্তকে ভজন করিবার কথা না বলিয়া শাস্ত্রে কেবল ভগবদ্ভজনের কথাই বলিলেন কেন ? ইহার উত্তরে বলাযাইবে যে, সাধুসঙ্গই কৃষ্ণভক্তিজন্মের মূল কারণ। সাধুসঙ্গ ও সাধুর সেবাই সর্বোত্তম সাধন। কিন্তু অপরাধ থাকিলে সাধুসঙ্গ করিয়াও তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। এ বিষয়ে শ্রীজীবপাদ শ্রীভ:স: ১৭৯তম অনুচ্ছেদে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মর্ম এইরূপ – "অপরাধ থাকিলে সাধুসঙ্গ পাইলেও জীবের তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণববুদ্ধি পরিবর্তে তাঁহাদিগকে সাধারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিরূপে জ্ঞান হয়। কাজেই হৃদয়ে তাঁহাদের প্রতি আদরের অভাবহেতু ভক্তসঙ্গ ব্যর্থ হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ যে শ্রীনারদের সঙ্গ ও কৃপার প্রভাবে নলকূবর ও মণিগ্রীব প্রেম পাইয়াছিলেন এবং ব্যাধও বৈষ্ণব হইয়াছিল, দেবতাগণ দৈনিক সেই শ্রীনারদের সঙ্গ পাইয়াও তাঁহাকে মহদ্জ্ঞান না করিয়া পুণ্যবান্ ঋষিবিশেষ জ্ঞান করিয়াছিলেন। এই কারণে তাহাদের ভোগপ্রবৃত্তি দূর হইল না। এরূপস্থলে এই অপরাধ হইতে মুক্তি ও সাধুসঙ্গে ভগবৎসাম্মুখ্যলাভ বিষয়ে শ্রীভগবানের কৃপার সাহায্য অপরিহার্য। সৎসঙ্গই ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হইলেও অপরাধই তাহার ঘোর প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অবশ্য যাহারা নিরপরাধ, সৎসঙ্গদ্বারা তাহাদের পরমোত্তম দৃষ্টি লাভ হইবার পর চিত্ত সজ্জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হইয়া থাকিলেও সেই সৎসঙ্গই তাহাদের ভগবৎসাম্মুখ্যের কারণ হইয়া থাকে।

ভগবদ্‌বিমুখ জীবমাত্রে সকলেই অল্পবহুতে অপরাধী। কাজেই মহৎকৃপালাভের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে শ্রীভগবানের নিকটই ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে হইবে। তাহাদিগের সেই ব্যাকুল প্রার্থনায় শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হইলে তিনি তাঁহার নিজজন সাধুগণের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ করাইয়া দেন।

এস্থানে একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহা হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণ হইলেন ভোক্তা। অতএব সাধুসঙ্গলাভের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহার কৃপায় যে সাধুসঙ্গ পাওয়া যায়, সেই সাধুর কৃপায় প্রেম পাওয়া যাইবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কি না ঠিক বলা যায় না। কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ভক্তের প্রেম কিরূপ, তাহা আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। সেই শ্রীগৌরহরি ও গৌরদাতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ডাকিলে তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা অতিশীঘ্র (এই জন্মেই) তাঁহাদের নিজজনের সঙ্গে আর্তভক্তের সাক্ষাৎকার করাইয়া তাঁহার দ্বারা প্রেমদান করাইবেন।

শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হয় কিরূপে ?

রাঘব – শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হয় কিরূপে ?

গুরুজী – তিন প্রকার কারণে শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে – (১) জীবের দুঃখ দেখিলে, (২) তাঁহার প্রতি অন্যের অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগ হেতু, (৩) কৃপাদাতার (শ্রীভগবানের) কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দনহেতু।

(১) অন্যের দুঃখ দেখিলে কিরূপে পরমকরুণ শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হয় তাহার প্রমাণ হইল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোক –

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ (৪।৮)

অর্থাৎ সাধুগণের দুঃখ হইতে তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ, দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপীগণের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এস্থানে সাধুগণের দুঃখ দেখিয়া শ্রীভগবানের হৃদয় বিগলিত হওয়ায় তিনি এ সংসারে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দুঃখের কারণ স্বরূপ দুষ্কৃতগণকে বিনাশ করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসংস্থাপনও করিয়া থাকেন। অবশ্য শ্রীভগবানের এই কৃপা অতি সাধারণ।

(২) তাঁহার উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগ করিলে তিনি কিরূপ বশীভূত হইয়া যান, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি –

(ক) শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসকারাগারে শ্রীদেবকীর গর্ভ হইতে জাত হইলেন তখন তিনি কিরূপে শ্রীদেবকী ও বসুদেবের অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগহেতু তাঁহাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিলেন, তাহা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন – "হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্বজন্মে তুমি পৃশ্নি নামে জাত হইয়াছিলে এবং শুদ্ধচিত্ত এই বসুদেব ছিল সুতপা নামক প্রজাপতি। ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টির জন্য তোমরা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুইজন ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে। সেই তপস্যার সময়ে তোমরা খরা, বর্ষা, বাতাস ও শীত প্রভৃতি কালগুণ বিস্তর সহ্য করিয়াছ। ক্রমে প্রাণায়ামদ্বারা তোমাদের চিত্তমল দূরীভূত হওয়ায় তোমরা কেবল বৃক্ষ হইতে পতিত পত্র ও বায়ুমাত্র সেবন করিয়া বাঞ্ছিত ফললাভের আশায় শান্তচিত্তে আমার আরাধনা করিয়াছিলে। মদ্গতচিত্ত হইয়া এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে দেবমানে বারহাজার বৎসর গত হইল। তোমাদের এইরূপ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাদের নিকট আবির্ভূত হইলাম এবং অভীষ্ট বর চাহিতে বলিলাম। তোমরা আমারই আকৃতিবিশিষ্ট একটি পুত্র কামনা করিয়াছিলে। এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া তোমরা মৈথুনধর্মরহিত হইয়া নিঃসন্তান হইয়াছিলে। তাই আমার প্রতি বাৎসল্যমমতাবশতঃ তোমরা মুক্তিকামনা না করিয়া আমাকেই পুত্ররূপে পাইতে ইচ্ছা করিলে। সেই কারণে আমি তোমাদের পুত্র হইলাম।"

এখানে শ্রীবসুদেব ও শ্রীদেবকীর স্বার্থত্যাগের কথা চিন্তা কর। তাঁহারা দেবমানে বারহাজার বৎসর খরা, বর্ষা, শীত ও বায়ুর বেগ ইত্যাদি সহ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। পরিশেষে বৃক্ষ হইতে গলিত পত্র ও বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া থাকিলেন। এইরূপ অকথনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়া তাহারা কি কামনা করিয়াছিলেন ? তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ত মুক্তি অনায়াসে পাইতে পারিতেন। কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও মুক্তিরূপ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিবাঞ্ছা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যমমতাযুক্ত হইয়া তাঁহাকে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইতে প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং এই কঠোর তপস্যার ফলরূপে মুক্তিরূপ নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট হন নাই। কেবল তাঁহাকে কিরূপে বাৎসল্যরস আস্বাদন করাইয়া সুখী করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের এই কঠোর তপস্যারূপ ক্লেশবরণ। কাজেই তাঁহাদের পুত্রস্নেহে বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিলেন এবং নিজের সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতাকে ভুলিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের অধীন হইয়া গেলেন।

(খ) শ্রীভগবান্ শ্রীদুর্বাসাকে বলিতেছেন (শ্রীভা: ৯।৪।৬৩,৬৫) – "হে দ্বিজ ! আমি ভক্তের অধীন। এই কারণে সর্বময়কর্তা হইয়াও ভক্তের নিকট সত্য সত্য যেরূপ আমার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। মুক্তিপর্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্তের কথা দূরে থাক, ভক্তের প্রিয়জনগণও আমার প্রিয়। যেসব ভক্ত গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, ধন, প্রাণ ও ইহপরলোকের সুখবাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আশ্রয় করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব ? সতী স্ত্রী যেরূপ (তাহার স্বার্থত্যাগদ্বারা) সৎপতিকে বশীভূত করে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও সেইরূপ (স্বার্থত্যাগজনিত) ভক্তির প্রভাবে আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন।

(গ) ভক্ত যেরূপ নিজের স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিয়া সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য ব্যাকুল, শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার প্রতি ভক্তের এই অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া নিজকে তা'র অধীন ও নিত্যকাল তাহার নিকট অপরিশোধ্যঋণে ঋণী বলিয়া অভিমান করিতেছেনে। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবাক্য এইরূপ –

"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

(শ্রীভা: ১০।৩২।২২)

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন – আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ, তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। যে গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করা অসম্ভব তোমরা তাহাকে ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজন করিয়াছ। আমি দেবতাগণের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের এই কার্যের প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারিব না। অতএব তোমরা তোমাদের নিজ সাধুকৃত্যদ্বারাই প্রত্যুপকৃত হও।

বস্তুতঃ গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে স্বার্থত্যাগ, তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধিবাসনা নাই। ইহা কেবল শ্রীকৃষ্ণকে সর্বতোভাবে সুখী করিবার জন্যই উদ্দিষ্ট। তাঁহাদের যদি স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিবাসনার লেশমাত্রও থাকিত, তাহা হইলে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য তাহা পূরণ করিয়া তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের প্রতিদান দিতে পারিতেন। তখন তিনি আর তাঁহাদের ঋণী হইতেন না। কিন্তু আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামের লেশমাত্রও তাঁহাদের নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের প্রতিদান দিতে না পারিয়া নিত্যকাল তাঁহাদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী হইয়া রহিলেন।

(ঘ) শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সময়েও শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্তন-সুখভঙ্গ-ভয়ে নিজের একমাত্র পুত্রের বিয়োগদুঃখ অম্লানবদনে সহ্য করিলেন এবং ঘরে স্ত্রীগণকেও পুত্রবিয়োগহেতু ক্রন্দন করিয়া শ্রীগৌরহরির কীর্তনসুখ ভঙ্গ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না করিতে তাগিদ দিলেন। তারপর তিনি নিজেও প্রফুল্লচিত্তে সংকীর্তনে যোগ দিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরহরি ত তাহা জানিতে পারিয়াছেন। তথাপি ভক্তগণ বলিয়াদিলেন যে, মধ্যরাত্রিতে শ্রীবাসপণ্ডিতের পুত্রবিয়োগ হইয়াছে। একথা শোনামাত্র শ্রীগৌরহরি শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের এইরূপ অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া অশ্রুবিসর্জনপূর্বক বলিতে লাগিলেন – "আমার প্রেমে বশীভূত হইয়া যে পুত্রশোকের ন্যায় দারুণ শোককে ভুলিতে পারিল, সেইসব ভক্তের সঙ্গ আমি কিরূপে ছাড়িব ? হে শ্রীবাস ! আজ হইতে আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র হইয়া রহিলাম।" শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে ভক্তের অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ কিরূপে শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করে এবং পরিশেষে তিনি কিরূপে এইরূপ স্বার্থত্যাগী ভক্তের বশীভূত ও অধীন হইয়া যান, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(ঙ) সেইরূপ পুরীতে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্যের শ্রীগৌরহরির নিন্দুক নিজ জামাইয়ের মৃত্যুকামনা করা ও তাঁহার সহধর্মিণীর নিজের কন্যাকে রাণ্ডী হইবার জন্য অভিশাপ দেওয়ার দ্বারা শ্রীগৌরহরির প্রীতির জন্য তাঁহারা যে কি অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই ত্যাগের কোন তুলনা নাই।

রাঘব, ভক্তের স্বার্থত্যাগে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ কিরূপে তাহার স্নেহবশ হইয়া তাহার অধীন হইয়া যাইতেছেন! ইহা হইতেই জানা যায়, শ্রীভগবান্ প্রীতিরই কাঙ্গাল। তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে যে নিজের সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিতে পারিল, সর্বচিত্তনিবাসী ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাহার বশীভূত ও পরিশেষে তাহার অধীন না হইয়া কি থাকিতে পারেন ? তিনি যাহার অধীন ও বশীভূত, তাহার আর কিছু অপ্রাপ্য থাকিতে পারে কি ? সুতরাং তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে সমস্ত স্বার্থত্যাগই সর্বসাধনসার।

(৩) শ্রীভগবানের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ক্রন্দন করিলে তিনি কিরূপে বশীভূত হন, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

(ক) গজরাজ – গজরাজ কুম্ভীরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেবমানে একশ বৎসর পর্যন্ত কুম্ভীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। ক্রমশঃ তাহার শক্তি হ্রাস ও কুম্ভীরের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া সেই যুদ্ধের সময়ে ব্যাকুলহৃদয়ে তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রার্থনা করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাগিলেন। তাঁহার সেই আর্তি আর্তবন্ধু শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিল এবং তিনি কুম্ভীরকে চক্রদ্বারা কাটিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া মুক্তি দিলেন।

(খ) শ্রীদ্রৌপদী – কৌরবের রাজসভায় দুঃশাসন শ্রীদ্রৌপদীকে উলঙ্গ করিয়া অপমানিত করিতে চেষ্টিত ছিল। এই সময়ে পাণ্ডবগণ কেহই তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি নিঃসহায়া হইয়া উক্ত বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীকৃষ্ণকে আর্তস্বরে ডাকিলেন। তখন সর্বচিত্তনিবাসী শ্রীকৃষ্ণ বহুদূরে দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহার আর্তিযুক্ত প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াগেল এবং তিনি তৎক্ষণাৎই বস্ত্ররূপ ধারণ করিয়া শ্রীদ্রৌপদীকে উক্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।

(গ) শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময়ে মুসলমানগণের রাজত্ব ছিল। তাহারা হিন্দুদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেন। মুসলমানগণের অত্যাচারের ভয়ে একদিন রাত্রিতে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিত নবদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি রাত্রিতেই স্ত্রীপুত্রাদিকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিলেন। সেখানে বহু সময় অপেক্ষা করিয়াও কোন মাঝিকে আসিতে না দেখিয়া তিনি খুব চিন্তিত ছিলেন। এই সময়ে রাত্রি প্রভাত হওয়ায় তিনি খুব ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিলেন – "আমার সামনে কি যবনগণ আমার পরিবারের লোকের অঙ্গ স্পর্শ করিবে! এই দৃশ্য দেখার অপেক্ষা আমার গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মৃত্যুবরণ করা কোটিগুণে শ্রেয়স্কর।" তিনি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া অন্তর্যামী আর্তবন্ধু শরণাগতপালক শ্রীগৌরহরি তৎক্ষণাৎ মাঝিরূপে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাঝিকে দেখিয়া তিনি অতি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিতে বলিলেন এবং তাহার পারিশ্রমিকরূপে তাহাকে একটি টাকা ও এক যোড়া কাপড় দিবেন বলিলেন। মাঝিরূপী শ্রীগৌরহরি তাহাতে সম্মত হইয়া সপরিবার তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

শ্রীশ্রীবাস অঙ্গনে "সাতপ্রহরিয়া" ভাবাবেশে থাকিবার সময়ে শ্রীগৌরহরি শ্রীগঙ্গাদাসের নিকট ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বয়ং শ্রীগৌরহরি মাঝিরূপে তাঁহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি প্রেমেতে মূর্ছিত হইয়া গেলেন।

(ঘ) জগাই-মাধাই – জগাই-মাধাইকে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদ্ধার করিবার পর পূর্ব অপরাধকথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের এরূপ অন্তর্দাহের উদয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছিল যে, তাঁহারা আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলিয়া অনুক্ষণ ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে থাকেন। তাঁহাদের এই আর্তিতে শ্রীগৌরহরির হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল এবং তিনি প্রত্যহ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া ভোজন করাইতেন।

(ঙ) শ্রীবাসুদেব বিপ্র – শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস নেওয়ার পর যখন দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকূর্মবিপ্রের গৃহে অবস্থান করিতে ছিলেন। সেই গ্রামে বাসুদেব বলিয়া আর একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ। সেই কারণে দেহে অনেক স্থানে ঘা' হইয়া তাহাতে পোকা হইয়া গিয়াছিল। কখনও কখনও সেই পোকাগুলি ঘা' হইতে নীচে পড়িয়া গেলে তিনি তাহাদিগকে উঠাইয়া আবার ঘায়ের মধ্যে রাখিয়া বলিতেন – "খাও খাও, আমার পাপের অনুরূপ দণ্ড লাভ হউক।" নিজ দেহের প্রতি তিনি কত নির্মম, তাঁহার এই আচরণই তাহার প্রমাণ। সেইদিন রাত্রে তিনি শুনিলেন যে, শ্রীগৌরহরি শ্রীকূর্মবিপ্রের ঘরে আছেন। তাহার পরদিন প্রত্যুষে তিনি শ্রীগৌরহরিকে দর্শন করিতে আসিয়া শুনিলেন যে, তিনি সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এ সংবাদ শোনামাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মূৰ্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণের পর জ্ঞানোদয় হওয়ায় উঠিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরহরি অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আর্তিযুক্ত ক্রন্দনে সর্বচিত্তনিবাসী শ্রীগৌরহরির চিত্ত বিগলিত হইয়াগেল। তিনি তৎক্ষণাৎই সেই বিপ্রের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার আলিঙ্গনমাত্রে সেই বিপ্র সম্পূর্ণরূপে কুষ্ঠরোগমুক্ত হইয়া দিব্য দেহ লাভ করিলেন। শ্রীগৌরহরির তাঁহার প্রতি এইরূপ অদ্ভুত কৃপা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মধারণপূর্বক বহু স্তুতি করিয়া বলিলেন – "হে প্রভো! আপনি যাহা করিলেন, সাধারণ জীবের পক্ষে এইরূপ কার্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না। আমাকে দেখিলে আমার দেহের দুর্গন্ধে নিতান্ত নীচ ব্যক্তিও দূরে চলিয়া যাইত, অথচ আপনি বিন্দুমাত্রও ঘৃণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন! আপনার এই অসাধারণ কার্যদ্বারা আপনি প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, আপনি সাধারণ জীব নহেন, স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু প্রভো! আমি ত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া জনসমাজে অস্পৃশ্য হইয়া ছিলাম। তাহার দ্বারা আমার হৃদয়ে দৈন্য জাত হইত। কিন্তু বর্তমান আপনি যাহা করিলেন, ইহার দ্বারা আমার ত অহঙ্কার জাত হইবে।" তাঁহার এইরূপ দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীগৌরহরি তাঁহাকে আশ্বাসনা দিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিলেন – "না, তোমার কদাপি অহঙ্কার জাত হইবে না। তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-নাম কীর্তন কর এবং সকলকে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তনের উপদেশ দাও। এইরূপ করিলে অতিশীঘ্রই তুমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ভাজন হইবে।" এই বলিয়া শ্রীগৌরহরি তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াগেলেন। তখন শ্রীবাসুদেব বিপ্র ও শ্রীকূর্ম বিপ্র উভয়ে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

(চ) গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব – গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব গঙ্গা হইতে গোদাবরীব্যাপী বিশাল উৎকল সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে, শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীতে আসিয়াছেন, তখন তাঁহার দর্শনের জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনের সুযোগ করিয়া দিতে তিনি রাজপণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বহুপ্রকারে অনুনয় বিনয়পূর্বক বলিলেন। শ্রীগৌরহরির প্রতি গজপতির এইরূপ ভক্তি দেখিয়া শ্রীসার্বভৌম ও অন্য সকল ভক্ত বিস্মিত হইয়া গেলেন। গজপতিকে দর্শন দেওয়ার জন্য তাঁহারা শ্রীগৌরহরির নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া তিনি রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন। শ্রীসার্বভৌম গজপতিকে এই সংবাদ দিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। রাজকার্যে তাঁহার মন লাগিল না। শ্রীসার্বভৌম তাঁহার রাজপণ্ডিতরূপে তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী এবং শ্রীরায় রামানন্দও দক্ষিণ উৎকলের শাসনকর্তারূপে তাঁহার বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহাদিগকেও তিনি কোনরূপে শ্রীগৌরহরির দর্শন করাইয়া দিতে বহু অনুনয় বিনয়পূর্বক বলিয়াছিলেন।

রাঘব, দেখ, গজপতির আর্তি কোন্ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তিনি শেষে বলিলেন – "শ্রীচৈতন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আমাকে দর্শন দিবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম তাঁহার দর্শন না পাইলে এ দেহ রাখিব না।" শ্রীগৌরহরির প্রতি গজপতির এইরূপ ভক্তি দেখিয়া শ্রীসার্বভৌম ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেলেন। তথাপি তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আর্তবন্ধু ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রতি ভক্তের এইরূপ আর্তি দেখিলে অবশ্যই তাঁহাকে দর্শন দিবেন। তাহাই হইল। অবশেষে গজপতির সুতীব্র আর্তি শ্রীগৌরহরির হৃদয়কে বিগলিত করিয়া দিল এবং তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞাকে সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ করাইল। তিনি কৃপাবিগলিত হৃদয়ে গজপতিকে দর্শনদান, আলিঙ্গনদান ও প্রেম-পরিপ্লুত করিয়া দিলেন। কেবল তাই নয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গজপতির সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র ও মহিষীগণও প্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলেন।

হে আর্তবন্ধু ভগবান্! আপনি ধন্য। আপনার মহিমা এই ক্ষুদ্র জীবকীট বা কি বলিবে? শত অযোগ্য ও শত অপরাধী হইয়া থাকিলেও যে অকপট হৃদয়ে একবারমাত্র আপনার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিবে, আপনি কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহশীল হইয়া তাহার সমস্ত পাপ ও সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে নিজের প্রিয় করিয়া রাখিবেন এবং শেষে তা'র অধীন ও তাহার নিকট ঋণী হইয়া যাইবেন।

শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রতি অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগ ও তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দনদ্বারা শ্রীভগবানের হৃদয় কিরূপে বিগলিত হইয়া যায়, এইসব উদাহরণই তাহার প্রমাণ।

শ্রীনামকীর্তন-প্রণালী

রাঘব – শ্রীগৌরহরি ত সবসময়ে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার নিম্ন উক্তিই তাহার প্রমাণ –

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়॥"
(শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ২০।১৪)

শ্রীগৌরহরির এই উপদেশকে ভিত্তি করিয়া সকলেই ত মহামন্ত্র কীর্তন করিতেছেন। কিন্তু আপনি সব সময়ে আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীনামকীর্তন করিতে বলিতেছেন। কিন্তু খাইবার সময়ে, শুইবার সময়ে কি যেকোন সময়ে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে ত শ্রীগৌরহরি আদেশ করিয়াছেন বলিয়া এই পয়ার হইতে জানা যায়। নামে যখন নামী ভগবান্ তাঁহার সমস্ত শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তখন আর্তিযুক্ত না হইয়া যেকোন সময়ে ও যেকোন প্রকারে শ্রীনামকীর্তন করিলেই ত নামের শক্তির প্রভাবে বাঞ্ছিত ফল অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীগৌরহরির এই উপদেশই তাহার প্রমাণ। এইরূপ অবস্থায় আপনি সর্বক্ষণ আর্তিযুক্ত হইয়া নামকীর্তন করিবার উপর গুরুত্ব দিতেছেন কেন? সব সময়ে আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীনামকীর্তন করা কি সম্ভব?

গুরুজী – রাঘব, তুমি যে বলিলে খাইবার সময়ে, শুইবার সময়ে কিংবা যেকোন সময়ে শ্রীহরিনাম কীর্তন করিতে শ্রীগৌরহরি উপদেশ দিয়াছেন, একথা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্পূর্ণ ঠিক। এইসব অবস্থায় আর্তিযুক্ত হইয়া নামকীর্তন করা সম্ভব নহে বলিয়া তোমার বিচার। কিন্তু তোমার এই বিচার ঠিক নহে। যাহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, তাহার পুত্রের জন্য আর্তিটা কি দেশকাল বিচার করিয়া হইবে ? হয় ত সে রেলগাড়িতে যাইতেছে, গাড়িতে যাওয়ার সময় রেলগাড়ির পরিবেশ কি পুত্রের জন্য যে আর্তি তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে ? এই আর্তি ত স্বতঃস্ফূর্ত। কোন পরিবেশ ইহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। সেইরূপ মহৎকৃপায় নিজ দুর্দৈববশতঃ সর্বোত্তম প্রীতির পাত্র শ্রীভগবানের প্রতি প্রীতি জাত হইল না বলিয়া যাহার তীব্র অভাববোধ হইবে, সেই অভাববোধই তাহার হৃদয়ে অন্তর্দাহের সৃষ্টি করিবে এবং সেই অন্তর্দাহ সর্বক্ষণ তাহার হৃদয়ে থাকা স্বাভাবিক। পরিবেশের কোন প্রভাব সেই অন্তর্দাহকে প্রশমিত করিতে পারিবে না। কাজেই যেকোন পরিবেশের মধ্যে থাকিলেও সেই অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া সে সর্বক্ষণ কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল মহতের কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবানের নামকীর্তন করিতে থাকে। যেকোন সময়ে এই নামকীর্তন করিলেও অন্তর্দাহ কখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে না। কারণ ইহা মহৎকৃপায় তাহাতে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়াছে। অতএব খাইবার সময়ে ও শুইবার সময়েও তাহার হৃদয়ে এই ব্যাকুলতা থাকিবেই। কোন স্ত্রী কোন পুরুষকে ভাল বাসিতেছে। সে পুরুষ তাহা হইতে দূরে আছে। খাইবার সময়ে, শুইবার সময়ে বা অন্য কোন কার্য করিবার সময়ে তাহার সঙ্গে সে কিরূপে মিলিত হইবে, সেই চিন্তা কি তাহার মন হইতে দূর হইয়া যায় ? না, দূর হওয়ার পরিবর্তে সেই চিন্তা বা বিরহবোধ তাহার হৃদয়ে এরূপ অন্তর্দাহের সৃষ্টি করে যে, তাহার ভোজন ও শয়ন গৌণ হইয়া সেই অন্তর্দাহই মুখ্য হইয়া থাকে। সে অবস্থায় সে বাহিরে যেকোন কাজ করিলেও তাহার অন্তর্দাহ প্রশমিত হওয়ার প্রশ্নই থাকে না।

রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও কিরূপে ভগবৎসেবায় মনকে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরি শ্রীশ্রীরূপসনাতনের নিকট এই শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন –

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"

(শ্রীচৈ:চ:মধ্য ১।১৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ পরপুরুষের প্রতি আসক্তা কুলবধূ বহুবিধ গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিলেও সর্বক্ষণ পরপুরুষের সহিত পূর্বাস্বাদিত সেই নবসঙ্গমসুখ মনে মনে আস্বাদন করিতে থাকে।

শ্রীগৌরহরির রচিত এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যে বস্তুপ্রতি উৎকট বাসনা আছে, লোক যে কোন স্থানে ও যে কোন কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও সেই বাসনা সর্বদা তাহার মনের মধ্যে জাত হইয়া তাহাতে তাহার অভিনিবেশ সৃষ্টি করাইতে থাকে। সুতরাং তাহার অনুষ্ঠিত কার্য গৌণ হইয়া যায় অর্থাৎ তাহাতে মনোনিবেশ না হইয়া সেই বাসনাই তাহার মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখে।

সেইরূপ যাহার প্রতি মহৎকৃপা হইয়াছে, ভক্তিসম্বন্ধে নিজের অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে তাহার হৃদয়ে যে অন্তর্দাহের সৃষ্টি হয় তাহা স্বতঃস্ফূর্ত। অতএব পরিবেশজনিত কোন বাধা সেই অন্তর্দাহকে কোনমতেই প্রশমিত করিতে পারে না। হয়ত তাহার সেই অন্তর্দাহ বাহিরে প্রকাশ না পাইতে পারে, কিন্তু তাহা অন্তরে সর্বক্ষণ বিদ্যমান থাকিয়া তাহার হৃদয়কে দহন করিতে থাকে।

এই অন্তর্দাহই ভক্তিসাধনের মূলধন। অন্তর্দাহহীন ভক্তি 'ভক্তিযোগ'-পদবাচ্য নহে। অনবধানতাযুক্ত হইয়া অনাসঙ্গ ভক্তিরূপ শ্রীহরিনামকীর্তনাদি করিলে অপরাধ না থাকিলে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে এবং অপরাধ থাকিলে পুণ্য হইতে পারে। পুণ্যের ফল ক্ষয়িষ্ণু অর্থাৎ ভোগদ্বারা ক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া ইহার পারমার্থিক মূল্য কিছুই নাই। কাজেই মহৎকৃপাপ্রাপ্ত সাধকের এই অনবধানতাযুক্ত সাধন কখনও কাম্য নহে, কারণ ভক্তির মুখ্য ফল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেমসঙ্গতা মমতা তাহা এইরূপ সাধন হইতে কখনও লাভ হইতে পারে না।

শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে শ্রীগৌরহরি ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীনাম কীর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য শ্লোকেও আর্তির সূচনা রহিয়াছে। অতএব শ্রীগৌরহরির উপদেশ ও আচরণ হইতে সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া শ্রীনামকীর্তন করা যে উচিত, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। এইরূপ নামকীর্তনই প্রেমপ্রাপক। সর্বক্ষণ অনবধানতাযুক্ত হইয়া শ্রীনাম কীর্তন করিতে তিনি কখনও উপদেশ দেন নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইষ্টদেবকে স্বীয় হৃদয়ের ভাব জানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার যে আহ্বান, তাহাই শ্রীনামকীর্তনরূপ সাধন। এই আহ্বান কিরূপে হইয়াথাকে তাহা বলিতে গিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার রচিত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (২।৩।১৬৬-৬৭) এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"বর্ষাকালে মেঘবিনা চাতকের যে আর্তনাদ, রাত্রিকালে পতিবিয়োগবিধুরা চক্রবাকী ও কুররী প্রভৃতির যেরূপ কাতরস্বরে প্রিয় পতিকে আহ্বান, সেইরূপ পরমবিরহ হইতে জাত প্রেমার্তিতে অভিভূত হইয়া যে স্বতঃস্ফূর্ত নামকীর্তন তাহাই শুদ্ধভক্তির সাধন।

শ্রীল জীবপাদও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৮০তম অনুচ্ছেদে ভক্তহৃদয়ের আর্তিকেই ভক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই আর্তিই ভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে ভক্তের প্রতি কৃপোন্মুখ করায়।

আবার শ্রীল সনাতনপাদও বলিয়াছেন – "ভক্তিরেব যোগঃ বৈকুণ্ঠলোক-প্রাপ্ত্যুপায়ঃ; ভগবচ্চরণারবিন্দসংযোগরূপো বা" অর্থাৎ ভক্তিই যোগ বা যোগসূত্র। ইহা বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরই যোগসূত্র। অর্থাৎ ইহা সাধককে ভগবচ্চরণারবিন্দের সঙ্গে সংযোগ করায়।

সুতরাং আর্তিযুক্ত নামকীর্তনে শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তের আবেশহেতু চিত্ত ভগবৎপাদপদ্মে লগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপ আর্তিযুক্ত নামকীর্তন অতি সত্ত্বর চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া প্রেমদান করাইয়া থাকে বলিয়া আর্তিযুক্ত নামকীর্তনই যথার্থ ভক্তিযোগপদবাচ্য। সেই কারণে স্বয়ং শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ গোস্বামিগণ আর্তিযুক্ত নামকীর্তনেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

রাঘব – পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধ প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসে তাহার নিরাকরণ নিমিত্ত এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে –

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥" (২।১১।৫২৬)

অর্থাৎ যাহার নামাপরাধ আছে, অবিশ্রান্ত নামকীর্তন করিলে তাহার অপরাধ দূর হইবে। এখানে কেবল অবিশ্রান্ত নামকীর্তনের কথাই বলিলেন। ক্রন্দন বা তাহাতে মনঃসংযোগের কথা ত বলেন নাই। এবিষয়ে আপনার মত কি?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরুজী – (হাসিতে হাসিতে) ইহা ত সুবিধাবাদীদের কথা। যাহাদের হৃদয়ে আর্তি নাই বা নামকীর্তনে অভিনিবেশ নাই, তাহারা এইরূপ অযত্নশীল হইয়া অনবধানতাযুক্ত নামকীর্তন করিয়া প্রেম পাইয়া যাইবেন আশা করেন। ইহা নামকীর্তন সম্বন্ধে স্বীয় অমনযোগিতারূপ অযোগ্যতাকে বজায় রাখিবার দুরভিসন্ধি ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ইহা একপ্রকার কপটতা। এই কপটতার আশ্রয় লইয়া লোকে নিজের মনঃশাঠ্যকে বজায় রাখিতে চাহেন।

তাহার পূর্ব শ্লোকে অর্থাৎ (২।১১।৫২৫ শ্লোকে) কি বলা হইয়াছে জান? তাহা এইরূপ –

"জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥"

অর্থাৎ কখনও ভুলবশতঃ নামাপরাধ হইয়াগেলে সেই নামপ্রভুর শরণাগত হইয়া সর্বদা নামকীর্তন করিবে।

এস্থানে যে শ্রীনামপ্রভুর শরণাগত হইবার কথা বলা হইয়াছে, ইহা কোন কায়িক কার্য নহে, মানসিক চিন্তাবিশেষ। অর্থাৎ সর্বদা মনে মনে শ্রীনামপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীনামকীর্তন করিবে। শ্রীনাম ও নামী অভিন্ন। আমার পূর্বকর্মফলানুযায়ী তিনি আমাকে সুখ বা দুঃখ যাহাই দেন না কেন, ইহা আমার প্রতি তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। আমার পূর্ব দুষ্কর্মের কথা সূচিত করাইয়া আমাকে ঘোর অনুতাপগ্রস্ত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিবার সুযোগদানের উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে নানা দুঃখে ফেলিতেছেন। অতএব ইহা তাঁহার আমার প্রতি কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইভাবে পূর্ব জন্মে ও এই জন্মেও আমি যেসব জঘন্যতম পাপ ও অপরাধ করিয়াছি, সেইসব কথা চিন্তা করিয়া তজ্জনিত ভগবৎপ্রদত্ত অসহ্য দুঃখকেও অম্লানবদনে সহ্য করিব এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীনামপ্রভুকেই একমাত্র রক্ষকজ্ঞানে মনে মনে তাঁহার শরণাগত হইয়া নামকীর্তন করিব – এই কথাই এস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল অনবধানতাযুক্ত হইয়া শুকপক্ষীর ন্যায় সর্বদা নাম উচ্চারণ করিবার উপদেশ এখানে দেওয়া হয় নাই।

শ্রীবিষ্ণুতে মনোনিবেশই সাধনের প্রাণ

পদ্মপুরাণের উক্তি উদ্ধার করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হইয়াছে –

"স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" (১।৩।৩৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ সর্বদা শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ কর, ইহাই মূল বিধি এবং কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না, ইহাই মূল নিষেধ। সমস্ত বিধিনিষেধ এই মূলবিধি ও মূল নিষেধেরই অধীন।

শ্রীগরুড়পুরাণ ও শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে উল্লিখিত হইয়াছে –

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥"
(শ্রীহ:ভ:বি: ১।৩।৪৭)

অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় থাক কি পবিত্র অবস্থায় থাক, সর্বাবস্থায় যে শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণ করে, সে বাহিরে অর্থাৎ শরীরে ও ভিতরে অর্থাৎ মনে শুচি থাকে। অর্থাৎ বিষ্ণুস্মরণে পবিত্র বা অপবিত্র স্থানকালপাত্রের বিচার নাই। যে যে অবস্থায় স্মরণ করুক না কেন, এই স্মরণপ্রভাবেই তাহার দেহ ও মন পবিত্র হইয়া থাকে।

আরও স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে – "অস্মিন্ কর্মণি যন্ন্যূনং যচ্চাতিরিক্তং যদ্‌বা অন্যথাকৃতম্ তৎ সর্বং ভগবতো বাসুদেবস্য স্মরণাৎ অচ্ছিদ্রমস্তু শুভং ভবতু শুভং ভবতু শুভং ভবতু।" অর্থাৎ এই কর্মে যাহা ন্যূনভাবে, যাহা অতিরিক্তভাবে কিংবা যাহা অন্যপ্রকারে কৃত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের স্মরণে তাহা ছিদ্রশূন্য হউক। মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক, মঙ্গল হউক। অবশ্য ঐহিক কিংবা পারলৌকিক সুখলাভ উদ্দেশ্যেই স্মৃতিবাক্যে এই কর্মের (কর্মকাণ্ডের) বিধান।

ইহা হইতে সূচিত হইতেছে যে, শ্রীবিষ্ণুর স্মৃতিহীন সাধনদ্বারা মোক্ষ বা ভক্তিলাভ ত হইবেই না, ধর্মার্থকামও লাভ হইবে না। কিন্তু যে বুদ্ধিমান্, সে শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক জড়সুখ কামনা না করিয়া প্রেমভক্তিই কামনা করিয়া থাকে।

স্বসুখবাসনারূপ যে চিত্তমল, তাহা শ্রীবিষ্ণুস্মরণপ্রভাবেই ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শত্রুভাবেও সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া কংসাদি মুক্তি পাইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুস্মরণের এইসব অলৌকিক প্রভাব।

"অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ"ই যে সাধনের চরম ফল, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥" (শ্রীভা: ২।১।৬)

অর্থাৎ স্বধর্মে বিশেষ নিষ্ঠাপূর্বক সাংখ্যজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ এই উভয়ের দ্বারা যে শ্রীনারায়ণের স্মৃতি তাহাই পুরুষের লাভ, কিন্তু জন্মের অন্তে অর্থাৎ মৃত্যুসময়ে যে শ্রীনারায়ণের স্মৃতি, তাহাই পরমলাভ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু।

শ্রীভীষ্মদেব তাঁহার স্বেচ্ছা-নির্যাণকালে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন –

"ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্মভিঃ ॥"
(শ্রীভা: ১।৯।২৩)

যে শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তিযোগদ্বারা মনকে নিবিষ্ট করিয়া বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে ভক্তিযোগী কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার দেহত্যাগকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

এইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বহু উক্তি আছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদেবকীর গর্ভে অবস্থানের সময় দেবতাগণ সেই গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ স্তুতি করিয়াছিলেন –

"শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচেতা না ভবায় কল্পতে ॥" (শ্রীভা: ১০।২।৩৭)

হে ভগবন্! আপনার পাদপদ্মযুগলে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যে সমস্ত কার্যে আপনার পরমমঙ্গলময় নাম ও রূপ মহতের শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিতে করিতে অপরকে স্মরণ ও চিন্তন করাইয়া থাকে, তাহার আর সংসার থাকে না।

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ..." (শ্রীভা: ৭।৫।২৩-২৪) শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজ "ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ" – এই যে বিষয়টি বলিলেন ইহা হইতে সূচিত হইতেছে যে, শ্রবণকীর্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ প্রথমে তাঁহাতে অর্পিত হইয়া তারপর অনুষ্ঠিত হইলেই তাহা ভক্তিযোগপদবাচ্য হইয়াথাকে। এস্থানে যে অর্পণের কথাটি বলা হইল ইহা নববিধ অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন অনুষ্ঠান নহে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরন্তু ইহা মানসিকচিন্তাবিশেষ। অর্থাৎ শ্রবণকীর্তনাদি প্রিয়শ্রবা শ্রীবিষ্ণুরই সুখকর অনুষ্ঠান। ইহার দ্বারা তাঁহার সন্তোষ হইবে, এই চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং ইহারই দ্বারা চালিত হইয়া যে ভক্তির অনুষ্ঠান, তাহাই শুদ্ধভক্তি। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা, ভগবতি তদ্‌বিষয়িকা অদ্ধা – সাক্ষাদ্রূপা ভক্তিরিয়ম্; ন তু কর্মাদ্যর্পণরূপা পারম্পরিকী; তত্রাপি শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা – তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা ন তু ধর্মার্থাদিদ্বর্পিতা; এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত, তদা তেন কর্ত্রা যদধীতং তদুত্তমং মন্য ইত্যর্থঃ; তথা চ শ্রীগোপালতাপনী-শ্রুতি (পূ: ১৫) – "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্যম্।"

অর্থাৎ এই নয়প্রকার লক্ষণযুক্ত যে অনুষ্ঠান, তাহা ভগবদ্‌বিষয়িণী সাক্ষাদ্ ভক্তি। ইহা কর্মার্পণরূপ পারম্পরিক ভক্ত্যনুষ্ঠান নহে। ইহা কেবল শ্রীবিষ্ণুকেই অর্পিত অর্থাৎ ইহা কেবল শ্রীবিষ্ণুর সুখের জন্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে – প্রথমে এইরূপ চিন্তাদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পরে ইহার অনুষ্ঠান করা হইতেছে। ধর্মার্থকামমোক্ষলাভ উদ্দেশ্যে ইহা শ্রীবিষ্ণুর জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছে না। এইরূপভাবেই ভক্তি অনুষ্ঠেয়। এইপ্রকার ভক্ত্যনুষ্ঠানকারীর যে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন তাহাকে উত্তম মনে করি। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে (পূ: ১৫) এইরূপ উক্ত হইয়াছে – "শ্রীভগবানের ভজনই ভক্তি। ঐহিক ও পারলৌকিক তদিতর বস্তুবিষয়ক বাসনা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশই সেই ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্য।"

শ্রীজীবপাদের এই উক্তিতে শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিবার সময় শ্রীভগবানের সুখচিন্তায় মন সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট থাকার কথাই বলা হইয়াছে।

এইরূপ মনোনিবেশের কথা শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে –

"অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥" (শ্রীভা: ৬।১১।২৬)

অর্থাৎ অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক মাতা কখন আহার আনিবে বলিয়া যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, খুঁটিতে বান্ধা বাছুর ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া কিরূপে মাতার স্তন্য পান করিবে বলিয়া যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে, পতিবিরহবিধুরা পত্নী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেরূপ প্রবাসী পতির অদর্শনে অধীরা হইয়া তাহার দর্শনের জন্য বিরহব্যথিত হৃদয়ে কাল কাটাইতে থাকে, হে কমললোচন ! আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।

বৃত্রাসুরের এই প্রার্থনায় যে আর্তি ও যে আবেশ ব্যক্ত হইয়াছে, ইহা প্রত্যেক ভক্তিসাধকের অনুসরণীয়।

এতদ্‌ব্যতীত সংকীর্তনৈকপিতা শ্রীগৌরহরি যেরূপ অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণাবেশে আবিষ্ট থাকিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহহেতু তাঁহার যে ব্যাকুলতা, যে ক্রন্দন ও যে অবিচলিত আবেশ, তাহাও ভক্তিসাধকের আলোকস্তম্ভসদৃশ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন –

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥" (৮।৫)

যে দেহান্তকালে কেবল আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে যে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আমাকেই লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সুতরাং ইহা হইতে জানা যায় যে, অন্তকালে শ্রীভগবানের স্মৃতিলাভই সমস্ত সাধনের চরম ফল। জীবিতাবস্থায় "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" অর্থাৎ সর্বদা সেই স্মৃতিযুক্ত (শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিযুক্ত) হইয়া থাকিলেই মৃত্যু সময়ে সেই স্মৃতির উদয় হইয়া জীবকে কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত করিবে। অতএব স্মৃতিহীন অনবধানতাযুক্ত নামকীর্তন শাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন নহে কিংবা ইহা শ্রীগৌরহরির উপদেশও নহে। আবেশযুক্ত নামকীর্তনই শাস্ত্রীয় বিধান ও শ্রীগৌরহরিরও উপদেশ।

"কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥" (১১।৯।২৩)

অর্থাৎ হে রাজন্! পেশস্কারী (ভ্রমরবিশেষ) কোন একটি দুর্বল কীটকে আনিয়া তৎকৃত মাটির গর্তে রাখে। উক্ত কীট সর্বদা ভয়ে সেই ভ্রমরের চিন্তা করিতে করিতে পূর্ব দেহ ত্যাগ না করিয়াও ক্রমে ক্রমে ভ্রমরের রূপ ধারণ করে। সুতরাং দেহান্তের পরে দেহান্তসময়ের ধ্যেয় বস্তুরই যে সারূপ্য লাভ হইবে, এ বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ?

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা" (শ্রীভা: ১১।২০।৬) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান ও কেবল ভক্তির কথা না বলিয়া কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথাই বলিলেন। ইহার তাৎপর্য কি জান ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথমে 'যোগ' শব্দের অর্থ কি তাহা বোঝা দরকার। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিতেছেন –

"এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥"

(শ্রীভা: ১১।১৩।১৪)

অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া যথাযথভাবে সাক্ষাৎ আমার প্রতি ধারণ করাকেই সনকাদি আমার ভক্তগণ যোগরূপে উপদেশ করিয়াছেন।

সুতরাং কর্ম হউক, জ্ঞান হউক কিংবা ভক্তিই হউক, প্রত্যেকটি সাধনে শ্রীভগবানের প্রতি আবেশ বা মনঃসংযোগই সেই সেই সাধনের সার্থকতা সম্পাদন করে, অন্যথা তাহা ব্যর্থ হইয়াথাকে। সেই কারণে কর্মকাণ্ডেও প্রতিস্তরে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিযুক্ত হইবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকামী ব্যক্তিগণ তাহাদের দুর্নিবার ভোগস্পৃহার বশবর্তী হইয়া সেই ভোগ-সুখলাভ উদ্দেশ্যে বেদবিহিত কর্মকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়াথাকে। দয়াময় বেদশাস্ত্র কর্মফলভোগের উদ্দেশ্যে কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করিলেও তাহাতে প্রতিস্তরে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিরই ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাই বেদের পরোক্ষবাদ।

বেদে পরোক্ষভাবে এই যে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য স্মৃতিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সংসর্গলাভ। যেকোন বস্তুর স্মৃতিদ্বারাই উক্ত বস্তুর সংসর্গ (contact) হইয়াথাকে। অগ্নির অনুক্ষণ সংসর্গের ফলে স্বর্ণ যেরূপ তাহার মল ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হয়, সেইরূপ অনুক্ষণ স্মৃতিমাধ্যমে শ্রীবিষ্ণুর সংসর্গে আসিলে বিষয়ভোগবাসনারূপ চিত্তমল শোধিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির প্রতি যদি দৈবাৎ কখনও মহৎকৃপা হইয়া যায়, উক্ত কৃপাবরণের বাধক স্বসুখচিন্তারূপ হৃদমল তাহার না থাকায় সে উক্ত মহৎকৃপাবরণের যোগ্য হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে এইরূপ বলিয়াছেন –

"যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥"

(শ্রীভা: ১১।১৪।২৫)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ বারম্বার অগ্নি তাপের সংসর্গহেতু স্বর্ণ যেরূপ তাহার মল (খাদ) ত্যাগ করিয়া ঔজল্যরূপ নিজের রূপ ধারণ করে, মানবগণ সেইরূপ কেবলমাত্র আমার ভক্তিযোগপ্রভাবে কর্মবাসনারূপ চিত্তমল পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে।

এস্থানে যে ভক্তিযোগের কথা বলা হইল তাহার স্বরূপ কি? তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উক্তি –

"ভক্তিযোগ ভক্তিযোগ ভক্তিযোগধন।
ভক্তি এই কৃষ্ণনাম স্মরণ ক্রন্দন ॥
কৃষ্ণ বলি কাঁদিলে সে কৃষ্ণনাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে ॥"
(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ২৩।৭২-৭৩)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্বক তাঁহার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল ক্রন্দন করাই 'ভক্তিযোগ'পদবাচ্য। শ্রীনামকীর্তনরূপ ভক্ত্যনুষ্ঠানকালীন আর্তিই শ্রীভগবানের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এই আর্তিহেতু নামকীর্তনকারীর হৃদয় শ্রীভগবৎপাদপদ্মে যোগযুক্ত হওয়ায় তাহার চিত্তমল শোধিত হইয়াথাকে। চিত্তমল যে পরিমাণে শোধিত হইতে থাকে আর্তিও সেই পরিমাণেই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। এই অবস্থায় সে মহৎকৃপাবরণযোগ্য হইয়া ভক্তিবাসনা লাভ করে এবং এই ভক্তিবাসনা লইয়া আর্তিযুক্ত ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইলে কালক্রমে প্রেম লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র আর্তিযুক্ত ভক্তিই যথার্থ 'ভক্তিযোগ'।

কর্তব্যবুদ্ধিতে যে শ্রীবিষ্ণুস্মৃতি, তাহা মুক্তির কারণ। কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল মহৎকৃপালাভের জন্য যাহার হৃদয়ে সর্বদা তীব্র উৎকণ্ঠা বর্তমান, সে মৃত্যুসময়ে সেই কৃপালাভের উদ্দেশ্যে অবশ্য ব্যাকুল ক্রন্দন করিবে। তাহার সেই ব্যাকুল ক্রন্দনের ফলে সে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়া পরজন্মে প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারিবে। মৃত্যুসময়ে তাহার অন্তর্দাহ চরম সীমায় পৌঁছিলে সে সেই জন্মেও শ্রীভগবদ্দর্শনলাভ করিয়া প্রেমলাভের যোগ্য হইতে পারে। সব নির্ভর করিতেছে সাধকের অন্তর্দাহের তীব্রতার উপর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আর্তিযুক্ত শ্রীনাম-কীর্তনের প্রাধান্য কেন ?

রাঘব – শ্রীহরিনাম ত সর্বাভীষ্টপ্রদ। যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রেম সহজে দেন না বরং মুক্তি দিয়া প্রেমকে গোপন করিয়া রাখেন। কেন তিনি এরূপ করেন ? যিনি পরমকরুণ, এরূপ পক্ষপাত বিচার তাঁহার পক্ষে কি উচিত ?

গুরুজী – দাতা দানের নিমিত্তই সব জিনিষ ধরিয়া বসিয়াছে। দানগ্রহীতার প্রার্থনা তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ না করা পর্যন্ত তিনি তাহাকে কোন দান দিবেন না। অবশ্য তাহার আর্তিযুক্ত প্রার্থনা দাতার হৃদয়কে যত অধিক বিগলিত করাইতে পারিবে, সে তত অধিক দান দাতা হইতে আদায় করিতে পারিবে। সুতরাং শ্রীভগবান্ পরমকরুণ হইলেও যে ভক্ত তাহার আর্তিযুক্ত প্রার্থনাদ্বারা তাঁহার হৃদয়কে যত বেশী বিগলিত করাইতে পারিবে তিনি তত অধিক তাহার প্রতি কৃপোন্মুখ হইবেন, তাহার নিকটতর হইবেন। কারণ কৃপা হইল একটি চিত্তবিকার। হৃদয় বিগলিত হইলেই এই চিত্তবিকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভক্তের আর্তিযুক্ত প্রার্থনাই তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া তাহাতে চিত্তবিকার সৃষ্টি করিয়া থাকে। সে অবস্থায় ভক্ত যাহা চাহে, তিনি অনায়াসে তাহাকে তাহা দিয়া দেন। বস্তুতঃ এই চিত্তদ্রবতাই ভক্তি বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৮০তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন – "ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট-তদার্দ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষঃ। দৈন্যসম্বন্ধেন চ সাধিকমুচ্ছলিতা ভবতীতি তত্র তদাধিক্যম্।" অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে শক্তিবিশেষ ভক্তকোটিপুরুষগণে প্রবিষ্ট হইয়া (সেই ভক্তগণের দৈন্যহেতু) তাহাদের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাভাব জাত করায়, তাহাকেই ভক্তি বলাযায়। দৈন্যসম্বন্ধহেতু সেই কৃপা অধিকভাবে উচ্ছলিতা হয়। যেস্থানে দৈন্যের আধিক্য, সেই স্থানেই কৃপার আধিক্য দেখাযায়। শ্রীজীবপাদের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট জানাযায় যে, শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তি ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে দৈন্যার্তি সৃষ্টি করেন এবং সেই দৈন্যার্তি শ্রীভগবানের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া তাহাকে বিগলিত করায়। তখন তিনি স্বতঃ ভক্তের প্রতি কৃপাবান্ হন। যে ভক্তহৃদয়ে দৈন্যার্তি যত অধিক, সে তত অধিক শ্রীভগবানের কৃপার পাত্র হইয়া থাকে।

রাঘব, শ্রীজীবপাদের এই উক্তি হইতে শ্রীভগবানের কৃপালাভবিষয়ে অধিক প্রাধান্য কাহাকে দেওয়া হইয়াছে ? শ্রীভগবানের কৃপাকে না ভক্তহৃদয়ের আর্তিকে ?

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাঘব – আজ্ঞে, ভক্ত হৃদয়ের আর্তিকেই এখানে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আর্তিই শ্রীভগবানের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে ভক্তের প্রতি কৃপোন্মুখ করাইতেছে। যে ভক্তের আর্তি যত অধিক, তাহার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাও তত অধিক।

গুরুজী – তুমি যে বলিলে শ্রীভগবান্ পরমকরুণ, তাই পক্ষপাত বিচার না করিয়া তিনি সকলকে প্রেম দেন না কেন, তাহার উত্তর এখন পাইলে ত ? বস্তুতঃ ইহা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নহে, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যাহারা সরল নহে, তাহারা শ্রীভগবানের এই কৃপাময়ত্ব কথাটা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে না। তুমি যদি একটি সোনাখনির সন্ধান পাও, তাহাতে সোনা গচ্ছিত থাকিলেও কি তোমার বিনাচেষ্টায় তাহা হইতে সোনা তোমার নিকট চলিয়া আসিবে ? তজ্জন্য তোমার চেষ্টার আবশ্যক। সেইরূপ শ্রীভগবান্ কৃপাময় হইলেও তাঁহার কৃপালাভের জন্য চেষ্টা আবশ্যক। সে চেষ্টা আর কিছুই নহে – কেবল ব্যাকুল ক্রন্দন। যেহেতু দুর্বলের পক্ষে সবলের কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করার একমাত্র উপায় হইল ক্রন্দন।

আবার শ্রীকৃষ্ণও শ্রীউদ্ধবকে এ বিষয়ে (শ্রীভা: ১১।১৪।২৩-২৫) যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম বলিতেছি। রোমাঞ্চ, হর্ষ, চিত্তদ্রবতা ও আনন্দাশ্রুকলা ব্যতীত চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে বলা যায় না। ভক্তির আবির্ভাব ব্যতীত চিত্ত বিশুদ্ধও হইতে পারে না। যাহার বাক্য গদ্গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত এবং যে নিরন্তর রোদন, আবার কখনও বা হাস্য ও কখনও বা বিলজ্জভাবে উচ্চস্বরে গান ও নৃত্য করিয়া থাকে, এইরূপ আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত পুরুষ ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকে। অগ্নিতাপে তপ্ত সোনা যেরূপ তাহার মল পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হয়, জীবও সেইরূপ (অন্তর্দাহরূপ) আমার ভক্তিযোগের প্রভাবে কর্মবাসনারূপ চিত্তমল পরিত্যাগপূর্বক কেবল আমার প্রীতির উদ্দেশ্যেই আমাকে ভজন করিতে পারে।

এই চিত্তমলশোধনকারী আর্তি বা অন্তর্দাহ কেবল মহৎকৃপালভ্য। চিত্তে ভক্তিদাতা মহতের কৃপালাভের বাসনা না থাকিলে কৃপাময় শ্রীভগবানের কৃপালাভের জন্য ব্যগ্রতা জাত হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পূর্ব অপরাধবশতঃ মহতের সঙ্গলাভ করিলেও তাঁহাকে মহদ্জ্ঞান হইবে না, ইহা শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৯তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুলতাও জাগিবে না। মহতের কৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবাবাসনা যে হৃদয়ে জাগিবে না, ইহা ধ্রুবসত্য। অতএব কর্মবাসনা বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বসুখবাসনা হৃদয়কে জর্জরিত করিয়া চিরদিন আমাদিগকে সংসারদুঃখজলধিতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে। সেই মহৎকে কিরূপে চিনিয়া নিজকে তাঁহার কৃপাবরণযোগ্য করিতে পারিব, এই বাসনা যখন হৃদয়ে তীব্র হইবে, তখন স্বতঃ মহতের কৃপাবরণের প্রতিবন্ধকস্বরূপ পূর্ব দুরন্ত অপরাধ ক্ষালনের জন্য শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ব্যাকুল প্রার্থনা জাগিবে। সেই ব্যাকুল প্রার্থনা পরমকরুণ শ্রীভগবানের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের পরম সহায়ক হইবে এবং শ্রীভগবানের কৃপায় মহতের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং তাঁহার (মহতের) কৃপা আমাদের স্বসুখবাসনারূপ চিত্তমলকে চিত্ত হইতে দূর করিয়া তাহাতে ভক্তিবাসনা (শ্রীভগবানের সুখানুসন্ধান-বাসনা) সঞ্চার করিয়া দিবে। মহৎকৃপাপ্রাপ্ত সেই তীব্র আর্তিযুক্ত শুদ্ধচিত্তই শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানরূপ ভক্তিসাধনের যোগ্য।

এস্থানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের চিত্ত এক সময়ে দুইদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না। একটি দিকেই আকৃষ্ট হইবে। মহৎকৃপা না পাওয়া পর্যন্ত তাহা স্বতঃ স্বসুখবাসনাচরিতার্থে নিমজ্জিত থাকিয়া আমাদিগকে সংসারদুঃখে জর্জরিত করাইতে থাকিবে। আবার যখন আমাদের উপর মহতের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়া যাইবে, তখন চিত্ত স্বতঃ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে ব্রতী হইয়া আমাদিগকে নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করাইয়া রাখিবে। চিত্তের এই উভয় বৃত্তিই স্বতঃসিদ্ধ। স্বসুখবাসনা চরিতার্থ করার নিমিত্ত যেরূপ চেষ্টার কোন আবশ্যকতা থাকে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানের জন্যও চেষ্টার বিন্দুমাত্র আবশ্যকতা নাই। কারণ ইহা কেবল মহৎকৃপা হইতেই স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া থাকে।

এই রহস্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অর্থাৎ মহৎকৃপার অদ্ভুত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেকে চেষ্টা করিয়া রাগানুগা ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইতে চান। কিন্তু মহৎকৃপার ফলে হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইয়া তাহাতে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি সঞ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা আমাদের হৃদয়ে জাগিতে পারিবে না। তাই নিজ চেষ্টায় রাগানুগভক্তিযাজনের যে শ্রম, তাহা ব্যর্থই হইয়া থাকে। যে ভাগ্যবান্ জীব এই মহৎকৃপার অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারে, সেই কৃপালাভের জন্য তাহার হৃদয়ে তীব্র উৎকণ্ঠা জাগে। সেই উৎকণ্ঠার বশবর্তী হইয়া সে কিরূপে মহতের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবিক্রয় করিবে, সেই উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ ব্যাকুল হইয়া শ্রীভগবন্নাম কীর্তন করে। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট সাধন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ক্রন্দন ছাড়া পথ নাই। মহৎকৃপালাভের উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ কাঁদিতেই হইবে। তাহার ফলে স্বসুখবাসনারূপ চিত্তমল, যাহা আমাদের পূর্ব অপরাধের দণ্ডস্বরূপ রজস্তমোগুণদ্বারা সঞ্চিত হইয়া আসিতেছে, তাহা অচিরেই দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সেই শুদ্ধচিত্তেই শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা প্রেম আবির্ভূত হইয়া চিত্তকে নিত্যকাল আনন্দাম্বুধিতে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে।

ভগবৎকৃপায় মুক্তি ও মহৎকৃপায় প্রেম লাভ হয়

রাঘব – মহতের কৃপা হইতে জীবের স্বসুখবাসনারূপ চিত্তমল দূর হয় বলিয়া আপনি বলিলেন। শ্রীভগবানের কৃপায় কি চিত্তমল দূর হইবে না ?

গুরুজী – হাঁ, অবশ্য হইবে। পূর্বে "যথাগ্নিনা..." শ্লোকে অনুক্ষণ শ্রীভগবৎস্মৃতির ফলে চিত্তমল শোধিত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। এই চিত্তমলের অর্থ স্বসুখবাসনা। শ্রীভগবৎস্মৃতিফলে এই স্বসুখবাসনা দূর হইলে জীব কর্মবন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই মুক্তিলাভই তাহার অনুক্ষণ ভগবৎস্মৃতির চরম ফল। এস্থানে প্রেমলাভের প্রশ্নই নাই। কারণ প্রেম হইল হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। মহদ্‌গণ হইলেন হ্লাদিনীশক্তির দূত। সুতরাং জীবের হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিভূত প্রেম সঞ্চার করিতে কেবল মহদ্‌গণই সমর্থ। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে সর্বজীবহৃদয়ে নিক্ষেপ করিতেছেন। মহৎকৃপালাভ উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া যে সর্বক্ষণ অন্তর্যামিদৃষ্টিতে ভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিতেছে, মহৎকৃপায় হ্লাদিনীশক্তি তাহারই হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুসন্ধানে ব্রতী করাইতেছেন। পরিণামে তাহার হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ দূর হইয়া সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবান্ হইতেছে। অর্থাৎ সে মুক্তি না চাহিলেও মুক্তি পায় এবং তার সঙ্গে প্রেমও লাভ করে। ইহা মহৎকৃপারই অপরিমেয় ফল।

রাঘব – তাহা হইলে শ্রীভগবান্ কি কাহাকেও প্রেম দেন নাই ?

গুরীজী – না, তিনি কেবল মুক্তিই দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

"রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।।"

(শ্রীভা: ৫।৬।১৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীশুকদেব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিতেছেন – "হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের (পাণ্ডবগণের) ও যদুগণের পালনকর্তা, উপাস্য, সুহৃৎ ও কুলপতি (কুলের নিয়ন্তা); কখনও কখনও দৌত্যাদি দ্বারা আপনাদের (পাণ্ডবগণের) আজ্ঞানুবর্তী ভৃত্যের কার্যও করিয়াছেন; এইরূপ হইলেও ভজনকারিগণকে তিনি মুক্তিই দিয়াথাকেন; কিন্তু কখনও প্রেমভক্তি দেন না।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ।।"
(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।১৬)

প্রেমদানবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই অসামর্থ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার হ্লাদিনীশক্তির মূর্তিমান্ প্রকাশ শ্রীরাধারাণীর ভাব ও কান্তি ধারণ করিয়া শ্রীগৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীরাধাভাবে সম্পূর্ণরূপে বিভাবিত থাকায় সকলকে বিনাসাধনে অনায়াসে প্রেম দিয়াগেলেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাক, পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ এমনকি বৃক্ষলতাদিকেও তিনি প্রেম দিয়াগেলেন। সুতরাং শ্রীগৌরস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণই প্রেমদাতা। অতএব প্রেমলাভেচ্ছু সাধককে শ্রীগৌরকৃষ্ণের ভজন করিতেই হইবে। কারণ শ্রীগৌরভজন ব্যতীত প্রেমলাভ হইবে না।

রাঘব – শ্রীভগবানের দ্বারা যাহারা হত হইয়াছেন, তাহারা কি প্রেম পান নাই ?

গুরুজী – না, স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের হস্তে যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, কেবল তাহারাই মুক্তি পাইয়াছেন, কেহ প্রেম পায় নাই। এতদ্ব্যতীত পরাবস্থতত্ত্ব অর্থাৎ পরিপূর্ণষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহের দ্বারা হত রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিও কেহ মুক্তি পায় নাই। অতএব প্রেমের প্রশ্ন আসিতেছে কোথা হইতে ?

প্রেমলাভের সহজ উপায় – প্রেমের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতা লাভ। ইহা হ্লাদিনীরই বৃত্তি। এই বৃত্তি ভাগ্যবান্ জীবের স্বচ্ছ হৃদয়ে হ্লাদিনীশক্তির নিজজনের (মহতের) কৃপায়ই সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল এই মহৎকৃপা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যতীত ইহা অন্য কোন সাধনসাপেক্ষ নহে। নিষ্কপট হৃদয়ে কোন মহতের সেবা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই তিনি তাঁহার সেবককে অযাচিতভাবে এই প্রেম দিয়াথাকেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের সেবা করিয়া তাঁহার শিষ্য শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ যেরূপ প্রেম পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে –

"যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে ॥
পাইয়া কৃষ্ণের প্রেম গুরুর প্রসাদে।
আনন্দে ভ্রমেন পুরী কিছু নাহি বাধে ॥"
(শ্রীচৈ:ভা:আদি ৯।২৫৪-৫৫)

"ঈশ্বরপুরী গোসাইঁ করে শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জন ॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণশ্লোক শুনান অনুক্ষণ ॥
তুষ্ট হৈয়া পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
বর দিল – 'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন' ॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর।"
(শ্রীচৈ:চ:অন্ত্য ৮।২৭-৩০)

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহপরিচারিকা ও তাঁহার সেবাকারী দরজি যবনও তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরি হইতে প্রেম লাভ করিয়াছেন।

মনুষ্যের কথা দূরে থাক শ্রীশিবানন্দ সেনের কুক্কুরও তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীগৌরহরি হইতে প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। শ্রীগৌরহরি তাহাকে এক একটি নারিকেলের টুকরা ফেলিতে থাকেন এবং সে তাহা খাইয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' উচ্চারণ করিতে থাকে। তাহার পরে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, সে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছে।

তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, পশু হইয়াও সে কিরূপে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিল ? ইহার উত্তরে বলাযাইবে যে, ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি এবং স্বরূপ শক্তির কৃপায়ই এই বৃত্তি জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াথাকে। তাই যাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হৃদয়ে এই ভক্তিবৃত্তি সঞ্চারিত হইয়াছে সে মনুষ্যেতর জীব হইলেও তাহার স্বরূপশক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় ভক্তিযাজনের উপযোগী হইয়াথাকে। যেরূপ হরিণরূপী ভরত মহারাজ ও গজরাজও সেই পশুদেহেই শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টস্বরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রার্থনা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ গজরাজকে তাহার প্রার্থনানুরূপ মুক্তি ও হরিণরূপী ভরতমহারাজকে প্রেম দিয়াছিলেন।

আবার অন্যাভিলাষহীন নির্মলচরিত্র সাধকগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনগণের অদ্ভুত মহিমা অবগত হইলে কোন কোন ভাগ্যবান্ সাধকের* তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য তীব্র বাসনা জাগিয়া থাকে। তখন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তদীয় নিজজনগণের কৃপালাভের জন্য তাহার প্রবল উৎকণ্ঠা জন্মে। সেই উৎকণ্ঠা হৃদয়ে বলবত্তর হইলে সে এই কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন করে। তাহার সেই আর্তিতে বিগলিতহৃদয় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও তদীয় নিজজনগণ তাহাকে কৃপা করিয়া প্রেমলাভের যোগ্য করিয়া দেন। বস্তুতঃ আর্তি ও ক্রন্দনাদিই প্রেমসম্পত্তির বৈভব বলিয়া শ্রীসনাতনপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে (১।৬।১৯-২১) উল্লেখ করিয়াছেন।

আর্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্য

রাঘব, আর্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্যের কথা শুনিলে তুমি আশ্চর্য না হইয়া থাকিতে পারিবে না। শ্রুতিতে আর্তির কিরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে শোন।

ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলের পক্ষে প্রারব্ধকর্ম ভোগদ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে। কেবল ভক্তের ভক্ত্যাভাস বা নামাভাসের ফলেই অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ সকল কর্মের ফল ভোগ ব্যতিরেকেই ক্ষয় হইয়া যায়। ইহাই ভক্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্য।

বর্তমান প্রশ্ন হইতেছে যে, অবশ্য ভোক্তব্য যে প্রারব্ধ কর্ম, তাহা ভোগ ব্যতিরেকে কিরূপে ক্ষয় হয় এবং যদি ক্ষয় হয়, তবে সে ফল কোথায় যায় ?

ইহার উত্তর শ্রুতিতে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে – "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতমিতি।" (কৌষীতকিব্রাহ্মণ ১।৪)

---

* ভাগ্যবান্ সাধক – মহৎকৃপাপ্রাপ্ত সর্বভূতাদরপূর্বক ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণকারী জীব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে ইহার অর্থ এইরূপভাবে করিয়াছেন – "(শ্রীহরির নিকট গমনশীল বিদ্বান্) সুকৃত-দুষ্কৃতে (পুণ্য ও পাপরূপ প্রারব্ধ কর্মদ্বয়) বিধুনুতে (নিক্ষেপ করেন) তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ (তাঁহার প্রিয় বন্ধুগণ) সুকৃতম্ (ভগবদ্ভক্তগণের সুকৃতসমূহ এবং) অপ্রিয়া (অপ্রিয় ব্যক্তিগণ) দুষ্কৃতম্ (তাঁহার দুষ্কৃতসমূহ) উপযন্তি (প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভোগ করেন)।

তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্। অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তের পুত্রগণ বা শিষ্যগণ পৈতৃক ধন ভোগ করেন। সুহৃদ্‌গণ পুণ্যকর্ম ও বিদ্বেষিগণ পাপকর্ম ভোগ করেন।

শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ ব্রহ্মসূত্রের (৪।১।১৭) গোবিন্দভাষ্যে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এইরূপ – বিদ্যা-উপদেশাদিপ্রবর্তক ঈশ্বরের ইচ্ছাদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্যের স্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার পর কোন কোন নিরপেক্ষ পুরুষগণের ভোগব্যতীতই প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপের বিনাশ হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। "তখন শ্রীহরিধামে গমনকালে বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রারব্ধরূপ সুকৃত ও দুষ্কৃত উভয়ই বিনষ্ট হয়। সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির সুকৃতকে তাহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ ও দুষ্কৃতকে অপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভোগ করেন" – কৌষীতকি ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্তি দেখাযায় – তাঁহার পুত্র ও শিষ্যগণ পৈতৃক ধন ভোগ করেন, সুহৃদ্‌গণ সুকৃত ভোগ করেন আর বিদ্বেষিগণ দুষ্কৃত ভোগ করেন। এইরূপ শাট্যায়নশাখিগণ বলিয়া থাকেন। এস্থানে সংশয় এই যে, ভোগই যখন প্রারব্ধ পুণ্যক্ষয় ও পাপক্ষয়ের একমাত্র স্বভাব, তখন ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ নাশ হয় বলিয়া বলা যাইবে কিরূপে ? এই সংশয়ের উত্তররূপে 'অতোঽন্যাপি হি একেষামুভয়োঃ' – এই ব্রহ্মসূত্রের (৪।১।১৭) অবতারণা। ইহাতে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য এইরূপ – কতেক শ্রুতিতে জ্ঞানের দ্বারা ও ভোগের দ্বারা কর্মের ক্ষয় হয় বলিয়া বলা হইয়াছে, আবার কতেক শ্রুতিতে ভোগ ব্যতীতও কর্মক্ষয় হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। এই উভয় সিদ্ধান্তে কোন বিরোধ নাই। জ্ঞানাগ্নিদ্বারা কর্মের নাশ হয় – শ্রীগীতোপনিষদে (৪।৩৭) ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহা অপ্রারব্ধকর্মবিষয়ক উক্তি। অন্যান্য শ্রুতিতে ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধ কর্মেরই ক্ষয় হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর ভোগ ব্যতীতও কর্মক্ষয় হয় বলিয়া যেস্থানে বলা হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের অতিশয় প্রিয় আর্ত ভক্তগণের বিষয়েই উদ্দিষ্ট। ঈশ্বর স্বয়ং পরমার্ত ভক্তের প্রারব্ধ পুণ্য ও পাপসমূহকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথাক্রমে তাহার (ভক্তের) প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিগণকে প্রদান করিয়া সেই আর্ত ভক্তকে নিজের নিকট লইয়া যান। এস্থানে ভক্তের আত্মীয়গণের দ্বারা ভোগসিদ্ধ হওয়ায় একমাত্র ভোগদ্বারা ক্ষয়শীল প্রারব্ধকর্মের প্রতিপাদক শ্রুতির নিয়মও অক্ষুণ্ণ রহিল। ইহাতে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। ঈশ্বর অচিন্ত্যশক্তিশালী। সেই কারণে পরমার্তিবিশিষ্ট ভক্তগণ ব্যতীত অন্য সকলের পক্ষে ভোগদ্বারাই যে প্রারব্ধকর্মের নাশ হয়, ইহাও সিদ্ধ হইল।

রাঘব, যে প্রারব্ধকর্ম ভোগ ব্যতীত কদাপি নাশ পায় না বলিয়া শ্রুতি বলিলেন, সেই পরমশক্তিশালী প্রারব্ধকর্মও কেবল ভক্তের আর্তি বা অন্তর্দাহ দ্বারাই ভস্মীভূত হইয়া যায়। আর্তির কি অদ্ভুত শক্তি!

আর্তিই ভগবদ্‌বশীকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় – শ্রীমহাভারতের বাক্য উদ্ধার করিয়া শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে –

"ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
যদ্‌গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥ (১১।৪৪৫)

দ্রৌপদী দূরদেশস্থিত আমাকে "হে গোবিন্দ!" বলিয়া যে আহ্বান করিয়াছিল, তাহার দ্বারা আমার তাহার প্রতি ঋণ প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা কোনমতে হৃদয় হইতে দূর হইতেছে না। অর্থাৎ আমি সবসময় সেই ঋণের কথাই চিন্তা করিতেছি।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতনপাদ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন – "দূরবাসিনং দূরে বসন্তমপি, অতঃ সাক্ষাদিব সম্বোধনং ন ঘটতে। তথাপি হে গোবিন্দেতি চুক্রোশ আকারয়ামাস; যদেতৎ মম ঋণং প্রবৃদ্ধং; তস্যাঃ পরমবশ্যোঽস্মীত্যর্থঃ, পরমার্ত্যা কীর্তনাৎ। অতঃ হৃদয়ান্নাপসর্পতি সদা তদেব বিচারয়ামীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ দূরে থাকিয়াও সেই কারণে সাক্ষাৎ সম্বোধনের সুযোগ নাই। তথাপি "হে গোবিন্দ!" বলিয়া ডাকিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার প্রতি আমার এই ঋণবৃদ্ধি হইল অর্থাৎ আমি তাহার পরমবশ্য – এই জ্ঞান হইল। সে পরম আর্তিযুক্ত হইয়া আমাকে ডাকিতেছে বলিয়া আমার হৃদয় হইতে তাহার চিন্তা দূর হইতেছে না।

সেই হরিভক্তিবিলাসে (১১।৪৪৭) আরও বিবৃত হইয়াছে –

"গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ।
তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দনঃ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টীকা যথা – তেষাং তৈর্জনার্দনোঽহং জনৈর্জীবৈঃ, সর্বৈঃ সেবিতুমর্দ্যতে যাচ্যতে, ন তু প্রাপ্যতে তাদৃশোঽপ্যহং, পরিক্রীতঃ সর্বতোভাবেন বশীকৃতোঽহম্ ॥”

তেষাং = তৈঃ = তাহাদের দ্বারা, অহং জনার্দনঃ = আমি জনার্দন [সকল (জন) জীবগণের দ্বারা আমি সেবার জন্য প্রার্থিত হই, কিন্তু সকলে আমার সেবা পান না বলিয়া আমি জনার্দন – (যেহেতু অর্দ্ ধাতু প্রার্থনার্থক)] পরিক্রীতঃ = সর্বতোভাবে বশীকৃত।

অর্থাৎ যাহারা আমার নাম গান করিয়া আমার নিকট ক্রন্দন করেন, জনার্দনরূপী আমি তাঁহাদের দ্বারা পরিক্রীত অর্থাৎ সর্বতোভাবে বশীভূত হইয়া থাকি, অন্য কাহার দ্বারা হই না।

অন্তর্দাহই আবেশের জননী

কোন বস্তুলাভের জন্য মনে তীব্র বাসনা জাত হইলেই সেই বস্তুপ্রাপ্তির জন্য লোক ব্যগ্র হইয়া পড়ে এবং তাহার জন্য সমস্তপ্রকার চেষ্টাও করিয়া থাকে। তা'র সত্ত্বেও কাম্যবস্তু পাওয়া না গেলে তজ্জনিত অভাববোধ হইতে হৃদয়ে যে তীব্র জ্বালা জাত হয়, তাহাই অন্তর্দাহ।

এই সময়ে মনের এরূপ অবস্থা হয় যে, তাহা সর্বক্ষণ উক্ত বস্তুর প্রাপ্তিচিন্তায়ই নিমগ্ন থাকে। তখন অন্য কোন চিন্তা তাহার মনকে তাহা হইতে টানিয়া আনিতে পারে না। এই জগতেও দেখাযায় যে, যাহার যাহার প্রতি প্রেম বা প্রীতি আছে, তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে তাহার কি ব্যগ্রতা এবং মিলিত হইতে না পারিলে কি অন্তর্দাহ! এই অন্তর্দাহের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেকে আত্মহত্যাও করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রীতির পাত্রকে পাইলে আনন্দের উদ্‌বেলন এবং না পাইলে অন্তর্দাহজনিত তীব্র দুঃখ। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইলেন আমাদের সকলের প্রীতির সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র। তাঁহাকে কিরূপে সেবা করিয়া সুখী করিব – মহৎকৃপায় এই বিচার যখন হৃদয়ে বলবত্তর হইবে, সে অবস্থায় তাঁহার সেবালাভের জন্য যে সুতীব্র আর্তি, তাহা হৃদয়কে এরূপ কবলিত করিয়া রাখিবে যে, তখন তাঁহার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই হৃদয়ে থাকিবে না। তাহাকেই আবেশ বলা যায়। সুতরাং অন্তর্দাহই আবেশের জননী এবং আবেশহেতুই প্রেম সহজলভ্য হইয়া থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীল পুরীদাস ঠাকুরের উপদেশে অন্তর্দাহের গুরুত্ব

সর্বক্ষণ তীব্র জ্বালাবোধ হওয়া দরকার। পুত্র হারাইয়াগেলে মাতার যেরূপ উৎকণ্ঠা এবং বাছুর দূরে চলিয়াগেলে গাভীর যেরূপ ব্যাকুলতা দেখাযায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যও সেইরূপ অভিনিবেশ ও ব্যাকুলতা হওয়া প্রয়োজন। অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। ক্রন্দন দুই অবস্থাতেই হইয়া থাকে। সিদ্ধ – যিনি ব্রজবাসী, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেও কাঁদান; তাহাতে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েরই সুখ। আবার অনর্থযুক্ত সাধকও ক্রন্দন করে। নামসেবায় বাধা বা অনর্থ কেন দূর হইতেছে না – এই চিন্তায় তাহার জ্বালাবোধ হয়। শ্রীনামপরায়ণ সাধুর নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই দুঃখ জানাইতে হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাইয়াছেন –

"কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম ॥"

আবার শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাইয়াছেন – "চিরদিন তাপিত জীবন।" অনন্তকোটি জীবাত্মার একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম হইল – সপরিকর লীলা-পুরুষোত্তমের জন্য মিলনের পরিপোষকস্বরূপ তীব্র বিচ্ছেদের অনুভূতি। (এপ্রিল ১৮, ১৯৪২ গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড ৩৬-৩৭ সংখ্যায় প্রকাশিত)

জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সেই দুর্দৈবের কথা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে জানাইলে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যাইবে। "আর নারে বাপ" – অর্থাৎ আর পাপ ও অপরাধ করিব না – এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সমস্ত অপরাধ হইতে অব্যাহতি দিবেন। (নভেম্বর ১৯৪১ গৌড়ীয় ২০শ খণ্ড ১৬-১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত)

কেবল মন্ত্রগ্রহণের অভিনয় সাধন নহে। আবেশ ধর্ম যাহাতে নাই, তিনি গৌড়ীয়পদবাচ্য নহেন। কেবল ভাব – যাহার দ্বারা শ্রীগোপীজনবল্লভকে পাওয়া যাইবে, সেই ভাব কেবল মহতের সঙ্গ হইতেই লাভ হইয়া থাকে। আবেশধর্ম ব্যতীত বৈধী ভক্তিতে শ্রীকাশীমিশ্রের ঈশ্বর শ্রীগৌরনারায়ণকে লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু শ্রীগদাধরমাদন, শ্রীরূপানন্দবর্ধন, শ্রীসনাতনপালন বা শ্রীরঘুনাথ-সর্বস্বকে লাভ করা যাইবে না। তিনি কেবল রাগানুগা ভক্তিদ্বারাই লভ্য। ইহা গৌড়ীয়গণের একচেটিয়া সম্পত্তি। পরমাবিষ্ট হৃদয়ই গৌড়ীয়গণের ভজনের উপকরণ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

*** *** ***

মুক্তপার্ষদ অথবা সাধনসিদ্ধ প্রিয়জন ইষ্টদেবকে যেরূপভাবে সুখী দেখেন, সেই সেবাপরিপাটির কথা শুনিয়া কোন বিরল সাধকের সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী দেখিতে যে উৎকট পিপাসা হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি।

এই লোভ, তৃষ্ণা বা আবেশ বা মমতাযুক্ত স্মরণই রাগের মূল।

এই অকিঞ্চনা ভক্তি কিরূপে লাভ হইবে ? ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময় আবেশ যাহাদের আছে, সেইরূপ সাধুর সঙ্গ যদি পাওয়া যায় এবং তিনি যদি কৃপাশক্তি সঞ্চার করেন, তাহা হইলে অকিঞ্চনা ভক্তি সহজলভ্য হইয়া থাকে। তবে এইরূপ সৌভাগ্য অতি বিরল।

মৃত্যুসময়ে সক্রন্দন দৈন্যার্তি হৃদয়ে জাগিলে শ্রীভগবান্ সবচেয়ে বেশী দয়া করেন। ইহার ফলে ভগবদ্দর্শন পর্যন্ত হইতে পারে।

যাহারা মহতের সঙ্গাভাস বা কৃপাভাস নিরপরাধ হইয়া পাইয়াছেন, তাহাদেরই মরণ সময়ে ভক্তির আভাসের উদয় হইয়া থাকে।

*** *** ***

মনুষ্যের পাপ না থাকিলেও অপরাধ থাকিতে পারে। নিরন্তর দৈন্য ও অনুতাপযুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবন্নামের আবৃত্তি বা উচ্চারণ করিলে অপরাধ দূর হয়, এতদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

যদি কোনরূপ অপরাধ না থাকে এবং কোন প্রকারে মহতের কৃপাসঙ্গাভাসও লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মরণসময়ে দৈন্যভরে অগতির গতি শ্রীভগবানের স্মরণে চক্ষুতে অশ্রু আসে। সেই অশ্রু সমস্ত পাপ ও অপরাধকে ধৌত করিয়া ভগবৎকৃপার উদয় করায়।

*** *** ***

দৈন্য-আর্তিতে যাহার হৃদয় যত বিগলিত হয়, সে তত ভগবৎকৃপা পায়। তীব্রভাবে স্বীয় অযোগ্যতার অনুভূতি হইতেই রুচির উদয় হইয়াথাকে। প্রীতির আধার হৃদয়ই এই রুচির উৎপত্তিস্থল।

২৩শ খণ্ড গৌড়ীয় ১-৪র্থ সংখ্যায় 'অশ্রুর মূল্য' নামে একটি প্রবন্ধ তাঁহার উপদেশকে আধার করিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার যেসব মর্মস্পর্শী উপদেশের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বজ্রসম কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইবে। তাহা এইরূপ –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"কেহ হরিভজনে অকপটভাবে নিযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার একমাত্র কষটি পাথর – স্বীয় অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে জাত এক বিন্দু অপকট অশ্রু।" যাহার অযোগ্যতার অনুভূতি নাই, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীহরিদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি নাই, তাহার চক্ষু হইতে কিছুতেই অশ্রু নির্গত হইবে না। হয় ত সে খুব নির্বেদগ্রস্ত হইয়া ম্লান মুখে অবস্থান করিতে পারে কিংবা নিজের দুর্দশাদর্শনে শুভেচ্ছামাত্র পোষণ করিয়া দুই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে বা সাময়িকভাবে বিমর্ষভাব ধারণ করিতে পারে, কিন্তু হৃদয় অপরাধমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কদাপি অকপট অশ্রুর উদ্গম হইবে না।

পরমকরুণ শ্রীশ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করা মাত্রই হৃদয় বিগলিত হইয়া চক্ষু হইতে অশ্রুগঙ্গার একটি কণিকা যদি নির্গত না হইল, তবে নিশ্চিতরূপে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ইষ্টদেব ও আত্মারূপে বরণ করা হয় নাই, কেবল কোন অন্যাভিলাষের বশবর্তী হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন করিবার ছলনামাত্র প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামে এমনই শক্তি যে –

"অদ্যাপিহ দেখ 'চৈতন্য' – নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহুল সে হয়॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়॥"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ৮।১৯-২০)

শ্রীকৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে, কিন্তু পরমকরুণ অত্যন্ত উদার শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম কোন অপরাধ গ্রহণ করেন না। কেবল অকপটভাবে যে নিজের অযোগ্যতার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম কীর্তন করে, তাহাকেই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রেম দান করেন এবং তাহারই চক্ষু হইতে অশ্রুগঙ্গার ধারা প্রবাহিত হয়। এই অযোগ্যতার অনুভূতিটুকু পর্যন্ত যাহার নাই, সে দুশ্চিকিৎস্য। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উল্লেখ করিয়াছেন –

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"

(শ্রীচৈ:চ:আদি ১।৮।২৭)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা যোগ্যতম ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয়। পরমমুক্ত, পরমসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া কম্পাশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিকবিকারে বিভূষিত হন। কিন্তু নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিও কেবল অকপটভাবে নিজের অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া সমগ্র সত্তার দ্বারা সেই অযোগ্যতার কথা জ্ঞাপন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সম্বোধনাত্মক নাম কীর্তন করিলে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পরম ঔদার্যগুণ, পরমকারুণ্যগুণ ও তৎ সঙ্গে স্বীয় অযোগ্যতার কথা যুগপৎ স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহার হৃদয়কে মথিত করিয়া দেয়। তখনই হৃদয়বিক্রিয়ার লক্ষণস্বরূপ নয়ন-সরোবর হইতে অশ্রুবিন্দু নির্গত হইয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মের আরতি করিয়া থাকে।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দসুখী।
কৃপাবলোকন কর, আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঁই।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই॥
হা হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ॥"

এইরূপ সপার্ষদ পরমকরুণ শ্রীগৌরহরির নিকট স্বীয় অযোগ্যতা জ্ঞাপনের সময়ে যদি গোপনে অশ্রুবিন্দু বিগলিত না হইল, তবে অবশ্যই হৃদয়ে দম্ভ অর্থাৎ কপটতা আছে, অযোগ্যতার অনুভূতি হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ পরতত্ত্বের উপাসনার একমাত্র অমূল্য উপকরণ হইল অযোগ্যতার অনুভূতি হইতে জাত অশ্রুবিন্দু। ইষ্টদেবের পরম উদারতা, সেবকের নিপট অযোগ্যতার বিষয় উপলব্ধি এবং তাঁহার সেবার একমাত্র উপকরণ অশ্রু – এই তিনোটির যে স্থানে সংযোগ, সেই স্থানেই পরতত্ত্বরূপী মহাবদান্য শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভজন সম্ভব।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এই ভজনরহস্যটি তাঁহার প্রার্থনাগীতির সর্বপ্রথমেই অযোগ্য জীবের জন্য গান করিয়া গিয়াছেন –

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় "শ্রীগৌরাঙ্গ" নাম উচ্চারণমাত্র পুলক-শরীরবিশিষ্ট হইবার আশাবন্ধের কথা দূরিত জীবকে জানাইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য কি ? জীব যখন নিজের অযোগ্যতমতা ও শ্রীগৌরহরির পরমোদারতা উপলব্ধি করিতে পারে, "পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ পরমশোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।" (পদ্যাবলী ৬৬) – অর্থাৎ হে প্রভো ! আপনার ন্যায় পরমকরুণাময় কেহ নাই এবং আমার ন্যায় পরমশোচ্যতমও কেহই নয় – এই অনুভব যখন সুতীব্রভাবে হয়, সেই সময়েই শরীরে পুলক হইয়া থাকে, হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকে এবং শ্রীগৌরহরির নামকীর্তনে চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হয়। এইরূপ অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত পুলকাশ্রুর উদ্গম হইবে না।

পরমকরুণ শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দেখিলেন যে, কলিহত জীব জড়াভিমান, জড়াভিনিবেশ ও জন্মজন্মান্তরের অপরাধপুঞ্জ হইতে মুক্ত হইবার পর যে হরিভজন করিবে, এইরূপ আশা নাই। এইজন্য পরম উদার দুই ঠাকুর নিতান্ত অযোগ্যের পক্ষেও যাহা উপলব্ধি করা একান্ত স্বাভাবিক, সেই অযোগ্যতার অনুভূতি ও তাহার অভীষ্টদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔদার্যগুণের স্মৃতিতে পুলক ও অশ্রুর উদ্গম হইতেই শিবদ নিঃশ্রেয়োলাভের পথ আবিষ্কার করিলেন। অতএব অশ্রুবিন্দুই পরমকরুণ দুই ঠাকুরের (শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের) শ্রীচরণার্চনের অদ্বিতীয় অনবদ্য উপকরণ। নিতাইচাঁদ করুণা করিয়া আর্ত বিষয়ীর বিষয়বাসনা বা সংসারবাসনা তুচ্ছ করিয়া দেন। নতুবা শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রাকৃত বিমল ভজনে নিতান্ত অযোগ্য জীবের কদাপি অধিকার লাভ হইতে পারিবে না।

চারপ্রকার অপরাধীর চক্ষু হইতে অশ্রু বহির্গত হয় না – (১) বিষয়ী, (২) অবজ্ঞাকারী, (৩) অরুচিবিশিষ্ট ও (৪) বিদ্বেষী। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় সেই বিষয়ী অপরাধীও যদি "এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥" (শ্রীচৈ:চ:আদি ১।৫।১৮৫) এইরূপে নিজের অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতির সহিত শ্রীনিত্যানন্দের শরণাগত হইয়া গোপনে অশ্রুমোচন করে, তবে তাহারও বিষয়বাসনা বিদূরিত হইয়া যায়। অবজ্ঞাকারীও যদি নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও অযোগ্যতা উপলব্ধি করিয়া অশ্রুমোচন করে, তাহার প্রতিও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপা হইয়া থাকে এবং সে প্রেমপর্যন্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লাভ করিতে পারে। অরুচিবিশিষ্ট ও বিদ্বেষী ব্যক্তিগণের হৃদয় অপরাধের অশ্মলেপ ও বজ্রলেপদ্বারা এইরূপ কঠিন যে, তাহাতে কদাপি অযোগ্যতার অনুভূতি হইবে না। বিষয়ীর ধূলিলেপ ও অবজ্ঞাকারীর পঙ্কলেপ পর্যন্ত অযোগ্যতার অনুভূতিজাত অশ্রুদ্বারা বিধৌত হইতে পারে, কিন্তু অরুচিবিশিষ্ট ও বিদ্বেষীর কস্মিন্‌কালেও অযোগ্যতার অনুভূতি হইবে না এবং সেই কারণে মহাকরুণ পরতত্ত্বের পূজার একমাত্র উপকরণ অশ্রুগঙ্গার একটি কণাও তাহাদের প্রকাশিত হয় না। এইজন্য তাহারা মহাবদান্য প্রভুদ্বয়ের করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যদি কখনও পরমকরুণ প্রভুদ্বয়ের অবিচিন্ত্য কৃপায় অবজ্ঞাকারী ও বিদ্বেষীরও মঙ্গল হয়, তখন তাহাদের মঙ্গল অশ্রুবিন্দুর মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়ন হইতে অশ্রু নির্গত না হওয়া পর্যন্ত মঙ্গল লাভ হইবে না।

শরণাগতি-বিগলিত হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে অশ্রুবিন্দু নির্গত হইয়া নেত্রযুগলের দ্বারে উচ্ছলিত হয় এবং শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের পাদ্য রচনা করে। এই অযোগ্যতার অনুভূতিরূপ যে চিন্তা বা আবেশময়ী স্মৃতি তাহাই অশরণাগতকে শরণাগত করিয়া দেয়, জড়াভিমানীকে অজ্ঞাতসারে 'তৃণাদপি সুনীচ' অর্থাৎ পরমকরুণ প্রভুদ্বয়ের পরিকরগণের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিরূপ অভিমানে অভিমানী করায়। এই অশ্রুবিন্দুর এরূপ মূল্য যে, ইহা ব্রহ্মানন্দ ও পরমাত্মানন্দকেও ধিক্কার করিয়া অজিত সবিশেষ পরতত্ত্ব — লীলাপুরুষোত্তমের চিত্তকেও বিজিত ও বিগলিত করিয়া তাঁহার নেত্রের অশ্রু আকর্ষণ করে। অযোগ্যতার অনুভূতিজাত অশ্রুবিন্দু দর্শনে স্বয়ং অজিত ভগবান্‌ পর্যন্ত করুণাবিগলিত হইয়া অশ্রুমোচন করেন। অবলার যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিবার একমাত্র অস্ত্র — অশ্রু, অসমর্থ শিশুর যেরূপ পিতামাতার কারুণ্য উদ্রেক করিবার একমাত্র উপায় — ক্রন্দন, সেইরূপ অত্যন্ত অযোগ্যের অত্যন্ত করুণকে আকর্ষণ করিবার একমাত্র অস্ত্র — অশ্রুকণা। এই জন্যই অশ্রুর এত মূল্য।

মহাভাবস্বরূপ শ্রীশ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানলীলা প্রকট করিয়া সিদ্ধি বা সাধ্য ভক্তির বাহ্য ও অন্তর উভয় লক্ষণেই 'অশ্রুধারার মূল্য' বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥" (শিক্ষাষ্টক ৬,৭)

শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোদ্গীর্ণ প্রথম শ্লোকটিতে সিদ্ধির বাহ্য লক্ষণ ও দ্বিতীয় শ্লোকটিতে সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় স্থলেই অশ্রুর সর্বোত্তম মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় সাধ্যভক্তির চরম অবস্থায়ও অশ্রুই যে জীবের কাম্য ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অযোগ্যতম, দুর্বলতম, কোটি কোটি অনর্থগ্রস্ত বিষয়ী, দুরাচার অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গললাভের একমাত্র উপায় – অযোগ্যতার তীব্র অনুভূতির সহিত জাত অশ্রু-গঙ্গার দ্বারা পরমকরুণ পরতত্ত্বের আরাধনা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই আরাধনার কথা একটি গীতিতে এইরূপ দেখাইয়াছেন –

"যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হ'লে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥"
(শরণাগতি)

বর্ণাশ্রমিগণ নিজেদের সুযোগ্যতা অনুভব করিয়া সেইসকল যোগ্যতার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আরাধনায় নিযুক্ত হন, জ্ঞানিগণ বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পত্তির যোগ্যতা লইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করেন, যোগিগণ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের যোগ্যতার অনুভূতি লইয়া পরমাত্মার উপাসনায় সচেষ্ট হন। শ্রীনারায়ণের উপাসকগণও সদাচারাদি যোগ্যতা লইয়া শ্রীনারায়ণের অর্চনে তৎপর হন। কিন্তু পরমকরুণ পরতত্ত্বের উপাসকগণের অযোগ্যতার অনুভূতিই তাহাদের একমাত্র যোগ্যতা। এই অযোগ্যতার তীব্র ও অকপট অনুভূতি হইতেই অনুক্ষণ যে অশ্রুগঙ্গার প্রবাহ প্রকটিত হয়, তাহাতেই অযোগ্যতম জীব পরমকরুণ প্রভুদ্বয়ের শ্রীপাদপদ্ম ভেলারূপে প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন পর্যন্ত করিবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। "করুণা না'হলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর" – এই চিত্তবৃত্তিটি যখন বাস্তব ও ঐকান্তিক হয় তখন পরমকরুণ পরতত্ত্ব উপযাচক হইয়া এইরূপ ক্রন্দনকারীর হৃদয়ে স্বয়ং অবরুদ্ধ হইয়া যান। অযোগ্যতার সুতীব্র অনুভূতির সহিত যে অশ্রু, তাহা অজিতকে জয় করে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করে, পূর্ণতম নিরপেক্ষকেও সাপেক্ষতম অর্থাৎ দীনবৎসল করিয়া দেয়। অশ্রুর এরূপ মূল্য যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহাকে পূর্ণভাবে বিতরণ করিয়া দিয়াও 'ঋণী' বলিয়া নিজকে অভিমান করেন।

রাঘবকে গুরুজীর উপদেশ

রাঘব – আজ্ঞে, আপনি মাদৃশ মহাপাপী ও জন্মজন্মান্তরের দুরন্ত অপরাধীকে কি অমৃত পান করাইলেন! কোটি কোটি জন্ম লাভ করিলেও আপনার এই ঋণ শোধ করিতে পারিব না। মাদৃশ ভগবদ্‌বিমুখ বিষয়াসক্তের ভীম সংসারসমুদ্রনিমজ্জিত অবস্থায় সতত স্ত্রীপুত্ররূপী নক্র-মকরগণের দংশনহেতু যে আর্তি, সেই আর্তির দিক্ আপনার অহৈতুকী কৃপায় পরিবর্তিত হইয়াছে। স্ত্রীপুত্ররূপী সেই নক্র-মকরগণের যে নিষ্ঠুর বিষাক্ত দংশন, তাহা আজ অমৃতাম্বুধিতে নিমজ্জন ও অবগাহনের অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছে। সুতরাং আপনার উপদেশানুযায়ী তাহারা আমার পরমবন্ধুর কার্য করিয়াছে। তাহাদের দ্বারা এইরূপ নির্যাতিত না হইলে আপনার দর্শনলাভ সম্ভব হইত না কিংবা আপনার শ্রীমুখ-সরোরুহবিগলিত কথামৃত পান করিয়া অনাদি-বিষয়জ্বালাসন্তপ্ত হৃদয়মরুতে ভগবৎসুখানুসন্ধানরসামৃতাম্বুধির প্লাবন করান আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। সুতরাং তাহারা যে আমার মহোপকারী বন্ধুর কার্য করিয়াছেন, আপনার অপার করুণা হইতে ইহা আমার হৃদ্‌বোধ হইয়াছে। শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখ জীবের জন্য তাঁহার এই যে দণ্ডের ব্যবস্থা ইহা যে পরোক্ষে তাহার উন্মুখতাজনন নিমিত্তই উদ্দিষ্ট, ইহা হৃদ্‌বোধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে "যস্যাহং অনুগৃহ্লামি" শ্লোকের অন্তর্নিহিত সাধূদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে।

হে গুরুজী! এ বিষয়াসক্ত নরাধমের প্রতি আপনার যে অমায়া কৃপা, সেই কৃপার কথা স্মরণ করিয়া আপনার উপদিষ্ট মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া ডাকিতে ডাকিতে যেন এ প্রাণ চলিয়া যায়, সেইরূপ কৃপা করিতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে সকাকু প্রার্থনা।

গুরুজী – ধন্য রাঘব, তুমি ধন্য।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥" (শ্রীভা: ৩।২৫।২৫)

অর্থাৎ সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক শুদ্ধ হৃদয়কর্ণের প্রীতিউৎপাদক যেসব কথা আলোচিত হয়, সেসব প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে অতিশীঘ্র অবিদ্যানিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি যথার্থ বলিয়া তুমি তোমার আচরণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া দিলে।

আমরা এতদিন ধরিয়া যেসব আলোচনা করিলাম তাহার সারমর্ম এই যে, যে ভাগ্যবান্, সে সংসারক্লেশে তপ্ত হইয়াও কিরূপে আবার সেই ঘৃণ্য ও দুঃখপূর্ণ সংসার হইতে সুখের স্বাদ পাইতে পারিবে, সেই প্রকার পশুবুদ্ধি সর্বথা ত্যাগ করিবে এবং কোনমতেই সেই মিথ্যা সুখের পিছনে ছুটিয়া সময় নষ্ট করিবে না। সর্বক্ষণ সাধুসঙ্গে অবস্থানপূর্বক ভগবদ্বিমুখ জীবের প্রতি পরমকরুণ শ্রীভগবানের অপার করুণার কথা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইবার জন্য যত্নবান্ হইবে। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই।

তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, ভগবদ্ভজনের উদ্দেশ্য তিন প্রকার। যথা (১) সাংসারিক সুখপ্রাপ্তিরূপ সকাম, (২) মুক্তিপ্রাপ্তিরূপ নৈষ্কর্ম্যকাম ও (৩) কেবল ভক্তিপ্রাপ্তিরূপ ভক্তিমাত্রকাম। প্রথম ও দ্বিতীয় পন্থায় সাধকের স্বীয় স্বার্থ নিহিত থাকায় তাহা নিকৃষ্ট ধরণের সাধন। তৃতীয় পন্থা অর্থাৎ কেবল ভক্তিলাভ নিমিত্ত যে সাধন, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট সাধন, যেহেতু তাহাতে কেবল ইষ্টদেবের প্রীতিবিধানবাসনা ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর বাসনার স্থান নাই।

শ্রীভগবানের প্রীতিবিধানবাসনা কেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গণ্য ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে যে, এস্থানে সাধকের স্বার্থপরতার লেশমাত্রও নাই। কেবল শ্রীভগবান্‌কে সুখী করাই এই সাধনের একমাত্র লক্ষ্য। এইপ্রকার সাধনে সিদ্ধিলাভান্তে সাধক শ্রীভগবানের প্রতি গাঢ় মমতাযুক্ত হইয়া অনুক্ষণ বিভিন্নভাবে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে সুখী করা তাহার ব্রত হইয়া থাকে এবং তাহার সেবায় শ্রীভগবানের সুখ হইতেছে অনুভব করিয়া তাহার পরমসুখানুভবও হইয়া থাকে। ইহাকেই প্রেমানন্দ বলা যায়। এই আনন্দও সেব্য শ্রীভগবানের সুখের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ইহাতে সাধকের নিজের ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষলাভরূপ কোন স্বার্থ নাই। এইরূপ সাধনের কথা শ্রীরাধাভাববিভাবিত স্বয়ং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরহরিরূপে নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়াগেলেন। কোন গৌরানুগ মহতের কৃপা হইলে এই জাতীয় সাধনে (রাগানুগা ভক্তিতে) জীবের রুচি হইবে। ইহা কোন চেষ্টাসাধ্য নহে, সর্বতোভাবে মহৎকৃপাসাপেক্ষ।

শ্রীগৌরহরির শিক্ষার কেবল অনুকরণ করিয়া তাঁহার শিক্ষানুযায়ী 'তৃণাদপি সুনীচ ও তরোরপি সহিষ্ণু' না হইয়া অনেকে শ্রীমহামন্ত্র জপের অভ্যাস করেন এবং নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণে দৈনিক একলক্ষ বা দুইলক্ষ মহামন্ত্র জপ করিয়া প্রেমলাভের বৃথা আশা পোষণ করেন। ইহা চরম বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীভগবানের সুখান্বেষণবৃত্তি কি অভ্যাসলভ্য ? অভ্যাস করিয়া কি কাহাকেও ভালবাসা যায় ? ইহা যেরূপ হাস্যাস্পদ, অভ্যাস করিয়া শ্রীভগবানকে ভালবাসার চেষ্টাও সেইরূপ হাস্যাস্পদ।

অনেকে মাথায় লম্বা চুল রাখিয়া, শাড়ী পরিয়া হাতে চুড়ি, মাথায় সিন্দূর ও চোখে কাজল পরিয়া স্ত্রীবেশে সখীরূপে ভজন করিবার অভিনয় করে। ইহা কেবল অভিনয়ই। এইরূপ সাধনচেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃথা। কারণ রজস্তমোগুণাবিষ্ট জীব সর্বদা স্বসুখচিন্তাবিষ্ট। সে না চাহিলেও রজোগুণ বলপূর্বক স্বসুখাত্মক নানা কামনা তার হৃদয়ে সর্বদা সৃষ্টি করিতে তৎপর। মন হইল সকল ইন্দ্রিয়ের চালক। সুতরাং বাহিরে দেহদ্বারা শ্রীমহামন্ত্র জপের অভিনয় বা সখীবেশ ধারণের অভিনয় করিলে কি অন্তর শোধিত হইয়া যাইবে ? মন রজস্তমোগুণমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তরশোধনের অন্য কোন উপায় নাই। হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণ দূর না হওয়া পর্যন্ত ভজনের যতপ্রকার অভিনয় রজস্তমোগুণ তাহাকে স্বসুখাত্মকই করাইবে। কোনমতে শ্রীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানে ব্রতী করাইতে দিবে না।

তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, রজস্তমোগুণই অন্যের সুখ হইতে নিজের সুখকে স্বতন্ত্র মনে করাইয়া অন্যের সুখে অসহিষ্ণু (মৎসর) করাইয়া আবশ্যক হইলে অন্যের অনিষ্ট করাইয়া বিমুখ জীবকে সর্বক্ষণ স্বসুখসাধনে তৎপর করাইতেছে। ইহাকেই 'উদরভেদবুদ্ধি' বলা যায়। ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে এই উদরভেদবুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্যামিরূপে সর্বজীবহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বিচারে প্রত্যেক জীবকে সম্মান দিতেই হইবে। ইহাই সাধনের সর্বপ্রথম সোপান এবং ইহা অবশ্য কর্তব্য। ইহা না করিলে ভক্তিসাধনের অভিনয় কেবল অভিনয়েই থাকিয়া যাইবে। শ্রীগীতা ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র এই ভূতাদরের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরির শিক্ষা ও আচরণেও ইহার গুরুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীমহামন্ত্র-কীর্তনকারীর যোগ্যতা বিষয়ে বলিতে গিয়া তিনি নিজকে তৃণ হইতেও হীন, তরু হইতেও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীমহামন্ত্র কীর্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীর অধিষ্ঠানহেতু তাহার শরীর তাঁহার মন্দিরসদৃশ। এই বিচারে আব্রহ্মস্তম্ব প্রত্যেক জীবকে যথাযথ সম্মান না দিলে ভক্তিসাধন ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিরর্থকই হইয়া যাইবে বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১০৬তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন – "স্বধর্মপূর্বকমর্চনং কুর্বংশ্চ ভূতদয়াং বিনা ন সিধ্যতি।" সুতরাং ভূতাদরই রজস্তমোগুণাবিষ্ট প্রাকৃত ভক্তের* প্রাথমিক ও অপরিহার্য সাধন। ইহাকে বাদ দিয়া বিক্ষেপ ও লয়যুক্ত চিত্তে অভিনিবেশশূন্য হইয়া নানাপ্রকার বিষয়চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল যন্ত্রচালিতবৎ অনুভূতিহীন শ্রীমহামন্ত্রকীর্তনের অভিনয় কি শ্রীগৌরহরির উপদিষ্ট শ্রীনামকীর্তনপ্রণালী ? আত্মবঞ্চনাকারী জীব এইরূপ ভক্তিসাধনের অভিনয়কেই ভক্তি বিচার করিয়া ইহা হইতে প্রেমলাভের আশা পোষণ করে। ইহা চরম বাতুলতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে ?

শ্রীভগবানকে ভাল বাসিবার বৃত্তির নামই ভক্তি। চেষ্টা করিয়া কিংবা শাস্ত্রপাঠ করিয়া কেহ কখনও শ্রীভগবানকে ভাল বাসিতে পারে না। ইহা মস্তিষ্কের বিচার নহে – হৃদয়েরই স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। শিশু জন্ম হওয়া মাত্রই মা'র তাহার প্রতি স্নেহ স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে। বিবাহের পরেই অজানা অচেনা যুবক যুবতী দ্বয়ের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও প্রীতির আকর্ষণ স্বতঃস্ফূর্তই হইয়া থাকে। সেইরূপ শ্রীভগবানকে ভালবাসা রজস্তমোগুণমুক্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি। ইহাতে চেষ্টার সামান্যতম আবশ্যকতাও নাই।

রাঘব – এই স্বতঃস্ফূর্ত বৃত্তি লাভ হইবে কিরূপে ?

গুরুজী – অগ্নির সান্নিধ্য লাভ করিলে লৌহ যেরূপ অগ্নির দহন করার বৃত্তি লাভ করে, সেইরূপ সেই জাতীয় মহতের সঙ্গ হইলে কেবল তাঁহার কৃপায়ই এই বৃত্তি জীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

রাঘব – মাদৃশ রজস্তমোগুণাক্রান্ত জীব কোন্ মার্গে গেলে এইরূপ বৃত্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে ?

---

* প্রাকৃত ভক্ত – যে ভক্তিসাধনের আরম্ভমাত্র করিতেছে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গুরুজী – তোমাকে প্রথমেই যাহা বলিয়াছি – অন্তর্যামিদৃষ্টিতে সর্বভূতাদরপূর্বক সর্বদা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম কীর্তন করিবে। তাহা হইলে মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ স্বসুখবাসনারূপ তোমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া তাঁহাদের নিজজনের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার করাইয়া দিবেন এবং সেই শ্রীগৌরনিজজনের কৃপায়ই শ্রীভগবানকে ভালবাসিবার বৃত্তি (ভক্তিবৃত্তি) তোমার হৃদয়ে স্বতঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রেমলাভের অন্য কোন পন্থা নাই।

রাঘব – শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিলে তিনি কি প্রেম দিবেন না ?

গুরুজী – না, তিনি মুক্তি দিতে পারেন, কিন্তু প্রেম দিতে পারেন না, যেহেতু তিনি ভোক্তা। শ্রীমদ্ভাগবতের "রাজন্ পতির্গুরুরলং..." (৫।৬।১৮) শ্লোকই তাহার প্রমাণ। নিজের সেই অভাব বোধ করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে ভক্তশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া ও তাঁহার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরহরিরূপে এ ধরাধমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীগৌরহরি স্বয়ংরূপা(শ্রীরাধা)র ভাবে বিভাবিত সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই। তিনি শ্রীরাম বা শ্রীনৃসিংহের ন্যায় অন্য কোন অংশাবতারবিশেষ নহেন। তিনি স্বয়ং শ্রীরাধা হওয়ায় প্রেমের মূর্তি বলিয়া মনুষ্যের কথা দূরে থাক ঝারীখণ্ডের বন্যপশু, বৃক্ষলতা ও পাপী, তাপী, অপরাধী যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রেম দিয়াগেলেন। তাহাদের মধ্যে কি কেহ সাধন করিয়াছিল কিংবা প্রেমলাভের সামান্যতম অভিলাষও কি কাহার ছিল ?

গৌর-আরাধনার বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তুমি যত পাপ বা যত অপরাধ করিয়া থাক না কেন, একবার যদি নিজের সেই দুর্দৈবের কথা চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে চক্ষুর জলে বক্ষ সিক্ত করিয়া "হা গৌর-নিতাই" বলিয়া ডাকিতে পার, তাহা হইলে এই জন্মেই এই যথাবস্থিত দেহেই তুমি প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। "আহা ! কি করুণাময় অবতার সে ! এতসব জানিয়াও এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতির শ্রীগৌরভজনসম্বন্ধীয় এত বলিষ্ঠ উপদেশ শুনিয়াও এ হৃদয়-পাষাণ বিগলিত হইল না ! চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইল না ! রজস্তমোগুণের তাড়না হইতে মন মুক্ত হইল না ! হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ ! এ নরাধমের মস্তকে পদ ধারণ করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করুন, তাহাকে আপনাদের কৃপাবরণযোগ্য করিয়া দিন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বহুভাগ্যের ফলে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি। এই জন্ম সত্যই কি বৃথা হইয়া যাইবে! এ জন্ম বৃথায় চলিয়া গেলে পূর্বকর্মফলানুযায়ী পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি কি যে জন্মলাভ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে! তখন কি আর এইসব কথা কর্ণপথগত হইবে! হে কৃপাময়গণ! এ অধমের মস্তকে পদধারণ করিয়া...।" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রবল অন্তর্দাহহেতু গুরুজীর বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল এবং তিনি মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। রাঘব ও অনন্ত দুইজনে তাঁহার মুখে জল ছিটাইয়া উচ্চস্বরে শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিয়া অনেক সময় বাতাস করিবার পর তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিল। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন – "শ্রীল পুরীদাস ঠাকুরের শিক্ষা কি অপূর্ব! শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি যেরূপ শ্রীগৌর-আরাধনার মহিমা কীর্তন করিয়া গেলেন, সর্বোপরি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ভক্তিসাধনে ক্রন্দনের যে অপরিহার্যতার কথা বলিয়া গেলেন, তিনিও (শ্রীল পুরীদাস গোস্বামী ঠাকুরও) সেইরূপ শ্রীগৌরভজনের বৈশিষ্ট্য এবং ভক্তিসাধনে ক্রন্দনের অপরিহার্যতা কথা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দিয়া গেলেন। তাঁহার যখন যে অনুগত শিষ্যের সঙ্গে দেখা হইত, তখন তিনি সকলকে এই একটি কথাই বলিতেন – "সদুপায়ে উপার্জিত অর্থাদিদ্বারা শাকান্ন যাহা পাওয়া যায় তাহাতে অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাতেই উদরভরণ করিয়া সর্বক্ষণ 'হা গৌর-নিতাই' বলিয়া কাঁদ। তাঁহারা অবশ্যই কৃপা করিবেন।" কি আবেগভরা কি অনুভবসিদ্ধ সে বাণী! এ দুর্ভাগার পাপমলিনহৃদয়ে সেই অনুভবসিদ্ধবাণী রেখাপাত করিতে পারিল না! এ জীবন বৃথা হইয়া গেল।"

রাঘব, ক্রন্দন ছাড়া পথ নাই। সন্নাসী হইয়া রাজদর্শন করিবেন না বলিয়া শ্রীগৌরহরির ভীষ্মপ্রতিজ্ঞাকে তীব্র অন্তর্দাহযুক্ত ক্রন্দনহেতু শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব কিরূপে অনায়াসে ভঙ্গ করিয়া দিলেন! শ্রীগৌরহরি কেবল দর্শন নহে, গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রেম দিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র ও মহিষীগণও প্রেম লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইলেন।

আবার জগাই-মাধাইয়ের স্বীয় পূর্ব পাপ ও অপরাধের কথা চিন্তা করিয়া কি হৃদয়-বিদারক আর্তি! কি ক্রন্দন! তাঁহারা আহার-নিদ্রা পর্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। শ্রীগৌরহরি প্রত্যহ ভক্তগণের সঙ্গে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভোজন করাইতেন। তথাপি মাধাইর অন্তর্দাহের শান্তি হইল না। মাধাই একদিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে একাকী দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় ধরিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক বলিয়াছিলেন –

"দারুণ চণ্ডাল মুইঁ কৃতঘ্ন গোখর।
মোর অপরাধ প্রভু সব ক্ষমা কর ॥"

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কি অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগ! কি অন্তর্দাহ! তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ইত্যাদির অন্তর্দাহের কথা ত শুনিয়াছ। তুমি যখন শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিবে, তখন সর্বক্ষণ স্বয়ং শ্রীগৌরহরি ও তদনুগ গোস্বামিবর্গের এই অন্তর্দাহের কথা স্মৃতিপথে রাখিয়া কিরূপে এই অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া সর্বক্ষণ ব্যাকুলভাবে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ডাকিতে পারিবে, শ্রীগৌরজনগণের শ্রীপাদপদ্মে সেই প্রার্থনা জানাইবে। প্রার্থনার সময়ে সত্য সত্যই যেন তুমি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ কিংবা তাঁহাদের নিজজনগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে তোমার দৈন্যার্তিপূর্ণ হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতেছ এবং তোমার হৃদয়ের আর্তিসিন্ধু উদ্‌বেলিত হইয়া অশ্রুরূপে চক্ষুদ্বার দিয়া প্রবাহিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনগণের পাদ্য রচনা করিতেছে, হৃদয় সত্যই যেন তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে লগ্ন হইয়া গিয়াছে – এইরূপ ভাব সর্বক্ষণ হৃদয়ে থাকিবে। মেঘ বিনা চাতকের আর্তনাদ ও রাত্রিকালে পতিবিয়োগবিধুরা চক্রবাকী ও কুররী পক্ষীর কাতরস্বরে প্রিয় পতির পরমার্তিযুক্ত আহ্বানের ন্যায় পরমবিরহ হইতে জাত আর্তিতে অভিভূত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ইষ্টদেব বা তদনুগ জনের যে নামকীর্তন, তাহা যে অচিরে তাঁহাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করাইয়া তাঁহাদিগকে তোমার প্রতি কৃপোন্মুখ করাইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ এইরূপ নামকীর্তনই যথার্থ নামকীর্তনপদবাচ্য।

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন।
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিত-পাবন ॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পায়া কাঁদে নরোত্তম দাস ॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অন্তর্দাহজনিত এই যে অনুভূতি, এইরূপ অনুভূতি প্রত্যেক ভক্তিসাধকের সত্য সত্যই হৃদয়ে জাগ্রত হওয়া আবশ্যক। "সুতীব্র অন্তর্দাহ্-জর্জরিত শ্রীগৌরানুরাগী বৈষ্ণববৃন্দ ও তাঁহাদের অনুসরণকারী স্বীয় শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুদেবাত্ম বৈষ্ণববৃন্দের কৃপার পাত্র হইতে পারিলাম না! তাঁহাদের হৃদয়স্থ অন্তর্দাহের কথা উপলব্ধির বিষয় হইল না! জন্মজন্মান্তরের অপরাধকঠিন হৃদয়পাষাণ ত বিগলিত হইল না! অশ্রুর ভগবদ্‌বশীকরণরূপ মাহাত্ম্য শুনিয়াও চক্ষুতে এক বিন্দুও অশ্রুর উদ্‌গম হইল না! মৃত্যু ত কেশাকর্ষণ করিতেছে। মাদৃশ নরপশুর নিত্যমঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের কি ব্যগ্রতা! সকলকে তাঁহার ভূমিকায় উঠাইয়া লইবার জন্য তাঁহার কি ব্যাকুলতা! কি নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম! সব কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? অপরাধের আকর্ষণ কি মহৎকৃপার আকর্ষণ হইতে অধিক শক্তিশালী হইয়া যাইবে? এ জন্ম চলিয়া গেলে আর কি এ অপূর্ব সুযোগ পাওয়া যাইবে? ইহার পরে কি জন্ম হইবে, তাহা বা কে বলিতে পারে? মনুষ্য জন্ম যে পাওয়া যাইবে তাহার বা কি নিশ্চয়তা আছে? যদিও বা পাওয়া যায়, এইরূপ মহৎসঙ্গের সৌভাগ্য যে হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? নিজের এইসব দুর্দৈবের কথা সর্বক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করিলে "পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব" – এইরূপ অন্তর্দাহের উদয় হইবে। শ্রীগুরুবর্গ ও শ্রীগুরুদেবাত্ম বৈষ্ণববৃন্দের শিক্ষা ও আচরণের প্রতি লোভ হইলেই সেই শিক্ষাবিষয়ক স্মৃতি অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগিবে। তাঁহারা ত ধরাধাম হইতে অপ্রকট হইয়া গেলেন। সত্যই কি আর তাঁহাদের সঙ্গ, তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে হৃদয়ে গভীর রেখাপাতকারী উপদেশের শ্রবণ ও তাঁহাদের আচরণ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ হইবে?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন হৃদয়ে তীব্র অন্তর্দাহ জাত হইবে, তখন স্মৃতির মাধ্যমে সতত তাঁহাদের সঙ্গ হইবে। সাক্ষাৎ সঙ্গ পাওয়া গেলেও অন্তরে তাঁহাদের প্রতি প্রীতি না থাকিলে সে সঙ্গ নিরর্থকই হইয়া থাকে। কিন্তু অন্তর্দাহজনিত স্মৃতিহেতু যে সঙ্গ, তাহাই প্রকৃষ্ট সঙ্গ এবং সেই সঙ্গই হৃদয় হইতে ক্রমশঃ রজস্তমোগুণ দূর করিয়া তাঁহাদের প্রতি প্রীতিযুক্ত করাইবে। বস্তুতঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের অন্তর্দাহজনিত এইরূপ অবিচলিত স্মৃতিই শুদ্ধভক্তির প্রাণ। সুতরাং ইহাই প্রত্যেক ভক্তিসাধকের কাম্য হওয়া আবশ্যক।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" – এই শাস্ত্রবাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না। উদ্ধারলাভ করিবার পর জগাই-মাধাইয়ের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনীতে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে –

"উষঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জনে।
দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
'কৃষ্ণের দয়িত' দেখে সকল সংসার॥
পূর্বে যে করিল হিংসা তাহা সঙরিয়া।
কাঁদিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
'গৌরচন্দ্র আরে বাপ পতিতপাবন।'
স্মঙরি স্মঙরি পুনঃ করয়ে ক্রন্দন॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
স্মঙরি চৈতন্যকৃপা দুইজন কাঁদে॥
সর্বজন সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥
আপনে বসিয়া, প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দুহেঁ চিত্তে সোয়াথ না পায়॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কাঁদে বিপ্র তাহা সঙরিয়া॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
'নিত্যানন্দ অঙ্গে মুইঁ কৈলুঁ রক্তপাত!'
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
'যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করেন বিহার।
হেন অঙ্গে মুইঁ পাপী করিনু প্রহার॥'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূর্চ্ছাগত হয় ইহা স্মঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কাঁদে আর কিছু চিন্তা নাই॥"

(শ্রীচৈ:ভা:মধ্য ১৩।৬২-৭৪)

তাঁহারা উষঃকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নানান্তে দৈনিক নির্জনে দুই লক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন। সর্বক্ষণ নিজকে ধিক্কার করিতেন এবং 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া ক্রন্দন করিতেন। কৃষ্ণভক্তির আস্বাদন পাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত উদার হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের দেহাসক্তিজনিত উদরভেদবুদ্ধি বা সঙ্কীর্ণতা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল এবং সংসারের প্রত্যেক জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন। সেই কারণে পূর্ব হইতে জীবগণের প্রতি তাঁহারা যে হিংসা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন এবং "হে গৌরচন্দ্র ! হে বাপ পতিতপাবন !" এই বলিয়া হৃদয়বিদারক ক্রন্দন করিতেন। এইরূপ অনুক্ষণ তীব্র অন্তর্দাহজনিত ক্রন্দনহেতু আহারের কথা ভুলিয়া যাইতেন। শ্রীগৌরহরি প্রত্যহ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া ভোজন করাইতেন। তথাপি তাঁহাদের অন্তর্দাহ নির্বাপিত হইত না। বিশেষতঃ মাধাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অঙ্গে রক্তপাত করিয়াছিলেন বলিয়া সর্বদা "আমি কি করিলাম!" এই চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেও তাহার মন বুঝিত না। তিনি অনুক্ষণ "কি করিলাম! কি করিলাম!" এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইতেন এবং সময় সময় মূর্ছিতও হইয়া যাইতেন।

তারপর এক দিন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে একাকী দেখিয়া মাধাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মদ্বয়কে দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক বলিতে লাগিলেন – "হে প্রভো! এ অধম আপনার শ্রীঅঙ্গে রক্তপাত করিয়া যে অক্ষমণীয় অপরাধ করিয়াছে, তাহা হইতে কিরূপে উদ্ধার পাইবে ?"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু – আরে! শিশুপুত্র মারিলে কি বাপের দুঃখ হয় ? সেইভাবে তোমার কোন অপরাধ ত আমি ধরি নাই। তুমি ত আমার প্রভু শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহপাত্র। কাজেই আমার নিকট তোমার কোন অপরাধই নাই।

মাধাই – প্রভো! আপনি না আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু আপনি ত অন্তর্যামিসূত্রে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ বহু জীবের ত হিংসা করিয়াছি। আমি ত মদ্য পানাদি করিয়া জ্ঞানহারা হইয়াছিলাম। কাজেই কাহার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি, তাহা জানিতে পারি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাই। জানিলেই না তাঁদের চরণে ক্ষমা চাহিতাম। যদি আমার প্রতি সদয় হইলেন তাহা হইলে সেইসব অপরাধ হইতে পরিত্রাণের উপায় কৃপা করিয়া বলুন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু – মাধাই, গঙ্গার সেবা অপরাধভঞ্জনী। কাজেই তুমি প্রত্যহ গঙ্গাঘাট পরিষ্কার কর। লোকে যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসিবে, তখন তোমার এই কার্য হেতু সকলেই তোমার কল্যাণ কামনা করিবে। তারপর স্নানার্থী সকলকে অনুনয় বিনয়পূর্বক নমস্কার করিয়া তাঁদের চরণে তুমি যে অপরাধ করিয়াছ তজ্জন্য ক্ষমা চাহিবে। তাহা হইলে তাঁহারা তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবে।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশানুযায়ী মাধাই প্রত্যহ শেষরাত্রিতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে গঙ্গাঘাট পরিষ্কার করিতেন। সেই সময় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে দুই চক্ষু হইতে গঙ্গাধারের ন্যায় অশ্রু প্রবাহিত হইত। এমন সময়ে নবদ্বীপবাসিগণ স্নানার্থে গঙ্গায় আসিলে তিনি তাঁহাদিগকে নমস্কারপূর্বক খুব কাকুতিমিনতি করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতেন – "জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আপনাদের চরণে যেসব অপরাধ করিয়াছি, আপনারা তাহা ক্ষমা করুন।" তাহার এই সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনায় স্নানার্থী নবদ্বীপবাসিগণের হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। তাহারা বিস্ময়াভিভূত হইয়া চিন্তা করিতেন যে, যাহার ছায়া স্পর্শ করিলে আমরা পরিহিত বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করিতাম, আজ তাহার এ কি অপূর্ব ব্যবহার! এ অন্তর্দাহ, এ অশ্রু, কিরূপে তাহাতে সম্ভব হইল? যাঁহাদের কৃপায় এই দুর্দান্তের এইরূপ অন্তর্দাহের উদয় হইয়াছে, সেই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ নিশ্চিতরূপে সাধারণ মনুষ্য নহেন। তাহারা স্বয়ং ভগবান্ না হইলে এইরূপ মহাপাপীর ও মহাদুর্দান্তের আজ এ অবস্থা হইত না। এইরূপভাবে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের অপার করুণার কথা চিন্তা করিতে করিতে বিগলিত-হৃদয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাহারা স্নানান্তে বাড়ীতে ফিরিতেন।

শিষ্যের আচরণদ্বারা কিরূপে শ্রীগুরুদেবের মহিমা প্রকাশিত হয়, ইহা তাহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

রাঘব, মাধাই শুদ্ধভক্তিসাধকের প্রকৃষ্ট আদর্শ। তাঁহার ন্যায় অন্তর্দাহযুক্ত হইবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল হইলে তুমি একদিন না একদিন অবশ্য সেইরূপ হইতে পারিবে এবং মৃত্যুসময়ে যদি এইরূপ অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিতে পার তবে তাঁহার সাক্ষাৎকারও পাইতে পার। অন্তর্দাহ এই জন্মেই যে তোমাকে অভীষ্ট ফল দান করিয়া ভগবদ্দর্শন পর্যন্ত করাইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুক্ষণ নিজের দুর্দৈবের কথা চিন্তা ব্যতীত তোমার হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা থাকিবে না। ধনহীনের যেরূপ সর্বক্ষণ ধনাভাবের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া তাহাকে ধনলাভের জন্য সমস্তপ্রকার যত্ন করিতে প্রবৃত্ত করায়, সেইরূপ মাদৃশ ভক্তিধনহীন ব্যক্তি কবে এবং কিরূপে ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতিরূপ সেই ভক্তিধনে ধনী হইবে, সেই চিন্তা সর্বক্ষণ হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে পূর্ব পূর্ব জন্মে এবং এই জন্মেও যেসব গর্হিত পাপ ও অপরাধ করা হইয়াছে তাহা সর্বক্ষণ স্মৃতিপথগত হইয়া হৃদয়কে মথিত করিবে। "মাদৃশ এইরূপ মহাপাপী ও মহা অপরাধীর কি ভজনে অধিকারলাভ হইবে!" ভক্তিলাভসম্বন্ধে স্বীয় অযোগ্যতার এই যে অনুভূতি ইহাই ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কারণ এই অযোগ্যতার অনুভূতি হইতেই তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইয়া হৃদয়কে সর্বক্ষণ দগ্ধ করিতে থাকিবে। ইহার ফলে নিজের পূর্ব পাপ ও অপরাধজনিত যে চিত্তমল তাহা দগ্ধীভূত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হইবে এবং সেই শুদ্ধচিত্তে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনের কৃপায় ভক্তিবাসনা স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া পড়িবে এবং ব্যতিরেকভাবে পরদোষদর্শনও আপনা হইতেই দূর হইয়া যাইবে। অন্তর্দাহের কি অদ্ভুত প্রভাব!

মাতার সন্তানের পার্থিত কোন বস্তু দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও বস্তু-প্রাপ্তির জন্য সুতীব্র লালসা সন্তানকে এরূপ অস্থির করিয়া ফেলে যে, সে বস্তুপ্রাপ্তিবিষয়ে স্বীয় অযোগ্যতা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করে। তাহার সেই ব্যাকুল ক্রন্দনে স্নেহময়ী মাতার হৃদয় বিগলিত হইয়া যায় এবং তিনি সন্তানকে তাহার কাম্যবস্তু দিতে বাধ্য হন। সেইরূপ নিজের সহস্র অযোগ্যতা থাকিলেও যে ব্যাকুল হৃদয়ে সর্বদা ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার প্রতি প্রীতিলাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইবে, তাহার ব্যাকুলতায় ইষ্টদেবের হৃদয় অবশ্যই বিগলিত হইয়া যাইবে এবং তিনি তাহার বাসনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবেন।

"শুদ্ধভক্তিসাধকের প্রার্থনা" গ্রন্থে যেসব প্রার্থনা আছে, প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সেইসব প্রার্থনা অভিনিবেশ সহকারে করিবে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলে সেই মহদ্‌গণের কৃপায় অতিসত্বর চিত্ত শুদ্ধ হইয়া তাহাতে ভক্তিপ্রবৃত্তির উদয় হইবে। যদি ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্মৃতিযুক্ত হইয়া তোমার দেহান্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াগেল, তাহা হইলে তোমার অবিদ্যামুক্তি (রজস্তমোগুণ হইতে মুক্তি) নিশ্চিত এবং পরজন্মে তুমি মহৎসঙ্গে ভজনের সুযোগ পাইবে এবং ক্রমশঃ জাতরতি হইয়া শুদ্ধভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। সেই অবস্থায়ই তুমি ভক্তিসাধক-পদবাচ্য হইতে পারিবে এবং এইরূপ ভক্তিসাধনের ফলে ক্রমশঃ প্রেমলাভের যোগ্য হইবে। ইহা হইল অন্তিম সময়ে কেবল স্মৃতিযুক্ত হইয়া মৃত্যুবরণের ফল; কিন্তু যদি তীব্র আর্তিযুক্ত হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক প্রার্থনা করিতে করিতে প্রাণ চলিয়া যায়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা পাইতে পারিবে বলিয়া শ্রীল জীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৬২তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন – "অত্র মরণে সর্বেষাং দৈন্যোদয়োঽপি শ্রীভগবৎকৃপাতিশয়-দ্বারমিতি দ্রষ্টব্যম্।" অর্থাৎ মরণকালে সকলের যে দৈন্যের উদয় হয়, তাহা শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপালাভের দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে অর্থাৎ এই দৈন্যকে দ্বাররূপে অবলম্বন করিয়াই তাদৃশ ব্যক্তিপ্রতি শ্রীভগবানের কৃপার উদয় হইয়া থাকে।

সম্ভবতঃ শ্রীল জীবপাদের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল পুরীদাসগোস্বামিঠাকুর এইরূপ দৈন্যার্তিযুক্ত জীব মৃত্যুসময়ে ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া থাকে বলিয়াছেন।

রজস্তমোগুণাবিষ্ট নরপশু আমরা যে গুরুবর্গের শিক্ষা ও আচরণের অনুসরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ইহা নিপট সত্য কথা। যাহার গুরুবর্গের শিক্ষা ও আচরণের প্রতি অন্তরে লোভ জাত হইয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তির পক্ষেই নিজের এই অযোগ্যতার উপলব্ধি হওয়া স্বাভাবিক। এই অযোগ্যতার উপলব্ধিই সাধনে অগ্রগতির প্রথম সোপান। কারণ এই উপলব্ধি সর্বক্ষণ হৃদয়ে থাকিলে তজ্জনিত অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইবে। সেই অন্তর্দাহই আমাদিগকে অনুক্ষণ শ্রীগুরুবর্গের কৃপাপ্রার্থনার জন্য প্রেরণা দিবে। মহৎকৃপা ব্যতীত হৃদয়ে ভক্তিবাসনা জাগাইবার অন্য কোন উপায় নাই। সেই কারণে শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিঠাকুর নিজে আচরণ করিয়া যে শ্রীগৌরনাম-কীর্তনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেকটি নামে একজন শ্রীগৌরানুগ মহতের নামকে সংযুক্ত করিয়াছেন; যথা – শ্রীবাসগোষ্ঠীর প্রাণধন গৌরগুণধাম, মুরারিগুপ্তের ইষ্টদেব গৌরগুণধাম, গদাধরমাদন গৌরগুণধাম, হরিদাসমোদন গৌরগুণধাম, রূপানন্দবর্ধন গৌরগুণধাম ও সনাতনপালন গৌরগুণধাম ইত্যাদি। এইরূপ নামকীর্তন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, সেই সেই ভক্তের শ্রীগৌরপাদপদ্মে যে জাতীয় আবেশ আছে, নিরন্তর অভিনিবেশ সহকারে আর্তিযুক্ত হইয়া সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম কীর্তন করিলে সেই আবেশ কীর্তনকারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। তাঁহার শিক্ষা কতদূর বিজ্ঞানভিত্তিক, তাহা বুঝিলে ত।

সুতরাং এইরূপ ভক্তিসাধকের স্খলন বা পতনের কোন আশঙ্কাই নাই। অবশ্য যদিও প্রতিমুহূর্তে অনর্থগ্রস্ত সাধকের স্খলন বা পতনের সম্ভাবনা আছে, তথাপি এই আর্তিযুক্ত নামকীর্তনদ্বারা সেই সেই ভক্তগণের হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরহরির প্রতি যে আবেশ আছে, সেই আবেশ কীর্তনকারীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া তাহা হইতে ভক্তিবিপরীত বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাসিত করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে ভক্তিবাসনা সঞ্চার করিয়া দিবে। এই ভক্তিবাসনা হইল হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। এই বৃত্তি কোনমতে একবার সাধকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে আর তাহা হইতে দূরীভূত হয় না। অতএব সে সর্বক্ষণ অন্তর্দাহে জর্জরিত হইয়া চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া শ্রীগৌরনামকীর্তনে ব্রতী হয়। জীবিতাবস্থায় সর্বক্ষণ এইরূপ কীর্তনের দ্বারা শ্রীগৌরহরির ভক্তবাৎসল্য ও তাঁহার প্রতি ভক্তের প্রগাঢ় প্রীতির কথা স্মৃতিপথে থাকে। সেই কারণে মৃত্যু সময়েও সেই স্মৃতির উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

মহৎকৃপায় যাহার হৃদয়ে এই সংসারের অসারতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, সে ভুলবশতঃও এ ঘৃণ্য ও কৃতঘ্নতাপূর্ণ সংসারে আর একবারও আসিতে ইচ্ছা করিবে না। সুতরাং মৃত্যুসময়ে কিরূপে তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে রখিয়া দেহত্যাগ করিবে, সেই চিন্তা সর্বক্ষণ তাহার বলবত্তর থাকিবে। সেই কারণে যেরূপ সাধন করিলে ইষ্টদেবের স্মৃতি লইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারিবে, সেইরূপ সাধনের প্রতি অন্তরে তাহার সর্বক্ষণ আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সে যখন যে কার্য করিতে যাইবে, সেই কার্য মৃত্যু সময়ে তাহার হৃদয়ে ইষ্টদেবের স্মৃতিজননের সহায়ক হইবে কি না সর্বক্ষণ সেই কথা চিন্তা করিয়াই সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ যে কার্য করিলে তাহা অন্তিম সময়ে ভগবৎস্মৃতি-উদ্রেকের সহায়ক হইবে বলিয়া তাহার বিচার হইবে, সে সেই কার্য আগ্রহ সহকারে করিবে আর যে কার্য তাহার প্রতিকূল হইবে, সেই কার্য হইতে সে দৃঢ়ভাবে নিবৃত্ত থাকিবে। ইহাই ভক্তিসাধকের সাধনচাতুর্য। যে এই বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, সে অন্তিম সময়ে অবশ্যই শ্রীভগবৎস্মৃতি লইয়া দেহত্যাগ করিবে।

শ্রীগুরুদেবের অজ্ঞ, নিতান্ত অযোগ্য ও অন্যাভিলাষজর্জরিত শিষ্যের প্রতি কি অপার করুণা! সে করুণার তুলনা নাই। তাঁহার অনুগত শিষ্যকে নানাপ্রকার শিক্ষা দিয়া ও শাসন করিয়া সৎপথে আনিতে তাঁহার কি ব্যগ্রতা!

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহা কি ভুলিবার বিষয় ? যে ভুলিয়া যাইবে, তাহাকে কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কি বলা যাইবে ? তিনি মাদৃশ দেহগেহাসক্ত পতিত জীবকে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে টানিয়া লইবার জন্য কতই যে তৎপর, এইকথা যে উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে নিত্যকাল কিরূপে তাঁহার শ্রীচরণরেণু হইয়া থাকিবে, সেই বাসনা অনুক্ষণ তাহার হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যথিত করাইবেই। এইরূপ শিষ্যই বাস্তব শিষ্যপদবাচ্য এবং তাহার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীগুরুদেবের বাহ্য আচরণে আপাতদোষপ্রতিম কিছু দেখাগেলেও তাহাতে দোষদৃষ্টি সম্পূর্ণ অনুচিত। কারণ ইষ্টদেবের প্রতি তাঁহার যে অবিচলিত আবেশ, তাহার জন্য অন্য ইতর বস্তুর প্রতি আবেশ হওয়া অসম্ভব। অতএব তাঁহার দোষদর্শনকে হৃদয়ে কোনমতে স্থান দিতে হইবে না। তিনি যে মহান্ শিক্ষা দিয়াগেলেন সেই শিক্ষা কতদূর শাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত এবং তাহার অনুসরণে নিজের সাধনে কিপ্রকার অগ্রগতি হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিলে তাঁহার মহানুভবতার উপলব্ধি হইয়া তাঁহার প্রতি স্বতঃ ভক্তিভাব জাত হইবে এবং সেই সঙ্গে নিত্যকাল তাহার আনুগত্যে থাকিয়া ভজন করিবার সুদৃঢ় সংকল্পও হৃদয়ে উদিত হইবে।

মোটের উপর কোন বিষয়েই নিজের বুদ্ধি খাটাইতে চেষ্টা না করিয়া শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শরণাগত হইলে, তাঁহারা কখনও বিপথগামী হইতে দিবেন না।

"এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজপদতলে দেহ ঠাঁই॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত এ তিন সংসারে (ভূলোকে, ভুবলোকে ও স্বর্গলোকে) আমার আর কেহ রক্ষক নাই। তিনিই আমার একমাত্র রক্ষক – এই চিন্তা সর্বক্ষণ হৃদয়ে রাখিয়া তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব সমস্ত বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া ভজনপথে অগ্রগতির সুযোগ করিয়া দিবেন।

পতিত ও অনর্থগ্রস্ত জীবকে ভগবদাবেশ দান করিয়া তাহার হৃদয় শোধনপূর্বক তাহাকে ভগবৎসেবায় উদ্‌বুদ্ধ করানই শ্রীগুরুদেবের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তিনি পতিত দুরিত জীবের দোষ দেখেন না। মায়াগ্রস্ত জীব ত সর্বদোষের আকর। সুতরাং তাহার দোষ দেখা নিরর্থক। ইহা তিনি অনুভব করিয়াছেন। তাই তিনি কাহারও দোষ না দেখিয়া বহুভাবে আচরণ করিয়া ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বিমুখ জীবকে ভগবদুন্মুখ করাইতে সতত ব্যগ্র। তজ্জন্য তিনি সমস্তপ্রকার কায়ক্লেশ বরণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ নহেন। বিমুখ জীবের হৃদয়ে অনুক্ষণ ইষ্টদেবের সুখানুসন্ধানময়ী স্মৃতি সঞ্চার করাই তাঁহার সমস্ত আচরণ ও উপদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য। পতিত দুরিত জীবের প্রতি তাঁহার এই অপার করুণার কথা সর্বক্ষণ স্মৃতিপটে থাকিলে তাঁহার উপদেশ ও আচরণের প্রতি লোভ জাত হওয়া স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবশতঃ এইরূপ লোভ যাহার জাত হইয়াছে সে যে অনতিবিলম্বে রাগমার্গীয় সাধনে ব্রতী হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। অতএব শ্রীগুরুদেবের কৃপাই ভক্তিসাধকের একমাত্র সম্বল। অবশ্য সদাচারপালন, শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্বক শাস্ত্রজ্ঞানলাভ ও প্রীতিহীন অবস্থায় কেবল ভক্ত্যঙ্গের আনুকরণিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি শ্রীগুরুকৃপালাভের কারণ নহে। যেহেতু ইহাদ্বারা রজস্তমোগুণাবিষ্ট সাধকের হৃদয়ে দম্ভ জাত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে। অবশ্য এসব করিতে নিষেধ করা হইতেছে না। তবে যেরূপভাবে এইসব করিলে হৃদয়ে নিজের ভক্তি হইতেছে বলিয়া দম্ভ জাত না হইয়া আর্তিই জাগিবে, সেইরূপভাবেই এসকলের অনুষ্ঠান করণীয়। তাহা হইল সর্বক্ষণ পূর্ব জন্মের ও এই জন্মের অনন্ত দুষ্কর্মের কথা স্মরণপূর্বক নিজকে শতধিক্কার দান ও সর্বাবস্থায় স্বীয় অযোগ্যতার সুতীব্র অনুভূতি লইয়া অন্তর্দাহজনিত ব্যাকুল ক্রন্দন। যে সাধকের এইরূপ ক্রন্দনের উদয় হইয়াছে, উপর্যুক্ত সদাচারপালন, গ্রন্থালোচনা ও ভক্ত্যনুষ্ঠানাদি তাহার দম্ভবৃদ্ধির পরিবর্তে অযোগ্যতার অনুভূতিকেই বৃদ্ধি করিবে, যাহার ফলে তাহার হৃদয় সর্বক্ষণ দৈন্য-পরিপ্লুত থাকিবে এবং শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগুরুদেবাত্ম বৈষ্ণববৃন্দের কৃপালাভের জন্য হৃদয়ে ব্যাকুল প্রার্থনার উদয় হইবে। এই ভূমিকাই শুদ্ধভক্তিসাধনের পূর্বাঙ্গ বা ভক্তিমাত্রকাম কর্মার্পণভূমিকা। এই অবস্থায় ভক্ত্যনুষ্ঠানাদি যে সাধন, তাহা যথার্থ সাধনপদবাচ্য এবং এইরূপ সাধনের ফলে জীব ক্রমশঃ শ্রীগুরুরূপী মহতের কৃপায় জাতরতি হইয়া শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয়পূর্বক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

"যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় শ্রীভগবানের কৃপালাভ হয় এবং যাহার অপ্রসন্নতায় কোনরূপ সদ্‌গতি হয় না, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের যশের ধ্যান ও স্তব করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত শ্রীগুর্বষ্টকে শ্রীগুরুদেবের মহিমা এইরূপভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীল জীবপাদও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।১৫।২২-২৫) শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিষয়স্পৃহা, ক্রোধ, লোভ, ভয়, শোক, মোহ, দম্ভ, হিংসা, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকাদি তাপ ও রজস্তমোগুণকে জয় করিবার বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করিয়া কেবল শ্রীগুরুভক্তিদ্বারাই এই সকলকে অনায়াসে জয় করা যাইতে পারে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব উদ্ধার করিবেন কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই উদ্ধার করিতে পারিবে না।

শ্রীপদ্মপুরাণের উক্তি উদ্ধার করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, আবশ্যক হইলে ভগবদ্ভজন বাদ দিয়া শ্রীগুরুসেবা করা কর্তব্য। এ বিষয়ে আগমে উক্ত হইয়াছে—কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তামা যেরূপ সোনায় পরিণত হয়, সেইরূপ শ্রীগুরুদেবের সন্নিধানে শিষ্য বিষ্ণুময় হইয়া থাকে।

শ্রীজীবপাদের এইসব উক্তি হইতে ভগবদ্ভজন অপেক্ষা শ্রীগুরুসেবারই আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীগুরুদেব ইচ্ছা করিলে সর্বসাধনহীন সাধককেও অনায়াসে এবং বিনাসাধনে তাঁহার ভূমিকায় লইয়া যাইতে পারেন। ইহাই শ্রীগুরুকৃপার বৈশিষ্ট্য। তজ্জন্য প্রত্যেক মঙ্গলাকাংক্ষী সাধককে শ্রীগুরুকৃপালাভের জন্য সর্বক্ষণ ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে হইবে। এই ক্রন্দনই সর্বসাধনের সার।

গুরুজীর উপদেশানুরূপ রাঘবের আচরণ

গুরুজীর নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়া রাঘব দৈনিক নিয়ম করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে "শুদ্ধভক্তিসাধকের প্রার্থনা" গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী প্রার্থনা করিতে লাগিল। মুখ্য কথা হইল এই যে, রাঘবের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। এ সংসার যে অতীব ঘৃণ্য ও কৃতঘ্নতাপূর্ণ তাহার নিজ অনুভূতি হইতে এই বিচার তাহার হৃদয়ে দৃঢ় হইয়াছে। অতএব এ সংসারের ধন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্ত্রী, পুত্র ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি হইতে যে কখনও নিত্যসুখ পাওয়া যাইবে না, এই ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইয়াছে। ভগবদিচ্ছায় স্ত্রী, পুত্রাদি হইতে প্রাপ্ত অসহনীয় দুঃখই তাহার সংসারের প্রতি বৈরাগ্যোদয়ের কারণ হইয়াছে। সুতরাং সংসারসুখের প্রতি বিন্দুমাত্রও লালসা না রাখিয়া কিরূপে এই ভীম সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীভগবৎসেবা লাভ করিতে পারিবে, গুরুজীর কৃপায় সেই বাসনা তাহার তীব্র হইয়াছে। সেই কারণে সে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে সেই ভগবৎসেবালাভ উদ্দেশ্যে সক্রন্দন ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে থাকে। প্রার্থনা শেষ হইয়া গেলে অন্য সময়েও শ্রীগুরুজী হইতে তাহার মুখপদ্ম বিগলিত শ্রীহরিকথামকরন্দ পান করিয়া তাহার হৃদয় আরও দৈন্যার্তিপরিপ্লুত হইতে থাকে।

একদিন সে মধ্যরাত্রিতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে প্রার্থনা করিতে লাগিল – "হে পাপী-তাপী-অপরাধীর নিস্তারকারী শ্রীগৌরগুণধাম! তুমি ত কেবল পাপী, তাপী ও অপরাধীগণকে উদ্ধার করিবে বলিয়া সন্ন্যাস লইয়াছ। যে তোমার দৃষ্টিপথারূঢ় হইত, সে পাপী হউক, অপরাধী হউক, বহির্মুখ হউক কিংবা অনভীপ্সু হউক, তুমি দর্শনমাত্রেই তাহার হৃদয়ের পাপ ও অপরাধরূপ মল ধৌত করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রেমধনে ধনী করিয়াছ। হে হীনার্থাধিকসাধক*! তোমার এই যে মহাবদান্যতা, ইহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। তুমি ঝারিখণ্ডের বন্যপশু ও বৃক্ষলতাদিকেও গোপীপ্রেম দিয়াছ। দক্ষিণদেশে যাইবার সময় যে তোমার দৃষ্টিপথারূঢ় হইত তুমি নির্বিচারে তাহাকে প্রেম দিয়াছ। তুমি দীর্ঘ আঠার বৎসর কাল গম্ভীরাপীঠে অবস্থান করিয়া কেবল শ্রীপুরুষোত্তমবাসী কেন উৎকলবাসী ও গৌড়দেশবাসী সকলকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়াছ। জালিয়া, যে সম্পূর্ণ বহির্মুখ ও অনভীপ্সু ছিল এবং কেবল মাছ মারিয়া উদরভরণ করা যাহার একমাত্র কার্য, এইরূপ ব্যক্তিও তোমাকে কেবল স্পর্শ করামাত্রই প্রেম পাইল! তুমি যে ঘনীভূত প্রেমের মূর্তি এবং সেই কারণে তোমার দর্শন, স্পর্শ, স্মরণ ও নামকীর্তনে যে প্রেম অনায়াসলভ্য, তোমার এতাদৃশ আচরণদ্বারা তুমি তাহাই প্রমাণ করিয়া দিলে না কি? হে গম্ভীরানাথ! হে কাশীমিশ্রের গৃহাঙ্গীকারি! হে স্বরূপরামরায়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনাকারি! হে রায়রামানন্দের কণ্ঠধারি! হে গম্ভীরাভিত্তিতে

---

* হীনার্থাধিকসাধক – হীনের অধিক অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজনসাধক। অর্থাৎ যে যাহা পাইতে যোগ্য নহে, যিনি তাহাকে তাহা দিতে পারেন, তিনিই হীনার্থাধিকসাধক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুখঘর্ষণকারি ! গম্ভীরাস্থিত তোমার সেই পাদুকা, জলপাত্র ও কাঁথা কবে এ নরাধমের শিরোভূষণ হইবে ?

হে প্রভো ! যেদিন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারা গৌড়দেশ হইতে আনীত সূক্ষ্ম সুগন্ধি চাউলের অন্ন, অবোনা শাক ও কোমল তেঁতুল পাতাকে লবণ ও জলের সঙ্গে বাটিয়া তাহাতে প্রস্তুত চাটনি শ্রীগোপীনাথ(শ্রীতোটাগোপীনাথ)কে ভোগ দিয়াছিলেন, সেই দিন তুমি অচানক আসিয়া 'গদাধর ! গদাধর !' বলিয়া ডাকিলে। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত তোমার ডাক শুনিয়া মহানন্দে দরজা খুলিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার সময়ে তুমি হাসিতে হাসিতে বলিলে –

** ** ** ** ** "কেনে গদাধর !
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ?
আমি ত তোমরা দুই হইতে ভিন্ন নই।
না দিলেও তোমরা বলে ত আমি খাই ॥
নিত্যানন্দের দ্রব্য গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন – মোর ইথে আছে ভাগ ॥"

অর্থাৎ হে গদাধর ! আমি কি নিমন্ত্রণের ভিতর নহি ? আমি ত তুমি ও নিত্যানন্দ হইতে ভিন্ন নহি। তুমি যাচিয়া না দিলেও আমি জোর করিয়া তোমা হইতে লইয়া খাই। শ্রীনিত্যানন্দের দ্বারা গৌড়দেশ হইতে আনীত দ্রব্য (সূক্ষ্ম সুগন্ধি চাউল), শ্রীগোপীনাথের প্রসাদ ও তোমার রন্ধনে আমার অবশ্য ভাগ আছে।

আহা, কি ভক্তবাৎসল্য ! হে ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি ! এ পতিত কবে তোমার সেই ভক্তবাৎসল্যের পাত্র হইবে ?

"নহে হৃদ বিগলিত নাহি নেত্রে লোর।
কৃপাদৃষ্টি আকর্ষিব কেমনে তোমার ?"

"হে ভক্ত-হৃদয়-ধন ! এ নরাধমের হৃদয়পাষাণ ত বিগলিত হইল না, চক্ষু হইতে ত অশ্রু নির্গত হইল না। এ অপরাধী কবে তোমার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিবে ?

হে শ্রীগৌরহরি ! তোমার শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরস্থ পাষাণ বিগলিত হইয়া তাহাতে তোমার পদচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। তোমার হৃদয় কিরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহজনিত অন্তর্দাহে দগ্ধ হইত, যাহার ফলে তোমার পাদপদ্মের স্পর্শে পাষাণও বিগলিত হইয়া গিয়াছে, তোমার সেই পদচিহ্ন এখনও দর্শনকারী সকলকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। হে প্রভো ! এমন করুণাময় যে তুমি, তোমার নামকীর্তন করিয়াও এ নরপশুর বজ্রসম কঠিন হৃদয়পাষাণ বিগলিত হইল না। হে অগতির গতি ! তুমি যদি নিজগুণে এ নরপশুর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে তোমার কৃপাবরণযোগ্য না কর, তাহা হইলে তাহার জীবন বৃথা হইয়া যাইবে।

তোমার কি মহাবদান্যতা ! কি ভক্তবাৎসল্য ! তুমি যেরূপ মহাবদান্য, তোমার ভক্তগণও তদ্রূপ। শ্রীল গদাধর দাস মুসলমান কাজিকে বলপূর্বক 'কৃষ্ণ' বলাইয়া তাহাকে প্রেম দিলেন ! হে করুণাময় ! তুমি নিজে যেরূপে জগৎকে প্রেমবন্যায় ভাসাইলে, তোমার ভক্তগণের দ্বারাও সেইরূপ করাইয়াছ। হে প্রভো ! এ নারকীকে একবার দর্শন দাও। এ নরাধমের মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাহাকে তোমার প্রিয়জনের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া দাও, তোমার প্রিয়জন যেন এ নরাধমকে শাসন করিয়া তাঁহার (তোমার প্রিয়জন শ্রীগুরুদেবের) কৃপাবরণযোগ্য করিয়া দেন। হে প্রভো ! মৃত্যু ত কেশাকর্ষণ করিতেছে। কখন প্রাণবায়ু চলিয়া যাইবে। তোমার স্মৃতিহীন হইয়া কি প্রাণ যাইবে ? পূর্ব অপরাধহেতু রজস্তমোগুণ-নিগড়ে ত বাঁধা হইয়াছি। তোমার অপার করুণার কথা চিন্তা করিবার সময়ে রজোগুণ তৎক্ষণাৎই নানা অবাঞ্ছিত চিন্তাদ্বারা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করাইয়া মনকে তোমার শ্রীপাদপদ্মচিন্তা হইতে চ্যুত করিয়া দিতেছে, কুলকিনারা কিছুই পাই না। হে প্রভো ! উদ্ধার কর। এ জন্ম যেন বৃথা না হয়।"

হে গৌরভক্তাগ্রণী শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিত ! শ্রীগৌরহরির সুখ-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তুমি তোমার একমাত্র পুত্রের বিয়োগদুঃখকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া উৎফুল্লহৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্তনরাসে যোগ দিয়াছিলে। ইষ্টদেবের প্রীতির জন্য তোমার কি অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগ ! তোমার এই স্বার্থত্যাগে অভিভূত হইয়া শ্রীগৌরহরি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন – "হে শ্রীবাস ! তুমি আমার প্রেমে পুত্রশোক পর্যন্ত ভুলিয়াগেলে ! তোমার মত ভক্তের সঙ্গ আমি কিরূপে ছাড়িতে পারিব ! আজ হইতে আমি ও নিত্যানন্দ তোমার নিত্যপুত্র হইয়া রহিলাম।" শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে তোমার এই যে সুদৃঢ় নিষ্ঠা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া এ দীনকে কৃতার্থ কর।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হে মাধাই ! তোমার কি অন্তর্দাহ ! তুমি অনুক্ষণ সেই অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়া যে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে, সেই আদর্শ কবে এ নরপশুর অনুসরণীয় হইবে ?

হে পরমকরুণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভো ! তুমি মাধাই হইতে মার(প্রহার) খাইয়াও তাহাকে কৃপা করিয়া প্রেম দিলে। যে দস্যু ব্রাহ্মণ তোমার অলঙ্কার অপহরণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহাকেও প্রেম দিলে। কি অভূতপূর্ব তোমার করুণা ! দস্যুর হৃদয়কে তুমি এরূপ বিগলিত করিয়া দিলে যে, সে তীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল, কিন্তু তুমি তাহার মস্তকে তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধারণপূর্বক তাহাকে প্রেমধনে ধনী করিয়া দিলে। ইহা দেখিয়া তথায় উপস্থিত ভক্তগণ চকিত হইয়া গেলেন। হে করুণাসিন্ধো ! এ নরাধম কবে তোমার সেই করুণার ভাজন হইবে ? তোমার সেই কৃপালাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে করিতে কবে এ ঘৃণ্য জীবনের অন্ত হইবে ? হে পতিতপাবন প্রভো ! এ নরাধমের কথা কি কিঞ্চিন্মাত্রও তোমার স্মৃতিপথগত হইবে না ?

হে গদাধর পণ্ডিত ! শ্রীগৌরহরির সুখবিধানের জন্য তোমার কি ব্যগ্রতা, তজ্জনিত কি স্বার্থত্যাগ ! তুমি ক্ষেত্রসন্ন্যাস লইয়া সারাজীবন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীগোপীনাথের সেবায় নিজকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলে। শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীগোপীনাথ ছাড়িয়া তুমি কখনও স্থানান্তরে যাও নাই। তোমার কি নিষ্ঠা ! কি স্বার্থত্যাগ ! তাহা কবে এ নারকীর অনুসরণীয় হইবে ?

হে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভো ! তোমার কি অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগ ! তুমি শ্রীগৌরহরির নিন্দাকারী তোমার জামাতার মৃত্যুকামনা করিলে ! হে ষাঠীর মাতা ! তুমি তোমার কন্যাকে রাণ্ডী হইতে অভিশাপ দিতে পারিলে ! কি অচিন্তনীয় তোমাদের স্বার্থত্যাগ ! এ নরাধমের মস্তকে পদধারণপূর্বক এই কৃপাশীর্বাদ করুন, যেরূপে সে মোহগ্রস্ত হইয়া স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট না হইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে তাহার সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং তাঁহার প্রীতিবিধানে সতত ব্রতী হইতে পারে।

হে শ্রীল শিবানন্দসেন প্রভো ! তুমি প্রত্যেক বৎসর গৌড়ীয় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে গৌড়দেশ হইতে পুরুষোত্তমধামে আসিতে। রাস্তায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাদের থাকা, খাওয়া ও নদী পার হওয়া ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব বহন করিয়া তাহাদিগকে লইয়া শ্রীগৌরহরির দর্শন ও সঙ্গ এবং শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করাইতে। তোমরা সকলেই চারমাসকাল শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে থাকিতে। আবার পদব্রজে আসা ও দেশে ফিরিয়া যাইতে তোমাদের কমপক্ষে দুইমাস ত লাগিত। এইভাবে ছয়মাস তোমারা সংসারের চিন্তা সম্পূর্ণ ভুলিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে থাকিতে। আঠার বৎসরকাল তোমরা এইভাবে কাটাইয়াছ, তোমাদের এই অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগই শ্রীগৌরহরিকে বশীভূত করিয়াছিল। তোমার কৃপায় কুক্কুরের পর্যন্ত বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইল। এ নরপশুর কথা কবে তোমার স্মৃতিপথগত হইবে এবং কবে তাহার উদ্ধারের চিন্তা তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবে ?

হে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভো ! শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্দেশ্যে তোমার কি অসাধারণ ত্যাগ ! তুমি ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী সবকিছু মলবৎ ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরণপ্রাপ্তির আশায় নীলাচলে ছুটিয়া আসিলে। তোমার কি কঠোর বৈরাগ্য ! কি সুতীব্র অন্তর্দাহ ! হে প্রভো ! এ নরাধমের মস্তকে পদধারণপূর্বক এই কৃপা কর যেরূপে সে তীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনগণের কৃপাপ্রার্থনা করিতে পারে। এ জীবন ত ব্যর্থ হইয়া গেল। তবে এইমাত্র ভরসা যে, তোমাদের কৃপাদৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হইবে না। তোমার কৃপায় তোমার সেই আর্তি-সম্পত্তির কণিকামাত্র লাভ করিতে পারিলে এ নরপশুর হৃদয়পাষাণ অনায়াসে বিগলিত হইতে পারিবে।

হে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ! তোমার কি অপার করুণা ! তুমি যাহার মঙ্গল কামনা করিয়াছ সে মহাপাষণ্ড হইলেও তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া তাহাতে আর্তিসিন্ধুর প্লাবন হইয়াছে। এইরূপ বহু ব্যক্তিকে তুমি প্রেমধনে ধনী করিয়াছ। তোমার সংস্পর্শে যে আসিয়াছে, সে বিনাসাধনে অনায়াসে দৈন্যার্তিবিগলিত হৃদয়ে প্রেমলাভ করিয়াছে। তোমার যে হৃদয়বিদারক আর্তি শ্রীগৌরহরির হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল, তাহা কবে এ নরপশুর অনুসরণীয় হইবে ?

হে নিখিলগৌরানুরাগী বৈষ্ণববৃন্দ ! শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রীতির উদ্দেশ্যে তোমাদের যে অচিন্তনীয় স্বার্থত্যাগ, তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য যে ব্যাকুলতা, তাহা কবে এ নরাধমের অনুসরণীয় হইবে ? এ নরপশু কবে ব্যাকুল হৃদয়ে "হা গৌর-নিতাই !" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিবে ? হে বৈষ্ণবঠাকুরগণ ! এ নরপশুর এইমাত্র প্রার্থনা পূর্ণ করুন – আবার যেন এ কৃতঘ্নতাপূর্ণ ঘৃণ্য সংসারে তাহাকে আসিতে না হয় এবং সে নিত্যকাল শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রীতিকরী সেবা লাভ করিয়া এ ঘৃণ্য জীবনকে সার্থক করিতে পারে। ওঃ, হে প্রভো ! কিরূপে ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে এ প্রাণ চলিয়া যাইবে ?

সেদিন এইরূপ ব্যাকুল প্রার্থনা করিবার সময় আর্তিসিন্ধু তাহার হৃদয়কে উদ্‌বেলিত করিতেছিল। সে তাহার অজ্ঞাতসারে খুব উচ্চস্বরে ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক প্রার্থনা করিতেছিল – "হে করুণাময় গুরুজী ! তোমার কি অপার করুণা ! এ নরকের কীটকে তুমি অমৃতসিন্ধুতে নিমজ্জিত করাইলে ! ধন্য তোমার কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহ। এ নরাধম ঘোর বিষয়াবিষ্ট অবস্থায় সংসারক্লেশে জর্জরিত হইয়া কেবল তাহার হৃদয়ভরা দুঃখ তোমার শ্রীপাদপদ্মে জ্ঞাপন করিয়া হৃদয়কে লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আসিয়াছিল। অজ্ঞ সন্তান মাটি খাইতে থাকিলে করুণাময়ী মা যেরূপ তাহার মুখ হইতে মাটি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দেন, তুমি সেইরূপ কোটিমাতৃবাৎসল্যবিনিন্দি স্নেহভরা হৃদয়ে এ নারকীর হৃদয় হইতে বিষয়চিন্তারূপ হলাহল অপসারণ করিয়া তাহাকে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন ও নিমজ্জনের অপূর্ব সুযোগ দিয়াছ। হে করুণাময় শ্রীগুরুদেব ! এ নরপশু যেন জন্মে জন্মে তোমার শ্রীচরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া তোমার হৃদয়ের ধন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মমধু আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে, এই কৃপাশীর্বাদ কর। "হা গৌর-নিতাই ! হা গৌর-নিতাই ! হে নিখিল গৌরানুরাগী বৈষ্ণববৃন্দ..." এইরূপ বলিবার পর আর কোন শব্দ শোনাগেল না। প্রত্যেক দিন প্রার্থনা করিতে তাঁহার যে সময় লাগে, সেদিন তাহা হইতে বহু অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া থাকিলেও সে বাহিরে আসে নাই। এদিকে সকাল আটটা বাজিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্বে তাহার ক্রন্দনযুক্ত প্রার্থনার শব্দ শোনা যাইতেছিল, কিন্তু আর কিছু শোনা না যাওয়া এবং আটটা বাজিয়া গেলেও তাহার বাহিরে না আসা ঘটনায় অনন্ত চিন্তান্বিত হইয়া সে যেখানে প্রার্থনা করিতেছিল সেস্থানে গিয়া দেখিল যে সে নিস্পন্দ। অনন্ত একটু বিচলিত হইয়া তাহার খুব নিকটে গিয়া জানিতে পারিল যে, সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। দুই চক্ষু হইতে দুইধার অশ্রু এবং মুখভঙ্গী হইতে হৃদয়ের অন্তর্দাহ ফুটিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শরীর নিস্পন্দ। সে বিচলিত হইয়া শ্রীগুরুজীকে ডাকিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তিনি আসিয়া দেখেন ত রাঘব তাহার জীবন সার্থক করিয়া এই মর্ত্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত ধামের যাত্রী হইয়াছে।

তিনি যুগপৎ রাঘবের বিয়োগহেতু দুঃখে অধীর ও তাহার সদ্‌গতির কথা চিন্তা করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া অনন্তকে বলিলেন – "অনন্ত, দেখ রাঘবের কি ভাগ্য ! সে স্ত্রী-পুত্রের দুর্ব্যবহারে তীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া ঘোর উদ্‌বিগ্ন চিত্তে আমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু এত অল্পদিনের মধ্যে আবার সেই সুতীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তাঁহাদের নিজজনের শ্রীচরণে মর্ম্মস্পর্শী ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে আত্ম-পুষ্পকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া দিয়া নিজকে বিমল প্রেমলাভের যোগ্য করিল। ধন্য রাঘব ! তুমি ধন্য ! তুমি আজ আমার গুরুর কার্য করিয়াছ। অনন্ত, অন্তর্দাহের কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখিলে ত ! কর্তুমকর্তুমন্যথা কর্তুং সমর্থঃ অজিত শ্রীভগবান্ পরিশেষে অন্তর্দাহযুক্ত সাধকের সমস্ত পাপ ও অপরাধ অনায়াসে দূর করিয়া তাহাকে বিমলসেবার অধিকারী করিয়া দেন।

মনে পড়ে নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কথা ! তাঁহার প্রার্থনা কি শ্রীগৌরহরি অন্যথা করিতে পারিলেন ? তিনি শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন – "হে প্রভো ! তোমার শ্রীপাদপদ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিব, তোমার শ্রীমুখপদ্মকে দর্শন করিতে থাকিব, জিহ্বায় তোমার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণ করিতে থাকিব – এইরূপে তোমার আগে প্রাণত্যাগ করিব।" কি অপূর্ব প্রার্থনা ! শ্রীগৌরহরি শ্রীহরিদাসের বিয়োগের কথা চিন্তা করিয়া ঘোর দুঃখাভিভূত হইলেও তাঁহার অসীম ভক্তবাৎসল্যহেতু তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীল হরিদাস সকল বৈষ্ণবের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন এবং শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মকে বক্ষে ধারণ করিয়া দুই চক্ষু হইতে দুইধার অশ্রু বিসর্জনপূর্বক তাঁহার শ্রীমুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া "হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য !" বলিতে বলিতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। যিনি সারা জীবন নির্বন্ধসহকারে দৈনিক তিন লক্ষ মহামন্ত্র জপ করিতেন, শেষ অবস্থায় তিনি শ্রীগৌরনাম কীর্তন করিয়াই নির্যাণ লাভ করিলেন ! তাঁহার এই আচরণদ্বারা আর্তিযুক্ত শ্রীগৌরনামকীর্তনই যে সদ্যপ্রেমপ্রাপক, তাহা নামাচার্যরূপে তিনি জগদ্‌বাসীকে জানাইয়া দিলেন। সুতরাং আর্তি বা অন্তর্দাহই ভক্তির জীবন। অন্তর্দাহযুক্ত ভক্তিতে বশীভূত আর্তবন্ধু শ্রীভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ব্যগ্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া পড়েন। আর্তিহীন শ্রবণ-কীর্তন কিংবা আর্তিহীন ভক্ত্যনুষ্ঠান আর্তবন্ধুর হৃদয়কে বিগলিত করাইতে পারে না। আর্তির ন্যায় অন্যের হৃদয়কে জয় করিবার শক্তি অন্য কোন সাধনে নাই। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা লীলাবিলাসে মত্ত। আর্তি ব্যতীত অন্য কোন সাধনই তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারে না। দেখ দ্রৌপদীর আর্তিযুক্ত প্রার্থনায় দূরবাসী শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় কিরূপে বিগলিত হইয়া গেল! তিনি বলিতে লাগিলেন – "দ্রৌপদীর কি আর্তি! তাহার আর্তিপূর্ণ ডাক আমার হৃদয় হইতে দূর হইতেছে না।" অতএব কেবল আর্তিই আর্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া তাঁহাকে আর্ত ভক্তের প্রতি সত্বর কৃপোন্মুখ করায়। আর্তি বা অন্তর্দাহ ব্যতীত অন্য কোন সাধনই তাঁহার হৃদয়কে বিগলিত করাইতে পারিবে না।

এইরূপ বলিতে বলিতে খেদযুক্ত অবস্থায় তিনি মৌন অবলম্বন করিয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। তারপর অনন্তের দ্বারা গ্রামবাসিসকলকে ডাকাইয়া রাঘবের সৎকার কার্যের উদ্‌যোগ করিলেন। রাঘবের সৎকারান্তে গ্রামবাসিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার উদ্দেশ্যে একটি উৎসবের আয়োজন করিল। দূরদূরান্ত হইতে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগ দিলেন। উৎসবে রাঘবের উদাহরণ দিয়া গুরুজী এ সংসারে জীবের যে অচিন্তনীয় দুঃখভোগ বিশেষতঃ বৃদ্ধাবস্থায় যে অসহনীয় যন্ত্রণা, তাহা যে তাহার পূর্বজন্মের কর্মফলানুযায়ী অন্তর্যামী পরমাত্মার দ্বারাই ব্যবস্থিত, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। অতএব স্ত্রী-পুত্রগণের দুর্ব্যবহারজনিত আমাদের যে দুঃখভোগ, তজ্জন্য তাহাদের দোষ দর্শন করা মহা অবিবেকিতার কার্য। এইরূপ করার দ্বারা আমাদের রজস্তমোগুণ বৃদ্ধি হইয়া সংসারবন্ধনই দৃঢ়তর হইবে। অনাদিকাল হইতে শ্রীভগবানের প্রতি বিমুখ আমাদিগকে তাঁহার প্রতি নিত্য উন্মুখ করাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার আমাদের প্রতি এই দণ্ডরূপ কৃপা। ইহা অনুভব করিয়া "কৃপয়া ভূতজং দুঃখম্" (শ্রীভা: ৭।১৫।২৪) শ্রীনারদের এই উপদেশানুযায়ী অন্য ভূত বা প্রাণিগণের নিজপ্রতি যে দুঃখ প্রদান, যাহার নাম আধিভৌতিক তাপ, তাহাতে তাহাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া কৃপাপরবশ হওয়াই বিজ্ঞতার কার্য। এইরূপ কার্যদ্বারা কেবল আধিভৌতিক তাপ কেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তাপও দূর হইয়া যায় অর্থাৎ জীব ত্রিতাপমুক্ত হইয়া যায়। এই একটি কার্যদ্বারা কত লাভ হইতেছে, ইহা সকলেই বুঝিয়া তদনুযায়ী আচরণে ব্রতী হওয়া উচিত। ইহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অনন্ত দুঃষ্কর্মের কথা চিন্তা করিয়া তীব্র অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার নামকীর্তন করা যে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, এ বিষয় সকলের হৃদ্‌বোধ হওয়া উচিত। রাঘবের স্ত্রী-পুত্রের তাহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার তাহাতে সে এরূপ ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেদিন তাহার খাইতেও প্রবৃত্তি হইল না এবং তীব্র অন্তর্দাহহেতু রাত্রিতে শুইতেও পারিল না। সেই অবস্থায় মধ্যরাত্রির ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সে আমার নিকট চলিয়া আসিল এবং পরদিন প্রত্যুষে তাহার মর্মন্তুদ কাহিনী কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে জানাইল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া এসব তাহারই স্বীয় কর্মফলজনিত দুঃখ বলিয়া বুঝাইলাম। সে তৎক্ষণাৎ আমার কথার মর্ম বুঝিতে পারিল এবং তাহার যৌবনাবস্থায় তাহার পিতার প্রতি সে যেসব অকথনীয় দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, সেইসব কথা চিন্তা করিয়া ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং স্ত্রী-পুত্রাদি হইতে তাহার যে দুঃখ তাহা যে তাহারই কর্মের ফল, তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া ঘোর অনুতাপগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ে এত শীঘ্র অন্তর্দাহের উদয় হইয়া গেল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। অবশ্য পূর্বজন্মে কোন সাধুকৃপা তাহার প্রতি ছিল, যাহার ফলে সে আমার কথা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়া তদনুযায়ী অনুক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নামকীর্তন করিতেছিল। মাত্র এই কয়েকটি দিন এইরূপ নিষ্ঠাসহকারে অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া সাধন করিতে করিতে সে নিজকে প্রেমলাভের যোগ্য করিতে পারিল। সুতরাং সে আমার গুরুর কার্য করিয়াছে।”

তারপর রাঘবের সঙ্গহীন হইয়া খুব ব্যথিত হৃদয়ে অনন্ত, শ্রীগুরুজী ও অন্যসকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল – “গুরুজী রাঘবের বিষয়ে যাহা বলিলেন, তাহা সব ঠিক। কিন্তু তাঁহার অমানিত্বহেতু একটি কথা তিনি গোপন করিয়া রাখিলেন। তাহা হইতেছে রাঘবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপা। তাঁহার কৃপাশক্তি সঞ্চারহেতুই রাঘব এতশীঘ্র অন্তর্দাহযুক্ত ভজনদ্বারা অপ্রাকৃত ধামের যাত্রী হইতে পারিল। ‘মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়’ – ইহা স্বয়ং শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখোক্তি। সুতরাং শ্রীগুরুজীর অহৈতুকী কৃপায়ই রাঘবের এই সদ্‌গতি। শ্রীগুরুজীর শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি যে, ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি। আমার ন্যায় রজস্তমোগুণতাড়িত অনাদি ভগবদ্‌বিমুখ জীবের হৃদয়ে এই বৃত্তি নাই। তাই ইহা জীবের নিজস্ব নহে এবং ভূতাদরদ্বারা আমাদের হৃদয় হইতে রজস্তমোগুণকে দূর না করা পর্যন্ত এই ভক্তিবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে উদিত হইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digjtizagtion by eGangotri

পারিবে না। অবশ্য কেবল ভূতাদরপূর্বক কর্মার্পণ করিলে যে ভক্তিবৃত্তি আমাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া যাইবে, তাহা নহে। ইহা একমাত্র হ্লাদিনীর দূত মহতেরই কৃপাসাপেক্ষ। মহদ্গণও পরমকরুণাময়। ভগবদ্বিমুখ জীবহৃদয়ে ভক্তিবৃত্তি সঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে শ্রীভগবানের প্রতি উন্মুখ করাই তাহাদের একমাত্র কার্য। কিন্তু মহদ্গণের সঙ্গ লাভ হইলেও পূর্ব দুরন্ত অপরাধহেতু জীব নিজকে তাহাদের কৃপাবরণযোগ্য করিতে পারে না। যে শ্রীনারদের কৃপায় নলকূবর-মণিগ্রীব ও ব্যাধ প্রভৃতি উদ্ধার পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীনারদের সঙ্গে সর্বদা বাস করিয়াও দেবতাগণের ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তি দূর হয় নাই। ইহা তাহাদের পূর্ব অপরাধেরই ফল। অপরাধহেতু তাহাদের শ্রীনারদের প্রতি মহদ্জ্ঞান হওয়ার পরিবর্তে পুণ্যবান্ মুনিবিশেষ জ্ঞান হইয়াছিল। অতএব তাহারা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে সেই অপরাধের ক্ষালন ও মহৎকৃপালাভের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রীভগবন্নামকীর্তনই একমাত্র উপায় বলিয়া শ্রীজীবপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৭৯তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন –

‘দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড় – ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত – ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥
দুই ভাগবতদ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ ॥’
(শ্রীচৈ:চ: ১।১।৫৬-৫৮)

অর্থাৎ মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ – এই দুই ভাই পতিত দুরিত জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন আবার এই দুই ভাগবতের দ্বারা তাহার হৃদয়ে ভক্তিরস বা প্রেমরস সঞ্চারপূর্বক নিজে সেই প্রেমে বশীভূত হইয়া সেই প্রেমরস আস্বাদন করিতে গিয়া তাহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া যান।

ইহা হইল শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহাবদান্যতা। এইরূপ করুণাময় অবতার আর দ্বিতীয় নাই। সেই কারণে শ্রীগুরুজী সর্বদা ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে ডাকিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগৌরহরি হইলেন শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শ্রীরাধারাণীর প্রীতির আধিক্য এইরূপ সীমায় পৌঁছিয়াছিল যে, তিনি সর্বক্ষণ সর্বস্ব দিয়া সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সর্বতোমুখী সেবা করিয়া তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে সুখী করিলেও তাঁহার দর্শন পাইলেন না এবং তাঁহার কোন সেবা করিতে পারিলেন না বলিয়া সর্বক্ষণ ব্যথিত ও সেবার অভাববোধে জর্জরিত হইয়া ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সেই বিরহব্যথিত ভাব শ্রীগৌরহরির হৃদয়ে উদিত হইয়া সর্বক্ষণ তাঁহাকে ব্যাকুল ক্রন্দনরত করাইত। বস্তুতঃ প্রিয়জনের বিরহহেতু তাঁহার যে স্মৃতির উদয় হয়, তাহা মিলনের স্মৃতি হইতেও বহুগুণে অধিক গাঢ়তর এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত স্মৃতিতে শ্রীগৌরহরি সর্বক্ষণ এরূপ ব্যথিত হইতেন যে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বহুবিধ সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইত। বিরহজনিত তাঁহার সেই তীব্র অন্তর্দাহহেতু তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করিতেন তাঁহার শ্রীপাদপদ্মস্পর্শে শ্রীপাদপদ্মের নিম্নস্থিত প্রস্তরও বিগলিত হইয়া তাহাতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। অনবসরে শ্রীজগন্নাথরূপী শ্রীমুরলীবদনের অদর্শনে ব্যথিত হইয়া তিনি প্রত্যেক বৎসর আলালনাথে গিয়া তথায় শ্রীআলালনাথদেবের দর্শন করিতেন। সেস্থানেও তিনি শ্রীআলালনাথদেবকে দণ্ডবৎপ্রণাম করিবার সময় তাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে পাষাণ বিগলিত হইয়া তাহাতে তাঁহার সর্বাঙ্গচিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মচিহ্ন এবং শ্রীআলালনাথদেবের মন্দিরে তাঁহার সর্বাঙ্গ চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহহেতু তাঁহার হৃদয়ে জাত অন্তর্দাহ কোন্ সীমায় পৌঁছিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

যাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শে পাষাণ বিগলিত হইয়া গেল, তাঁহাকে সর্বদা ব্যাকুল হইয়া ডাকিলে এই জন্মেই আমাদের অপরাধ-কঠিন হৃদয়পাষাণ যে অবশ্যই বিগলিত হইয়া তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি হইবে এবং চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের পাদ্য রচনা করিবে, ইহাতে কি বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতে পারে ?

রাঘবই আমাদের আদর্শ। সে আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিল। নিজের স্ত্রী ও পুত্রগণের ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া সে গুরুজীর নিকট আসিয়াছিল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার উপদেশে সুতীব্র অন্তর্দাহযুক্ত হইয়া ভজনে ব্রতী হইল। শেষে কিরূপ সুতীব্র অন্তর্দাহদগ্ধ হৃদয়ে ব্যাকুল ক্রন্দনপূর্বক শ্রীনাম কীর্তন করিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিতে এ মরশরীর ত্যাগ করিল, তাহা ত আপনাদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে দেখিলেন। ব্যাকুল প্রার্থনার কি অদ্ভুত মাহাত্ম্য ! তাহা অনুক্ষণ লীলাবিলাসরত শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়া মহা অপরাধী ও মহা পাপী হইলেও আমাদের প্রতি তাঁহাকে অবশ্যই কৃপোন্মুখ করাইবে। শ্রীদ্রৌপদী ও শ্রীগজরাজ ইত্যাদির ব্যাকুল প্রার্থনা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়কে বিগলিত করাইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে তৎক্ষণাৎই তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহা ত আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। সুতরাং আমার অনুরোধ আর কালবিলম্ব করিবেন না। মৃত্যু আসিয়া কেশাকর্ষণ করিতেছে। কখন যে প্রাণ চলিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে ? শ্রীরাঘবের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে করিতে যেরূপ এ ঘৃণ্য জীবনের অন্ত হয়। এই আশা সর্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাধনে ব্রতী হইলে বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু অবশ্যই আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

আসুন, আজ হইতে সকলেই সম্মিলিত হইয়া শ্রীগুরীজীর আনুগত্যে চক্ষুজলে বক্ষ সিক্ত করিয়া 'হা গৌর-নিতাই! তোরা দুটি ভাই পতিত জনের বন্ধু। অধম পতিত আমি হে দুর্জন দয়া কর কৃপাসিন্ধু' – ব্যাকুল হৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিব এবং তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে স্বীয় সমস্ত স্বার্থকে তিলে তিলে জলাঞ্জলি দিব। তাহা হইলে সেই গুরুজীর কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া এই জন্মেই এই দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিজকে বিমল প্রেমলাভের যোগ্য করিতে পারিব।

জয় গুরুজী কী জয়। জয় মহাবদান্যশিরোমণি শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর-সীতানাথ কী জয়।"

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi